ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-115 ■ 31 January, 2025 ■ আগরতলা ৩১ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ১৭ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা







## জাতীয় গড়ের তুলনায় রাজ্যের মাথাপিছু আয় কম ঃ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান




**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।।** ত্রিপুরার আর্থিক ব্যবস্থাপনা খুবই ভালো। কিন্তু জাতীয় গড়ের তুলনায় রাজ্যের মাথাপিছু আয় কম। আজ দুপুরে রাজ্য সরকারি অতিথিশালায় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন যোড়শ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান ড. অরবিন্দ পানাগড়িয়া।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে যোড়শ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতির প্রশংসা করে বলেন, এটা নিশ্চিতভাবেই একটা রাজ্যের পক্ষে ভালো লক্ষণ। তিনি জানান, আজ সকালে সচিবালয়ে এক বৈঠকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কমিশনের কাছে রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাবি দাওয়া সম্পর্কিত একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা, অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কথায়, ত্রিপুরার আর্থিক অবস্থা ভালো। ঋণ হ্রাস পাচ্ছে এবং ব্যয়ও হ্রাস পাচ্ছে। এটি সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনার ইঙ্গিত দেয়।তাঁর নিজস্ব পর্য্যবেক্ষণ হল ত্রিপুরা একটি সুপরিচালিত রাজ্য। যে রাজ্যটি কৃষি থেকে শিল্প ও পরিষেবার দিকে রূপান্তরিত হচ্ছে। এদিন তিনি আরো বলেন, ত্রিপুরার একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল যে এখানকার জনগণ কৃষির উপর অনেকটা কম নির্ভরশীল। যেখানে জাতীয়স্তরে, ৪৫ শতাংশ কর্মী কৃষিক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল। সেখানে ত্রিপুরায় ৩০-৩১ শতাংশ শ্রমিক কৃষির উপর নির্ভরশীল। নগরায়নের পরিমাণ এবং কৃষি থেকে শিল্প ও পরিষেবায় রূপান্তর উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বিবেচ্য বিষয়। ত্রিপুরা এই ক্ষেত্রে ভারতের অনেক অংশের তুলনায় অনেক এগিয়ে রয়েছে।তাছাড়া, এদিন চেয়ারম্যান স্বীকার করেন, জাতীয় গড়ের তুলনায় রাজ্যের মাথাপিছু আয় কম। একই সাথে রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি "অত্যন্ত ইতিবাচক এবং আশাবাদী" বলেও উল্লেখ করেন।উত্তর-পূর্বের অন্যান্য অংশের তুলনায়, এটি অগ্রগতির পথে আরও এগিয়ে রয়েছে।

এদিন পানাগড়িয়া বলেন, ত্রিপুরা বিভিন্ন প্যারামিটার পরিবর্তন করে ১৫তম অর্থ কমিশনের করের অনুভূমিক বিভাজনের সূত্র সংশোধন করতে চেয়েছিল। যেমন, রাজ্য জনসংখ্যার ভিত্তিতে বর্তমান ১৫ শতাংশ ভাগ কমিয়ে ১০ শতাংশ, ভৌগোলিক এলাকার ভিত্তিতে ১৫ শতাংশ ভাগ কমিয়ে ৫ শতাংশ এবং বন ও বাস্তুতন্ত্রের ভিত্তিতে বর্তমান ১০ শতাংশ ভাগ বাড়িয়ে ২০ শতাংশ করার প্রস্তাব করেছে। তাছাড়া, রাজ্য মোট উর্বরতার হারের জন্য ১২.৫ শতাংশ ভাগ সংশোধন করে ৫ শতাংশ করার পরামর্শ দিয়েছে। তিনি আরও বলেন যে ত্রিপুরা কর বিভাজনের জন্য দুটি নতুন প্যারামিটার প্রস্তাব করেছে — আন্তর্জাতিক সীমান্তের জন্য ৫ শতাংশ ভাগ এবং ৫ শতাংশ করের অংশ সহ অবকাঠামোর সূচক ব্যবহার করা।

তাঁর কথায়, এই দুটি প্যারামিটার অতীতের কোনও অর্থ কমিশন ব্যবহার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিক সম্মেলনে জিবির সুপার

## মুখ্যমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় রাজ্যে অঙ্গদান ও অঙ্গ প্রতিস্থানের উদ্যোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।।** রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় আরও একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে শীঘ্রই লিভার সহ অন্যান্য অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা হবে। চেন্নাইয়ের মোহন ফাউন্ডেশন রাজ্যের জিবিপি হাসপাতালে লিভার সহ অন্যান্য অঙ্গ প্রতিস্থাপন করার জন্য কাজ করবে। এর ফলে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার মান আরও বৃদ্ধি পাবে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার আন্তরিক প্রচেষ্টায় রাজ্যে অঙ্গদান ও অঙ্গ প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া সফল হতে চলেছে। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডা. শংকর চক্রবর্তী একথা জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিশেষ করে অঙ্গ প্রতিস্থাপন করার প্রক্রিয়া আরো বেশি উন্নত করার জন্য চেন্নাই-এর মোহন ফাউন্ডেশন মাল্টি অর্গান হারভেস্টিং নেটওয়ার্কিং প্রতিষ্ঠানটি কাজ করবে। সারা দেশে এমনকি পৃথিবীর উন্নত দেশেও এই প্রতিষ্ঠান সুনামের সাথে কাজ করছে। গতকাল মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার পৌরহিত্যে স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট জানান, ভারতে বহুদিন আগে থেকেই অঙ্গদান ও অঙ্গ প্রতিস্থাপনের কাজ চলে আসছে। আমাদের রাজ্যেও এখন পর্য্যন্ত সাফল্যের সাথে দুটি কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। একটি কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে গত ৮ জুলাই এবং দ্বিতীয়টি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে গত ১১ নভেম্বর। এই অঙ্গ প্রতিস্থাপন ও অঙ্গদানের কাজকে কিভাবে আরো উন্নত করা যায় তার জন্যই মোহন ফাউন্ডেশন এর সাথে যৌথ উদ্যোগে রাজ্যে অঙ্গদান এবং অঙ্গ প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া হতে চলেছে। তিনি জানান, দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি। আমাদের রাজ্যে অনেকগুলি ট্রমা সেন্টার আছে। জিবিপি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে ২০২৩ সালে মোট ৯৮ জন মারা গেছেন। ২০২৪ সালে মোট ১১১ জন মারা গেছেন। এদের মধ্যে ভালো অংশের ব্রেন ডেথ হয়েছিল। এদের অঙ্গগুলি নিয়ে অন্যকে বাঁচানো যায়, ব্রেন ডেথ এর পর মৃত ব্যক্তির অঙ্গ নিয়ে সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করা যায়। তবে এক্ষেত্রে দুটি পরিবারের কাছেই উপযুক্ত সমর্থন থাকা প্রয়োজন। ডা. চক্রবর্তী আরো বলেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অর্থ কমিশনের সঙ্গে বৈঠক

## রাজ্যের কেন্দ্রীয় করের ৫০ শতাংশ বৃদ্ধির দাবি জানাল সিপিএম

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি ।।** যোড়শ অর্থ কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে মোট ১২ দফা প্রস্তাব তুলে ধরেছে সিপিআইএম দল। বৃহস্পতিবার ১৬ অর্থ কমিশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন সিপিআইএমের ৩ সদস্যের প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলে ছিলেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ভানুলাল সাহা, প্রাক্তন বিধায়ক রতন ভৌমিক এবং রাধাচরণ দেববর্মা।

যোড়শ অর্থ কমিশনের প্রতিনিধিরা বৃহস্পতিবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন।

এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন সিপিআইএম নেতৃত্বরাও। ১২ দফা প্রস্তাব তুলে ধরেছে সিপিআইএম দল এদিনের বৈঠকে। কেন্দ্রীয় করের ৪১ শতাংশ রাজ্যকে দেওয়া হচ্ছে। এটিকে বৃদ্ধি করে ৫০ শতাংশ করার দাবী জানিয়েছে সিপিআইএম। সপ্তম পে কমিশনের সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি সঠিকভাবে কর্মচারীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ, বেকারদের কর্মসংস্থান, শূন্যপদ পূরণ, সহ বিভিন্ন খাতে রাজ্যে অর্ধরাশি প্রয়োজন হবে। সেই জন্য কেন্দ্রীয় কর কে বৃদ্ধি করে ৫০ শতাংশ করার দাবী জানানো হয়েছে।

এ দিনের এই বৈঠক সম্পর্কে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ভানুলাল সাহা আরো জানান, এডিসিকে স্পেশাল ফান্ড দেওয়ার বিষয়ে ও দাবি জানানো হয়েছে। এডিসি এলাকায় ইউনিভার্সিটি, মেডিকেল কলেজ ইত্যাদি স্থাপন করার জন্য ফান্ড দেওয়ার জন্য দাবি জানানো হয়েছে। রাজ্যের কাছে তেমন ভাবে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা নেই। তাই কেন্দ্রীয় করের পরিমাণ বৃদ্ধি করার দাবি জানানো হয়েছে বলে জানান ভানুলাল সাহা।

অর্থ কমিশনের সঙ্গে প্রদ্যোতের বৈঠক

## কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সরাসরি ফান্ডিং এডিসিকে দেওয়ার দাবি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।।** এডিসিকে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে সরাসরি ফান্ডিং দেওয়ার বিষয়ে ১৬ তম অর্থ কমিশনের সঙ্গে কথা বলেছেন তিপ্রা মথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন, বৈঠক শেষে এমনটাই জানিয়েছেন তিনি।

রাজ্যে ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছেছেন যোড়শ অর্থ কমিশনের প্রতিনিধি দল। বৃহস্পতিবার একরাশ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন অর্থ কমিশন। এদিন জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গেও বৈঠকে মিলিত হয়েছেন অর্থ কমিশনের প্রতিনিধিরা। বৈঠক শেষে তিপ্রা মথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন জানান, এডিসিকে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে সরাসরি ফান্ডিং দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর্টিক্যাল ২৮০ অনুযায়ী এডিসিকে কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি ফান্ডিং দেওয়ার কথা রয়েছে। সেই বিষয়েই আলোচনা হয়েছে। প্রদ্যোৎ কিশোর আরো বলেন, ত্রিপুরার ৬৮ শতাংশ এডিসি এলাকা রয়েছে। কিন্তু বাজেটের ১.৭ শতাংশ এডিসির জন্য বরাদ্দ হয়। এই সব বিষয়েই কথা হয়েছে অর্থ কমিশনের সঙ্গে। কমিশন এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন তিপ্রা মথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন।

## অর্থ কমিশনের কাছে ১২টি প্রস্তাব তুলে ধরল কংগ্রেস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।।** যোড়শ অর্থ কমিশনের সাথে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা। অর্থ কমিশনের নিকট রাজ্যের আর্থসামাজিক অবস্থা এবং উন্নয়নমূলক সমস্যার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

তিনি জানান, অর্থ কমিশনের নিকট মোট বারোটি প্রস্তাব তুলে ধরেছে কংগ্রেস দল। তার মধ্যে রাজ্যের বর্তমান অর্থ সামাজিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচনা করা হয়েছে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে। পাশাপাশি পরিকাঠামো গত উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা নিয়েও অর্থ কমিশনের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আরো জানান, মোট বারোটি প্রস্তাব অর্থ কমিশনের নিকট তুলে দেওয়া হয়েছে।

তার মধ্যে রয়েছে কর্মচারীদের সপ্তম পে কমিশনের বিষয়টিও। কারণ সপ্তম পে কমিশনের সমস্ত সুবিধা এখনও প্রদান করা হয়নি। ফলে অষ্টম পে কমিশন আনার ক্ষেত্রে এটি সমস্যার তৈরি করবে। এছাড়াও পেনশনারদের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন প্রতিকূলতা তুলে ধরা হয়েছে।

বেকার সমস্যা, শূন্যপদ পূরণ, অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের বিষয়ও আলোচনা হয়েছে যোড়শ অর্থ কমিশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে। এদিনের এই বৈঠকে কংগ্রেসের তরফে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা এবং প্রদেশ কংগ্রেস সহ-সভাপতি শান্তিরঞ্জন দেবনাথ উপস্থিত ছিলেন।

## ব্যাঙ্ক থেকে লক্ষ টাকা উধাও মহিলার চাঞ্চল্য

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।।** এক গ্রাহকের অজান্তে তার ফিক্সড ডিপোজিটের এক লক্ষ টাকা উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আজ আগরতলা হরিগঙ্গা বসাক রোড স্থিত ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কে গিয়ে এই বিষয়ে জানতে পেরে অসহায় মহিলা আর্তচিৎকার শুরু করেন।

প্রসঙ্গত, আজ আগরতলা হরিগঙ্গা বসাক রোড স্থিত ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কে টাকা তুলতে গিয়ে এই বিষয়ে জানতে পারেন তিনি। এই ঘটনায় কান্নায় ভেঙে পড়েন ওই মহিলা। তিনি রাণীরবাজারের বাসিন্দা, তাঁর নাম অনিমা দেবনাথ।

অনিমা দেবনাথ জানান, এক বছর আগে তিনি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কে ১ লক্ষ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করেছিলেন। বিগত কিছুদিন ধরে তিনি ব্যাংক থেকে টাকা তোলার চেষ্টা করছিলেন। ব্যাংকের তরফে কয়েকদিন বিভিন্ন কথা বলে তাঁকে ঘোরানোর পর আজ হঠাৎ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেন ফিক্সড ডিপোজিট করার একমাস পরই নাকি টাকা তোলা হয়ে গেছে। অথচ অনিমা দেবনাথ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## পিকনিক ফেরত ছাত্রীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা অভিযোগ চালক ও সহ চালকের বিরুদ্ধে



**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।।** পিকনিক থেকে ফেরার পথে স্কুলছাত্রীদের শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযাগে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন স্থানীয় জনগণ। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় চম্পকনগরে।

ঘটনার বিবরনে প্রকাশ, পিকনিক থেকে বাড়ি ফেরার পথে গাড়ির চালক এবং গাড়ির সহ চালকের বিরুদ্ধে স্কুল ছাত্রীদের শ্লীলতাহানির করার গুরুতর অভিযোগ উঠে এসেছে। গাড়িটির নাম্বার টিআর০১-বি - ১৩৯৮। অভিযোগ অনুযায়ী, পিকনিক শেষে ছাত্র ছাত্রীদের অভিভাবক ছাড়া অপরিচিত চালকের হাতে তুলে দেন স্কুলের শিক্ষকরা। ছাত্রীদের অভিযোগ, মত্ত ড্রাইভার এবং কন্ট্রাক্টার তাদের বিভিন্ন আপত্তিকর জায়গায় স্পর্শ করেন। এই ঘটনার পর আতঙ্কিত ছাত্রীদের বাড়িতে কেঁদে ফোন করার পর ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে।

এই ঘটনার খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তেই চম্পকনগর এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ছাত্রীদের অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। তাদের দাবি, অভিযুক্ত ড্রাইভার এবং কন্ট্রাক্টারকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে।

অবরোধের খবর পেয়ে চম্পকনগর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অভিভাবকরা স্কুলের শিক্ষকদেরও এই ঘটনার জন্য দায়ী করেছেন এবং অভিযুক্ত শিক্ষকদের চাকরি থেকে বরখাস্তের দাবি তুলেছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগ পাওয়ার পর অভিযুক্ত ড্রাইভার এবং কন্ট্রাক্টারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় প্রশাসন।

## এডিসি এলাকায় ঠিকাদারের প্রান নাশের হুমকি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনমালা, ৩০ জানুয়ারি।।** এডিসি এলাকায় বাঙালি কোন ঠিকেদার কাজ করতে পারবে না। প্রানে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রাণে বাঁচার আর্তনাদ জানালেন বিজেপি নেত্রী মহিলা ঠিকাদারের।

বিজেপি নেত্রী মহিলা ঠিকাদারের উপর আক্রমণের চেষ্টা করা হচ্ছে, এমনই অভিযোগ। গোলাঘাটি বুড়িমা নদী এলাকায় কাজের গোড়ায় ভেঙে চুরমার করে দেয় সমস্ত ভোল্ডার সহ শ্রমিকদের ঘর। মহিলা ঠিকাদারকে খুন করে ফেলে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে টাকারছলা থানা ওসি রথিন্দ্র দেববর্মা, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## জনগনকে বিভ্রান্ত করা ও বিভাজনের রাজনীতি সিপিএমের পলিসি ঃ বিজেপি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।।** দুর্নীতিকে পাথেয় করে এবং জনগণের অধিকারকে হরণই করে সিপিআইএমের কাজ ছিল। জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য গতকাল সিপিআইএম প্রকাশ্য জনসমাবেশ করেছে। কারণ, তাঁদের রাজ্যের উন্নয়ন সহ্য হচ্ছে না। তাঁদের লক্ষ্যই হচ্ছে ত্রিপুরায় অরাজকতা তৈরী করা। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ করেন প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী।

এদিন তিনি বলেন, গতকাল সিপিআইএমের প্রকাশ্য জনসম্মেলনে প্রকাশ কারাত, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্যরা ভুল মন্তব্য করে জনগণকে বিভ্রান্ত করেছেন। তাঁদের কারোর চোখে রাজ্যের উন্নয়ন নজরে পড়ে নি। তাঁদের পলিসিই ছিল বিভাজনের রাজনীতি করা এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করা। এদিন তিনি অভিযোগ করেন, ত্রিপুরায় ৩৫ বছর সিপিআইএম গনতন্ত্রকে খণ্ডিত করে শাসন ক্ষমতায় টিকে ছিল। দুর্নীতিকে পাথেয় করে এবং জনগণের অধিকারকে হরণ করে ছিল তাঁদের কাজ। তাই আজ বিজেপি সরকারের রাজত্বে রাজ্যের উন্নয়ন সহ্য হচ্ছে না সিপিআইএমদের।

এদিন তিনি আরো অভিযোগ করেন, বিগত দিনে সিপিআইএম জনগণকে কৌশলে করে মিছিলে আসতে বাধ্য করত। এই অবস্থা থেকে বিজেপির হাত ধরে রাজ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নকল বই

## শহরে দুই দোকানে হানা উদ্ধার প্রচুর বই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।।** রাজধানী আগরতলা শহরে ভয়ংকর কান্ড। বিদ্যা নিয়েও চলছে ব্যবসা। রাজধানী আগরতলা ওরিয়েন্ট চৌমুহনি এবং জয়নগর সংলগ্ন দুটি বইয়ের দোকানেই অভিযান চালায় এনসিআরটি দিল্লির এক প্রতিনিধি দল। দুটি দোকানেই প্রচুর পরিমাণে অবৈধ বই পাওয়া যায়। তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

এদিন প্রতিনিধি দলের এক ব্যাক্তি জানিয়েছেন, রাজ্য থেকে অভিযোগ মিলেছওল দিল্লিস্থিত এনসিআরটি দপ্তরে। বৃহস্পতিবার এনসিআরটির দিল্লি এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## নিয়োগের দাবীতে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে চাকরি প্রার্থীরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি ।।** একত্রে নিয়োগের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করতে যাচ্ছিলেন ২০২২ সালের এসটিজিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বেকার যুবক-যুবতীরা। কিন্তু মাঝ রাস্তায় পুলিশ তাঁদেরকে গ্রেফতার করে পুলিশ ভ্যানে তুলে এডিনগর পুলিশ লাইনে নিয়ে গেছে।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক চাকরিপ্রার্থী জানিয়েছেন, রাজ্যের স্কুলগুলিতে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে। কিন্তু তারপরও রাজ্য সরকার শিক্ষক নিয়োগ করছে না বলে অভিযোগ ২০২২ সালের এস টি জি টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বেকার যুবক-যুবতীরা। তাই বেকার যুবক-যুবতীরা আজ নিয়োগের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করেন। তাঁদের দাবি, ২০২২ সালে তারা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ ইং
১৭ মাঘ, শুক্রবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

## কর্তব্য ও মানব সভ্যতা

দায়িত্ব পালনই হইল মানুষের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। কর্তব্য পরায়ণতার উপর নির্ভর করিয়া মানুষের দায়িত্বশীলতা। মানুষ হিসেবে আমরা সবাই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষ সমাজের কাছে চির স্মরণীয় হইয়া থাকেন না। যাহারা সমাজের জন্য উল্লেখযোগ্য কিছু করিয়া যান তাহারা সমাজের কাছে চির স্মরণীয় হইয়া থাকেন। সেই জন্য আমাদের প্রত্যেককে কর্তব্যপরায়ণ হইতে হইবে। কর্তব্যপরায়ণতার মধ্য দিয়েই নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে প্রত্যেকে সমাজের জন্য কিছু করিলে এর ফল অবশ্যই মিলিবে।

মানবজীবনের একটি প্রধান সমস্যা কর্তব্যের দ্বন্দ্ব। পরস্পরবিরোধী দুইটি কর্তব্য উপস্থিত। এখন ইহার কোন্‌টি করিতে হইবে? ইহার নিশ্চয় ও নির্দারণ করা একরীপ অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। 'উভয়তঃ পাশারজ্জুঃ' অনেক ক্ষেত্রেই উপনীত হয়। এই ক্ষেত্রে যে মানব বুদ্ধির স্থিরতা রক্ষা করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারে, তাহাকে বীর বলা হয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে এরূপ স্থলে কর্তব্যের মানদণ্ড স্থির রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। স্থিরচিত্ত ব্যক্তি ভিন্ন ইহার নির্দারণে সমর্থ হয় না। বাস্তবিক এই দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তির মূলসূত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারিলে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া বিশেষ বিপদ্‌সঙ্কুল। কর্ম্মরে প্রকৃত তাৎপর্য্য থাকে না। যন্ত্রের মতন কর্ম করায় মানুষের মনুষ্যত্ব লোপ পায়। কর্তব্যের যে স্থলে দ্বন্দ্ব সেই স্থলেই অতিমানুষ ভাব ফুটিয়া উঠে। দ্বন্দ্বের অতীত যাঁহারা হইতে পারেন তাঁহারাই মানবের পথপ্রদর্শক। সাধারণভাবে কর্তব্য সকলেই করে। যে স্থলে 'ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুম্ভীর' এই অবস্থা হইয়া দাঁড়ায়, সে অবস্থায় মানুষ স্বাধীন না হইলে প্রকৃতরূপে কার্য্য করিতে পারে না। কোনও দিকের ভাবে অভিভূত হইলেই কার্য্য পণ্ড হয়; অন্তত চিত্তের শুদ্ধি হয় না। সন্দেহাকুলচিত্ত ব্যক্তি এইরূপ কর্তব্যের বিপদে আত্মহারা হইয়া পড়ে। আত্মহারা হইলেই বুদ্ধির লোপ পায়। কার্য্যের ফল যে প্রকৃত শান্তি তাহা লাভ করিতে পারে না। তেজস্বী মনস্বী ব্যক্তিগণই এরূপ ক্ষেত্রে অবলীলাক্রমে আপনার আত্মভাব প্রকট করিতে সমর্থ হয়। দুর্বল অকর্মণ্য জীব ভাবের অধীনতায় অধীর হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়; কিন্তু সবল ব্যক্তি মানসিক বলে বলীয়ান্; তাহার তেজ অদম্য। সে স্থির, সে কোনও একটি পছন্দ করিয়া বুদ্ধি ও শ্রদ্ধার সাহায্যে কর্ম সম্পাদন করে। নিজের অন্তরাত্মা তৃপ্ত হয়। কর্ম্মরে প্রকৃত ফল চিত্তশুদ্ধি লাভ করে। স্বাধীন ব্যক্তিই এস্থলে প্রকৃত কর্মাধিকারী। ন্যায় শাস্ত্রে যে 'উভয়তঃ পাশারজ্জুঃ' ন্যায়ের উদ্ভব হয়, কর্মক্ষেত্রেও তাহার উদ্ভব হয়। মানুষ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সাহায্যেই এক্ষেত্রে নির্ণয় করিতে অগ্রসর হয়। যুক্তিশাস্ত্র বা ন্যায়শাস্ত্র সে স্থলে প্রকৃত উত্তর দিতে পারে না। আমরা ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তি দিয়া সে স্থলে কর্তব্য নির্দর্শে করিতে পারি না। কারণ যুক্তিবলে কর্তব্য বুঝিলেও তাহা প্রাণের জিনিস হয় না। যাহাতে প্রাণ থাকে না সে কর্মদ্বারা বিশেষ উপকার হয় না। কর্মচারী নিরীহ প্রজার সর্বস্ব অপহরণ করিতেছেসে আদেশ সেনাপতির।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এই দ্বন্দ্ব ক্রমশ তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে শুরু করিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব হইতে যতদিন পর্য্যন্ত আমরা উত্তরণ না পাইব ততদিন সমাজব্যবস্থা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থাকিবে। সময় ও যোগের সঙ্গে পাল্লা দিয়া এই বিষয়টি অনুধাবন করিবার সময় আসিয়াছে। এই ক্ষেত্রে অন্য তা হইলে সভ্যতার যতই অগ্রগতি ঘটক না কেন তাহার সুফল মিলিবে না। এজন্যে আমাদেরকে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। কোন কাজকেই আগামী দিনের জন্য ফেলিয়া রাখিলে চলবে না। সময়ের কাজ সময়েই সম্পন্ন করিতে হইবে। ইহাই আমাদের ভাবনা ও তপস্যা হওয়া প্রয়োজন।

## 'স্বাস্থ্যসাথী' নিয়ে এক সংস্থার জনস্বার্থ মামলা মামলা খারিজ হাই কোর্টে

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.): রাজ্য সরকারের 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। এই প্রকল্পের সুবিধা অনেকেই পান না বলে দাবি করেছিলেন মামলাকারী। সেই জনস্বার্থ মামলা বৃহস্পতিবার খারিজ করেছে আদালত। এদিন আদালত জানায়, নির্বাচিত সরকার নিজেদের বিচার-বিবেচনা করে প্রকল্পের সূচনা করেছে। সরকার কীভাবে প্রকল্প পরিচালনা করবে সেটা তাঁদের সিদ্ধান্ত।

অভিযোগকারীর বক্তব্য ছিল, ভোটে ফয়দা তোলার স্বার্থে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। বাস্তবে এর কোনও কার্যকারিতা নেই। বেশির ভাগ বেসরকারি হাসপাতালে এই প্রকল্প কাজে লাগে না বলেও জানিয়েছিলেন মামলাকারী।

মামলাটি খারিজ করে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, জনহিতে রাজ্য সরকার যে কোনও প্রকল্প চালু করতে পারে। 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্প সরকারি সিদ্ধান্ত। সরকারের নির্দিষ্ট নীতি মেনে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এতে আদালত হস্তক্ষেপ করবে না। বিচারপতির মন্তব্য, "ধরুন, এই প্রকল্প নেই। তখন কী বলবেন? আদালত এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। প্রয়োজনে বিধায়ক এবং সাংসদদের সঙ্গে কথা বলুন।"

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে নির্বাচনের আগে রাজ্যের প্রতিটি পরিবারকে স্বাস্থ্যবিমার আওতায় আনার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়েছিলেন, রাজ্যের প্রতিটি পরিবার বিনামূল্যে বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। ঘোষণার মতোই শুরু হয় কাজ।

## ইডেন গার্ডেন্সে বাংলা ও পাঞ্জাব মুখোমুখি, ঋদ্ধিমান সাহাকে বিশেষ সম্মান ও জার্সি

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি (হি. স.) : রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটে বাংলা দল টসে জিতেছে। পঞ্জাবের বিরুদ্ধেই ব্যাটিং বেছে নিয়েছে ও বিপক্ষকে ফিল্ডিং করতে পাঠিয়েছে। ইডেন গার্ডেন্সে বৃহস্পতিবার থেকে পরস্পরের মুখোমুখি। বাংলা ও পঞ্জাবের মধ্যে রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটের চারদিনের গ্রুপ লিগ পর্বের ম্যাচ শুরু হল। উভয় দলের গ্রুপ পর্বে শেষ খেলা। বাংলার ৬ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট সংগ্রহ। গ্রুপ সি - তে পয়েন্ট তালিকার চতুর্থ স্থানে। কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছতে হলে বাংলাকে শেষ ম্যাচ জিততে হবে। সেইসঙ্গে অন্য ম্যাচের ফলাফলের উপরও নজর রাখতে হবে। উল্লেখ্য, গত ম্যাচে হরিয়ানার কাছে বাংলার পরাজয়ে, নকআউটে যাওয়ার পথ এই মুহূর্তে কঠিন। সমসংখ্যক ম্যাচে ১১ পয়েন্ট সংগ্রহ করে গ্রুপে সপ্তম স্থানে পঞ্জাব। এদিকে, বাংলার উইকেটরক্ষক, ঋদ্ধিমান সাহার এই বিদায়ী ম্যাচ স্মরণীয় করে রাখতে ক্লাব হাউসের সামনে সতীর্থদের স্বাক্ষরিত টি - শার্ট দেওয়া হয়। এরপর চলে কেক কাটা পর্ব। সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে সিএবি-র সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

## মহাকুম্ভে গিয়ে নিখোঁজ কাটোয়ার বৃদ্ধা, খোঁজ নেই সিউড়ির পৌঢ়ার

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভমেলায় পূণ্যস্নান করতে গিয়ে নিখোঁজ বাংলার আরও দু''জন। কাটোয়ার এক সত্তোর্দ বৃদ্ধার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে দাবি করেছে পরিবার। গত বুধবার স্নান করার পর থেকে তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে, পুণ্যলাভের আশায় মহাকুম্ভ মেলায় গিয়ে স্নানে নেমে নিখোঁজ সিউড়ি মহকুমার এক প্রৌঢ়া। তিনি দুবরাজপুর থানা এলাকার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, ওই প্রৌঢ়ার নাম পূরবী গোপ। পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছে, গত রবিবার স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে কুম্ভ মেলার উদ্দেশে বাড়ি থেকে রওনা হন। সোমবার থেকেই তাঁর খোঁজ মিলছে না। বৃহস্পতিবার আরও দুশ্চিন্তায় দিশেহারা পরিবার।

# ভাষা আন্দোলন কীভাবে সৃষ্টি করেছিল বাঙালির জাতীয় চেতনা

পুলক গুপ্ত

পাকিস্তানের জন্মের মাস সাতেক পরে, ১৯৪৮ সালের মার্চে মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ যখন তার জীবনের প্রথম ও শেষবারের মত পূর্ববঙ্গে এসেছিলেন - তিনি হয়তো ভাবেন নি যে সেখানে তার উচ্চারিত কিছু কথা একসময় তারই প্রতিষ্ঠিত নুতন দেশটির ভাঙন ডেকে আনতে ভূমিকা রাখবে।

মি. জিন্নাহ তখন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল, গণপরিষদের সভাপতি এবং মুসলিম লিগেরও সভাপতি। নয় দিনের পূর্ববঙ্গ সফরে তিনি ঢাকা ও চট্টগ্রামে কয়েকটি সভায় বক্তৃতা দেন। ঢাকায় প্রথম সভাটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ, ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে - যা এখন সোহরাওয়ার্দি উদ্যান। এতে তিনি স্পষ্ট করেই বলেছিলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা হবে উর্দু - অন্য কোন ভাষা নয়।

ইংরেজিতে দেয়া সেই বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, 'আমি খুব স্পষ্ট করেই আপনাদের বলছি যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, এবং অন্য কোন ভাষা নয়। কেউ যদি আপনাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে তাহলে সে আসলে পাকিস্তানের শত্রু।' কয়েকদিন পর মি. জিন্নাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে ছাত্রদের সামনে আরো একটি ভাষণ দিলেন। সেখানেও একই কথা বললেন তিনি। বললেন, পাকিস্তানের প্রদেশগুলো নিজেদের সরকারি কাজে যে কোন ভাষা ব্যবহার করতে পারে - তবে রাষ্ট্রীয় ভাষা হবে একটিই এবং তা হবে উর্দু। মি. জিন্নাহর এই বক্তৃতাগুলোর কথা পরে বহু ইতিহাসবিদ উল্লেখ করেছেন। যে চার নেতা বদলে দিলেন ১৯৪৭-পরবর্তী পূর্ব বাংলার রাজনীতি যে বৈষম্যের কারণে বাঙালিরা পাকিস্তান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা লিখেছেন, কার্জন হলে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলার পর কয়েকজন ছাত্র "না" "না" বলে চিৎকার করে প্রতিবাদ করেছিলেন - যা মি, জিন্নাহকে কিছুটা অপ্রস্তুত করেছিল। কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে আবার বক্তৃতা শুরু করেছিলেন তিনি। সবকিছুতেই উর্দু আর ইংরেজি, বাংলা নেই মি. জিন্নাহ ঢাকায় এসব কথা বলেছিলেন এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে। তার ঢাকা সফরের আগেই পূর্ববঙ্গে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দেখা যায়, নতুন দেশের ডাকটিকিট, মুদ্রা, মানি-অর্ডার বা টাকা পাঠানোর ফর্ম, ট্রেনের টিকেট, পোস্টকার্ড - এগুলোতে শুধু উর্দু ও ইংরেজি ব্যবহৃত হচ্ছে। এর প্রতিবাদে ঢাকায় ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা বিক্ষোভ সমাবেশও করেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত উর্দুভাষী সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বাঙালি কর্মকর্তাদের প্রতি বিরূপ আচরণের অভিযোগ ওঠে। একই রকম মনোভাবের শিকার হন পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তারাও। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ও সরকারি চাকরিতেও ছিল অবাঙালিদের প্রাধান্য। পরে দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তান থেকে নৌবাহিনীতে লোক নিয়োগের ভর্তি পরীক্ষাও হচ্ছে উর্দু ও ইংরেজিতে। এ নিয়ে সেসময় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছিল আবুল মনসুর আহমদ সম্পাদিত পত্রিকা ইত্তেহাদে। মি. জিন্নাহ যেদিন কার্জন হলে ভাষণ দেন - সেদিনই বিকেলে তার সাথে দেখা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটি দল। এ সময় ভাষা নিয়ে তাদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক প্রায় ঝগড়াঝাটির স্তরে পৌঁছে যায়।

মি. জিন্নাহকে একটি স্মারকলিপিও দেয় ছাত্রদের দলটি। তাতে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয় এবং কানাডা, বেলজিয়াম ও সুইৎজারল্যান্ডের মত একাধিক রাষ্ট্রভাষা আছে এমন কিছু দেশের উদাহরণ দেয়া হয়। এই ছাত্র নেতারা অনেকেই ছিলেন মি. জিন্নাহর দল মুসলিম লিগের। কিন্তু ভাষার প্রশ্নে পূর্ব বঙ্গের প্রাদেশিক মুসলিম লিগের একাংশ কেন্দ্রীয় নেতাদের চাইতে ভিন্ন ভূমিকা নিয়েছিল।। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নতুন রাষ্ট্রপাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা কী হবে - তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছিল ভারত-ভাগের আগেই। অবাঙালি মুসলিম রাজনীতিবিদ ও অধ্যাপক-বুদ্ধিজীবীরা বলছিলেন উর্দূ ভাষার কথা - অন্যদিকে ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ ও এনামুল হকের মত বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা এর প্রতিবাদ করছিলেন। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বই লিখেছেন বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনীতিবিদ এবং লেখক বদরুদ্দীন উমর। "পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি" নামে এ বইতে বদরুদ্দীন উমর বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন, সেসময় কীভাবে ছোট বড় অনেক রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন ছাত্র ও নাগরিক সংগঠন, আর শিক্ষক-অধ্যাপক-চিন্তাবিদরা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে কথা বলতে শুরু করেছিলেন। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র ও অধ্যাপক মিলে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই তমদ্দুন মজলিস নামে একটি সংগঠন সৃষ্টি করেন, যারা শুরু থেকেই রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে নানারকম সভাসমিতি-আলোচনার আয়োজন করে।

গঠিত হয়েছিল একটি "রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদও।" এর নেতারা ১৯৪৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের শিক্ষমন্ত্রী ফজলুর রহমানের সাথে এক বৈঠক করে ডাকটিকিট- মুদ্রা ইত্যাদিতে বাংলা না থাকা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। ফজলুর রহমান তাদের আশ্বাস দেন যে এগুলো ঘটেছে নিতান্ত ভুলবশত। ঢাকায় ১৯৪৭-এর ৫ই ডিসেম্বর বর্ধমান হাউসে (বর্তমান বাংলা একাডেমি ভবন) বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লিগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে প্রস্তাব নেয়া হয় যে উর্দুকে পূর্ব বাংলার সরকারি ভাষা করা হবে না। এ বৈঠকের সময় বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ভবনের সামনে বিক্ষোভও করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকরা। ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র ৬-৭ মাস পর মি. জিন্নাহ যখন ঢাকায় আসেন - তখনই রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ রীতিমত উদ্বিগ্ন এবং ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটা এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল কেন? উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথাবার্তা শুরু হবার সাথে সাথেই পূর্ব বঙ্গের ছাত্র, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ, বুদ্ধিজীবী আর রাজনীতিবিদরা বুঝেছিলেন যে এটা বাঙালিদের জন্য চরম বিপর্যয় ডেকে আনবে।

তারা বুঝলেন, এর ফলে পাকিস্তানে উর্দুভাষীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিক হবে, বাঙালিরা সরকার ও সামরিক বাহিনীতে চাকরি-বাকরির সুযোগের ক্ষেত্রে উর্দু- জানা জনগোষ্ঠীর তুলনায় পিছিয়ে পড়বেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে বাঙালি মুসলমানদের উন্নয়ন ও সামাজিক বিকাশের স্বপ্ন সৃষ্টি হয়েছিল - তা চরমভাবে ব্যাহত হবে। অথচ পাকিস্তানের বাস্তবতা ছিল এই যে সেদেশের পূর্বাংশে - এবং গোটা দেশ মিলিয়েও - সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষাই ছিল বাংলা। পশ্চিম পাকিস্তানে ৪০ শতাংশের কিছু বেশি লোকের ভাষা ছিল পাঞ্জাবী, আর মাত্র চার শতাংশের ভাষা ছিল উর্দু। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা হয়েও বাংলা ভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হবে না - এটা পূর্ববঙ্গের ছাত্র ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল। 'একদিকে ভাষা ও আত্মপরিচয়ের আবেগ তো আছেই - তা ছাড়াও এর একটা অর্থনৈতিক দিক আছে' - বলছিলেন কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশ্লেষক রওনক জাহান।। তার কথায়, 'তখন চাকরির সুযোগ বলতে সরকারি চাকরিই ছিল। কিন্তু উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে সরকারি চাকরি বা সেনাবাহিনীতে চাকরি পেতে বাঙালিদের উর্দু শিখতে হবে, উর্দুভাষীদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হবে - ফলে তাদের ডিসএ্যাডভান্টেজ হয়ে যায়। ফলে ছাত্রদের জন্য এটা ছিল ভবিষ্যতের প্রশ্ন।' "অশিক্ষিত ও চাকরির অযোগ্য" তমদ্দুন মজলিস এই সময় "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু" নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরে অধ্যাপক ড. কাজী মোতাহার হোসেন, দৈনিক ইত্তেহাদের সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ, আর তমদ্দুন মজলিস প্রধান অধ্যাপক আবুল কাসেমের নিবন্ধ ছিল। আবুল মনসুর আহমদ লিখেছিলেন, 'উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা করিলে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ রাতারাতি "অশিক্ষিত" ও সরকারি চাকুরির "অযোগ্য" বনিয়া যাইবেন - ঠিক যা ঘটেছিল ব্রিটিশরা ফার্সীর জায়গায় ইংরেজিকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা করার পর ভারতের মুসলিম শিক্ষিত সমাজের ক্ষেত্রে। 'ভাষার প্রশ্নটি যে 'পাকিস্তানের এক অংশের ওপর আরেক অংশের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ আধিপত্য বিস্তারের সাথে জড়িত' এই বোধ তখন সবার মধ্যে জন্মাতে শুরু করেছে - বলেছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। পূর্ব-পশ্চিমের সম্বন্ধের "অবসান" ওই পুস্তিকায় একটি চমকপ্রদ কথা লিখেছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন তার নিবন্ধে। তিনি লিখেছিলেন, '......যদি গায়ের জোরে উর্দৃকে বাঙালি হিন্দু-মুসলামের উপর রাষ্ট্রভাষা রূপে চালাবার চেষ্টা হয়, তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ ধূমায়িত অসন্তোষ বেশী দিন চাপা থাকতে পারে না। শীঘ্রই তাহলে পূর্ব-পশ্চিমের সম্বন্ধের অবসান হবার আশংকা আছে।'

অর্থাৎ, উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করলে পাকিস্তানের বাঙালিদের ক্ষোভ যে এক সময় জাতীয়তাবাদী চিন্তায় রূপ নেবে এবং তা যে পাকিস্তানের বিভক্তি যেকে আনতে পারে - ড. হোসেন তা তখনই অনুভব করেছিলেন। "পাকিস্তানকে ধ্বংসের" ষড়যন্ত্র মি. জিন্নাহর মত পাকিস্তানের নেতারাও তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে হয়ত ঠিক সেই আশংকাই করেছিলেন। মি. জিন্নাহ ঢাকায় দেয়া তার ভাষণগুলোতে বার বার বলেছিলেন যে বাংলা ভাষার দাবি যারা করছে তারা "প্রাদেশিক" মানসিকতায় আক্রান্ত, এবং উর্দু একমাত্র রাষ্ট্রভাষা না হলে তা পাকিস্তানের "ঐক্য-সংহতি ও ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য" নষ্ট করবে। তিনি বলেছিলেন যারা রাষ্ট্রভাষা বাংলার কথা বলছে, তারা পাকিস্তানকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের অংশ। মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ ঢাকায় যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার অংশবিশেষ এখন ইন্টারনেটে শুনতে পাওয়া যায়। এতে তিনি বলেছিলেন "পাকিস্তানের সব প্রান্তের লোকে উর্দু বোঝে, সর্বোপরি অন্য যে কোন প্রাদেশিক ভাষার চাইতে ভালোভাবে ইসলামের সংস্কৃতি এবং মুসলিম ঐতিহ্যকে ধারণ করে উর্দু, এবং তা অন্য ইসলামী দেশগুলোয় ব্যবহৃত ভাষাগুলোর সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি।" কিন্তু তার প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যে বাঙালি এবং তার ভাষা যে বাংলা - এ সম্পর্কে মি. জিন্নাহর ধারণা ছিল খুবই কম। তিনি মনে করতেন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই উর্দুভাষী। যদিও মি. জিন্নাহ নিজে ছিলেন একজন গুজরাটি, তিনি ইংরেজিতে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন, কিন্তু উর্দু ভালো জানতেন না।

পাকিস্তানের সবাই উর্দু বোঝে এ ধারণা জিন্নাহর কেন হয়েছিল? 'পূর্ববঙ্গের উর্দুভাষী নওয়াব বা এরকম এলিট শ্রেণীর লোকদের সাথেই মূলত মি. জিন্নাহর ওঠাবসা ছিল। কিন্তু তার বাইরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যে আসলে বাংলাভাষী, তারা যে উর্দু বলে না - তা তার অজানা ছিল' - বলছেন অধ্যাপক রওনক জাহান। মি. জিন্নাহ মনে করতেন যে মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের স্বতন্ত্র পরিচয় বহন করতে পারে একমাত্র উর্দু ভাষা। পাকিস্তানের গণপরিষদে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানও বলেছিলেন, পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র - তাই ভাষার ক্ষেত্রে ধর্মীয় চরিত্র রক্ষার জন্য উর্দুর প্রাধান্য থাকা প্রয়োজন। স্বাধীন বাংলাদেশের চেতনা ভাষা-বিতর্কে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই পক্ষেই এ সচেতনতা তৈরি হয়েছিল যে এ সমস্যার যথাযথ নিষ্পত্তি না হলে তা এক সময় পাকিস্তনের ঐক্য বিপন্ন করতে পারে। উনিশশ্র'শ সাতচল্লিশ সালের আগস্টে পাকিস্তান স্বাধীন হবার পরপরই এ সংঘাত শুরু হয়ে গিয়েছিল। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে সংঘাত থেকেই কি তহলে স্বাধীন বাংলাদেশের ভাবনার জন্ম হয়েছিল? রওনক জাহান বলছিলেন, ভাষা-সংস্কৃতি ভিত্তিক একটা জাতীয়তার বোধ বাঙালিদের মধ্যে ছিল, তবে কেন্দ্রীয় সরকারে গিয়ে পাকিস্তান শাসন করার আগ্রহ খুব একটা ছিল না। প্রথম থেকেই কথাটা ছিল স্বায়ত্বশাসন। আপনি যদি ১৯৫৪ সালের ২১ দফা দেখেন - সেখানেও ভাষার সাথে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের একটা জোরালো যোগাযোগ ছিল,' তিনি বলেন।

রওনক জাহান বলছিলেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ধর্মের কথা থাকলেও তার মূল বার্তাটা ছিল যে মুসলিমদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হলে তাদের পশ্চাৎপদতা কাটবে, হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের আধিপত্য থেকে তারা মুক্তি পাবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ খুলে যাবে। বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে পাকিস্তানের দাবি এ কারণেই জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও সে আকাঙ্খা পূরণের সম্ভাবনা দেখা গেল না। আর রাষ্ট্রভাষার দাবিও যখন মানা হচ্ছিল না তখন খুব সহজেই বাঙালিদের মধ্যে ক্ষোভ এবং ক্রোধ সৃষ্টি হয়,' তিনি বলেন। তবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের গবেষক ও ইতিহাসবিদ আফসান চৌধুরী বলছেন, ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন একটা বড় ঘটনা যদিও এটা ১৯৪৮ থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। "তবে যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসকে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বেশি দেখেন - তারা ভাষা আন্দোলন থেকেই এর শুরু এরকম মনে করেন," মি. চৌধুরী বলেন। 'কিন্তু ইতিহাসটা একটা ধারাবাহিকতার বিষয়। পূর্ববঙ্গের মানুষের স্বাধীনতা বা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আকাঙ্খা অনেক আগেই সৃষ্টি হয়েছিল। এই ধারাবাহিকতার একটা অংশ হচ্ছে ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন। তবে মধ্যবিত্ত ছাড়া তো আন্দোলন হয়না - আর ভাষা আন্দোলন সেই মধ্যবিত্তকে সংহত করেছে.' মি. চৌধুরী বলেন। "একমাত্র" না "অন্যতম" রাষ্ট্রভাষা মোহাম্মদ আলি জিন্নাহসহ যারা উর্দু ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলছিলেন তাদের অধিকাংশেরই কথা ছিল - উর্দু হবে পাকিস্তানের "একমাত্র" রাষ্ট্রভাষা। আর যারা রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি করছিলেন, এদের মধ্যে নানা ধরণের মত ছিল। কেউ বলছিলেন, পাকিস্তানের প্রধান রাষ্ট্রভাষাই হতে হবে বাংলা, কারণ গোটা পাকিস্তানে বাঙালিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। অন্য কেউ বলছিলেন, বাংলা ও উর্দু দুটিই হবে রাষ্ট্রভাষা। কেউ বলছিলেন, বাংলা হবে পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি কাজের ভাষা, তবে দুই অংশের মধ্যে যোগাযোগের বাহন হিসেবে উর্দু ও আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষাও থাকবে। কিন্তু তারা সবার অভিন্ন অবস্থান ছিল, পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের প্রধান ভাষা হতে হবে বাংলা। গণপরিষদে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি এ সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে করাচিতে। পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদের অধিবেশন বসেছিল - ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি। তাতে গণপরিষদে কার্যক্রমে উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষাও যেন ব্যবহৃত হতে পারে - এমন এক প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। মি. দত্তের যুক্তি ছিল - পাকিস্তানের ৬ কোটি ৯০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৪ কোটিরও বেশি লোকের ভাষা বাংলা - অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষাই বাংলা। তাই বাংলাকে পাকিস্তানের একটি প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে দেখা উচিত নয়, বাংলারও হওয়া উচিত অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু মি. দত্তের এ সংশোধনীর প্রস্তাব গণপরিষদে টেকেনি। এমনকি গণপরিষদের বাঙালি সদস্যরাও সংসদীয় দলের আপত্তির কারণে তাকে সমর্থন করতে পারেননি। এর প্রতিবাদে ঢাকায় ছাত্ররা ক্লাস বর্জন ও ধর্মঘট করে। ১১ই মার্চ ১৯৪৮ সালে পূর্ব বাংলায় পালিত হয় "ভাষা দিবস"। বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন, ঢাকায় ১১ মার্চ বিভিন্ন সরকারি ভবনের সামনে বাংলা ভাষার জন্য বিক্ষোভ হয়, দুজন মন্ত্রীকে পদত্যাগপত্র স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন বিক্ষোভকারীরা, পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মি. নাজিমুদ্দিনকে গণপরিষদ ভবন থেকে বের করে নিতে সেনাবাহিনী ডাকতে হয়েছিল। পুলিশ যে আন্দোলনকারী নেতাদের গ্রেফতার করে তাদের মধ্যে ছিলেন শামসুল হক, অলি আহাদের মতো অনেকে, আর শেখ মুজিবুর রহমান - পরে যিনি হয়েছিলেন ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের নেতা এবং বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি।

এই নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ১৩-১৫ই মার্চ ঢাকায় ধর্মঘটও পালিত হয়েছিল। দু'দিন পর খাজা নাজিমুদ্দিনের সাথে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ছাত্রদের এক বৈঠক হয়, এতে চুক্তি হয় যে তার সরকার বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য পাকিস্তানের গণপরিষদকে অনুরোধ করবে। এই রকম বিক্ষুব্ধ পরিবেশে মাত্র ১০ দিন পরই ঢাকায় আসেন মি. জিন্নাহ, আর সম্ভবত এর প্রতি ইঙ্গিত করেই তিনি তার বক্তৃতায় "বিভ্রান্তি সৃষ্টির" কথাটি বলেছিলেন। একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ কিন্তু প্রতিবাদ-বিক্ষোভ, চুক্তি, স্মারকলিপি, পার্লামেন্টে বিতর্ক - এসবে দৃশ্যত: তেমন কোন কাজ হয়নি। মি. জিন্নাহ'র মৃত্যুর পরও রাষ্ট্রভাষা নিয়ে কয়েক বছর ধরে নানা রকম প্রস্তাব-পাল্টা প্রস্তাব, সংবাদপত্র- সভাসমিতিতে বিতর্ক চলতে থাকে। উনিশ'শ বায়ান্ন সালের শুরু পর্যন্ত বাঙালি রাজনীতিবিদদের বড় অংশই জোরালো ভাবে রাষ্ট্রভাষা উর্দুর বিরুদ্ধে মনোভাব ব্যক্ত করতে থাকেন। থেমে থেমে আন্দোলন চলছিল। খাজা নাজিমুদ্দিন এর মধ্যে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তিনি ১৯৫২ সালের ২৭ শে জানুয়ারি এক বক্তৃতা দিলেন - যাতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার আন্দোলন আবার নতুন করে জ্বলে ওঠে। পূর্ব-বঙ্গের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও খাজা নাজিমুদ্দিন সেই বক্তৃতায় বলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, এবং দুটি রাষ্ট্রভাষা নিয়ে কোন রাষ্ট্র সমৃদ্ধির পথে এগুতে পারে না"। তিনি আরো বলেন, পূর্ব বঙ্গের ২৭টি শিক্ষাকেন্দ্রে এর মধ্যেই আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। এর ফলে নতুন করে শুরু হয় ছাত্র বিক্ষোভ, ধর্মঘট, হরতাল। গঠিত হয় সর্বদলীয় একটি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে স্থানীয় প্রশাসন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতারা ঠিক করেন - তারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবেন। আজকের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ সেসময় ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন। সেখানে ২১শে ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভকারীরা ১৪৪ ধারা ভাঙতে গেলে পুলিশ ছাত্রদের গ্রেফতার করে, পরে কাঁদানে গ্যাসও নিক্ষেপ করে। দুপুরের পর বিক্ষোভরত ছাত্রদের একটি দল গণপরিষদ ভবনের দিকে যাবার চেষ্টা করলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। উনিশ'শ বায়ান্ন সালের সেই দিন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র হিসেবে হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্মরত ছিলেন মুহাম্মদ মাহফুজ হোসেন। বছর তিনেক আগে বিবিসি বাংলাকে দেয়া সাক্ষাতকারে তার বর্ণনায় ফুটে উঠেছে সেদিনকার চিত্র। সেই সাক্ষাতকারে তিনি বলেছিলেন, 'একুশে ফেব্রুয়ারি দুপুরে গুলিবিদ্ধ তিনজনকে হাসপাতালে গ্রহণ করি আমি। কপালে গুলিবিদ্ধ রফিককে দেখেই মৃত ঘোষণা করা হয়, আর উরুতে গুলিবিদ্ধ আবুল বরকত মারা যান রাতে, আমার চোখের সামনেই।' পর দিন ২২শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার কয়েকটি জায়গায় আবার পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। সরকারি হিসেবে চারজন নিহত হবার কথা বলা হয়। কিন্তু দু'দিনে ঠিক কতজন আসলে নিহত হয়েছিলেন তার সঠিক সংখ্যা এখনো অজানা। ভাষা আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে শহীদ মিনার নির্মাণ, তা ভেঙে ফেলা ও পরে পুনর্নির্মাণ, একুশে নিয়ে গান ও কবিতা রচনা, - এগুলোর মাধ্যমে কয়েক বছরের মধ্যেই বাঙালির এক প্রতীকী সাংস্কৃতিক ঘটনায় পরিণত হয় একুশে ফেব্রুয়ারি।

আফসান চৌধুরী বলছিলেন, 'শহিদ মিনার বানানোর বিষয়টা হলো - এই যে প্রতীক তৈরি হওয়া, ইতিহাসের মধ্যে এরকম প্রতীকায়ন থাকতে হয়, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা আন্দোলন এটা করেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভেতর থেকে "আমি পাকিস্তানি" এই বোধটা দুর্বল করেছে ভাষা আন্দোলন। শিক্ষিত সকল গোষ্ঠীর চোখ খুলে দিয়েছে, তাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

মুসলিম লিগের নির্বাচনী পরাজয় একুশে ফেব্রুয়ারির গুলিবর্ষণের ঘটনার পর মুসলিম লিগ সরকারের প্রতিক্রিয়া মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে ১৯৫০এর দশক জুড়ে বড় রকমের পরিবর্তন ও মেরুকরণ ঘটে যায়।

এর আগে ১৯৪৯ সালে খাজা নাজিমুদ্দিনের বিরোধীরা মুসলিম লিগ থেকে বেরিয়ে গিয়ে মওলানা ভাসানী, হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি ও শেখ মুজিবুর রহমানের মত নেতারা আওয়ামী মুসলিম লিগ নামে নতুন দল গঠন করেছিলেন - পরে যা পরিণত হয় আওয়ামী লিগে। উনিশ'শ চুয়ান্ন সালে আওয়ামী লিগ ও অন্যান্য দল মিলে গঠিত যুক্তফ্রন্ট পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক নির্বাচনে ২৭০টি আসনের ২২৩টিতে জয়লাভ করে। যে পূর্ববঙ্গের ঢাকায় ১৯০৬ সালে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগের জন্ম হয়েছিল - সেই পূর্ববঙ্গের রাজনীতিতে মুসলিম লিগ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দু এবং বাংলা - এই দুই ভাষাকে স্থান দেয়া হয়। স্বাধীনতার চেতনা জন্ম নেয় কখন? কিন্তু পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্য ক্রমশই স্পষ্ট হতে থাকে। অর্থনীতি, বাজেট বরাদ্দ, সরকারি চাকরির সুযোগ, রাজস্ব ও কর - এরকম সকল ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাধান্য আর পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করার বিষয়টি রাজনীতিতে প্রধান ইস্যু হয়ে ওঠে। রওনক জাহান বলছেন, বাঙালিরা যে আলাদা, এই আত্মপরিচয়, এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অংশ হয়ে যে থাকা হবে না, এ অনুভূতিটা প্রথম থেকেই ধীরে ধীরে বেড়েছে। এটা ছিল ভাষাভিত্তিক আত্মপরিচয়। অমর্ত্য সেন বলেছেন, মানুষের অনেক রকম আইডেনটিটি আছে। আমরা মুসলমান - সেটা হয়তো ৪৭ সালের আগে জোরালো ছিল। কিন্তু ৪৭-এর পর আমাদের ভাষাভিত্তিক পরিচয়টাই প্রধান হয়ে উঠেছে,' রওনক জাহান। বলেন। রওনক জাহান বলছিলেন,ভাষার দাবি তো ১৯৫৬এ তারা মেনে নিল। কিন্তু তার পর আবার ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের পর রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করা হলো, মেয়েরা টিপ দিতে পারবেনা - এসব শুরু হলো, তখন এর বিরুদ্ধে সংস্কৃতিকর্মীদের আন্দোলন হলো।' 'আর ৬ দফা ঘোষিত হবার পর পূর্ববঙ্গে গাড়ির নাম্বার প্লেট, দোকানের সাইনবোর্ড - এসব বাংলায় করা হতে লাগলো।' আফসান চৌধুরীর মতে, ভাষা আন্দোলন বড় ঘটনা হলেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মূল দ্বন্দ্ব ছিল অর্থনৈতিক। 'মনে রাখতে হবে ১৯৫৬ সালে বাংলা তো পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হয়ে গেল কিন্তু বাঙালির আন্দোলন তো থামলো না। শেখ মুজিব ৬ দফা দিলেন কেন? কারণ আমাদের মূল দ্বন্দ্বটা হচ্ছে অর্থনৈতিক।' আফসান চৌধুরী বলছিলেন, পূর্ববঙ্গের মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্খা রূপ পেতে থাকে ১৯৫৮ সালের পরে। 'শেখ মুজিব ১৯৬৬ সালে আন্দোলনটাকে রাস্তায় নিযে গেলেন। তিনি ১৯৪০ এর দশক থেকে রাজনীতি করছেন, তাই বাঙালির নিজস্ব রাষ্ট্রের আকাঙ্খার ধারাবাহিকতা সম্পর্কে তার পূর্ণ ধারণা ছিল। তার সাথে ৬ দফার ধারণা মিলে যায়। তাই তিনি যখন ৬ দফা দিলেন - তিনি "আলাদা দেশ" এই কথাটা বলছেন না, কিন্তু এটা পরিষ্কার আলাদা দেশের কথাই, শুধু ফ্ল্যাগ ওড়ানোর কথা নেই।

***'আমি মনে করি, ৬ দফার পর আর পাকিস্তানের টিকে থাকা সম্ভব ছিল না' - বলেন আফসান চৌধুরী।***

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

# বাঁকুড়ায় পুকুর ভরাটের অভিযোগ, ক্ষোভ স্থানীয়দের

বাঁকুড়া, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : বাঁকুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র তামলীবাঁধ এলাকায় পুকুর ভরাটের অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে পরিবেশবিদ, সকলেই এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। অভিযোগ, সবকিছু জেনেও নীরব ভূমিকা নিয়েছেন স্থানীয় কাউন্সিলর। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে পুকুরটি বুজিয়ে সেখানে বাড়ি তৈরির চেষ্টা চলছে। পরিবেশবাদী সংগঠন 'মাই ডিয়ার ট্রিজ অ্যান্ড ওয়াইল্ডস' জানিয়েছে, প্রথমে পুকুরটিকে ঘিরে ফেলে ট্রলি করে মাটি, রাবিশ ও আবর্জনা ফেলা হয়। ইতিমধ্যেই বেশিরভাগ অংশ ভরাট হয়ে গেছে।

স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এই পুকুরের জল ব্যবহার করতেন বাসিন্দারা।

স্নান, বাসন ধোয়া থেকে শুরু করে গৃহস্থালির বিভিন্ন কাজে এটি ছিল অপরিহার্য। কিন্তু পুকুর মালিক তা ভরাট করে বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা করেছেন। যদিও তিনি দাবি করেন, 'পুকুরটি এমনিতেই ভরাট হয়ে যাচ্ছে' এবং পরবর্তীতে জমির চরিত্র পরিবর্তন করেই নির্মাণকাজ শুরু করবেন।

এ বিষয়ে পরিবেশবাদী সংগঠনের সভাপতি সংগীতা ধর বিশ্বাস বলেন, 'তামলীবাঁধ বাগানবস্তি এলাকায় এই ঘটনায় জেলার পুকুর ও জলাভূমির নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।' এদিকে, বাঁকুড়া পুরসভা জানিয়েছে, 'পুকুর ভরাট করে জমির চরিত্র বদল করা যায় না। এটি আইনত জলাশয় হিসেবেই থাকবে। পুকুর মালিকের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' গোটা ঘটনায় প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা।

## পুলিশের পরিচয় ভাঁড়িয়ে প্রতারণার অভিযোগ বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়া, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : পুলিশের পরিচয় ভাঁড়িয়ে প্রতারণার অভিযোগ উঠলো বাঁকুড়ায়। শহরের ব্যস্ততম সুভাষ রোডে প্রতারণার শিকার এক ব্যবসায়ী। তাঁর বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে সোনার আংটি ও গলার হার হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দেয় পুলিশের পরিচয় ভাঁড়ানো দুষ্কৃতীরা। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে।

জানা গেছে , দুর্গাপুরের বাসিন্দা সমীর দে ব্যবসায়িক কাজে বাঁকুড়ায় এসেছিলেন। তাঁর ডান হাতে ৫টি সোনার আংটি ও গলায় একটি সোনার হার ছিল। একটি বাইকে দুই যুবক এসে নিজেদের পুলিশ পরিচয় দেয় এবং তাঁকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা আরেক ব্যক্তির কাছে নিয়ে যায়। ওই ব্যক্তিও নিজেকে পুলিশ আধিকারিক হিসেবে পরিচয় দেয় এবং সতর্ক করে বলে, 'এভাবে সোনার গয়না পরে ঘোরাঘুরি করলে চুরি হতে পারে, তাই এগুলো খুলে ব্যাগে রাখুন।' সমীরবাবু সন্দেহ না করে সব গয়না খুলে নিজের ব্যাগে রাখেন। এরপর ওই ব্যক্তি জানান, মাদক পাচার রুখতে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে এবং প্রত্যেকের ব্যাগ তল্লাশি করা হচ্ছে। বাইকে থাকা দুই যুবক সমীরবাবুর ব্যাগ নিয়ে তল্লাশি চালায়। কিছুক্ষণ পর ব্যাগ ফেরত দিয়ে তারা ৩ জনই সরে পড়ে।

কিছুক্ষণ পর সমীরবাবু ব্যাগ খুলে দেখেন, সোনার আংটি ও হার গায়েব। প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পেরে তিনি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জানান এবং বাঁকুড়া সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং দুষ্কৃতীদের সন্ধানে তল্লাশি শুরু হয়েছে। শহরের জনবহুল এলাকায় পুলিশের ছদ্মবেশে এমন প্রতারণার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে বাঁকুড়া জুড়ে।

## শিবসাগরের নাজিরায় হাতির দাঁত সহ গ্রেফতার এক

শিবসাগর (অসম), ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : শিবসাগর জেলার অন্তর্গত নাজিরার লক্ষ্মীজান বাঁশবাড়ি এলাকায় বন আধিকারিকদের হাতে ধৃত হাতির দাঁত সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল বুধবার রাতে নাজিরা মডেল থানা থেকে পুলিশ এবং বন সুরক্ষা বাহিনী নিয়ে লক্ষ্মীজানের বন আধিকারিক তপন গগৈ এবং বিহুবরে বন আধিকারিক রাজা বড়গোহাঁই বাঁশবাড়ি গ্রামে অভিযান চালান। গ্রামের জনৈক অজয় আগরওয়ার ঘরে তালাশি চালিয়ে তিনটি হাতির দাঁতের টুকরো উদ্ধার করা হয়েছেউ সঙ্গে অজয় আগরওয়ালাকে করা হয়েছে গ্রেফতারউ

পুলিশ এবং বন আধিকারিকদের কাছে প্রদত্ত বয়ানে অজয় আগরওয়ালা স্বীকার করেছে, জৈন উপাধি কোনও একজনের কাছ থেকে প্রায় ছয় মাস আগে হাতির দাঁতের টুকরোগুলি ৩০ হাজার টাকায় কেনা হয়েছে।

## তৃণমূলের পরিষদীয় দলের বৈঠক ডাকলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.): রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনেই তৃণমূলের পরিষদীয় দলের বৈঠক ডাকলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দলীয় নেত্রী হওয়ার পাশাপাশি মমতা বিধানসভায় তৃণমূলের পরিষদীয় দলেরও দলনেত্রীও। গত বছর বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের সময়ে পরিষদীয় দলকে নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন তিনি। সেটি ছিল অধিবেশনের মাঝামাঝি একটি সময়ে। তবে এ বারে একেবারে শুরুর দিনেই দলীয় বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক সেরে নেবেন মমতা।

১০ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় নৌশার আলি কক্ষে হবে এই সভা। তৃণমূলের সব বিধায়ককে ওই বৈঠকে হাজির থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীও। ওই দিনই শুরু হচ্ছে বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। ১২ ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশ করা হবে।

আগামী বছরের বিধানসভা ভোটের আগে এটিই হতে চলেছে রাজ্য সরকারের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। সে দিক থেকে রাজ্য সরকারের কাছে এ বারের বাজেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। এ বারের বাজেট অধিবেশনে তৃণমূল বিধায়কদের কী কী ভূমিকা থাকবে, অধিবেশনে কোন কোন বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে, পরিষদীয় দলের বৈঠকে তা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন মমতা।

**NOTICE INVITING e-TENDER**

The Director, School Education Department, Government of Tripura invites online Tender through e-Procurement website of Government of Tripura, https://tripuratenders.gov.in from reputed Organizations having experience in implementation of virtual classroom hardware & software items and services in turnkey manner for the impleinentation of the Educational Infrastructure Related to IT Projects in 240 Schools across Tripura.

Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from https://tripuratenders.gov.in. The date for downloading the bid document will start from 23/01/2025 and the last date of submission of the bid document will be 15/02/2025 till 4.00 P.M

ICA/C/3531/25

**Director**
**Secondary Education Department**
**Govt. of Tripura.**
**(Tender Inviting Authority)**

## অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই

Ref: West Agartala PS UD Case No. 2025 WAG 005 dated 27.01.2025 U/S 194 BNSS

পাশের ছবিটি অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ বয়স আনুমানিক ৩০-৪০ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি। গত ২৭/০১/২০২৫ ইং তারিখ রাত আনুমানিক ২ টা ৪০ মিনিটে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ খবর পায় যে টি.আর.টিসি পেট্রোল পাম্পের বিপরীত গলিতে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় একজন পুরুষ ব্যক্তি পরে আছে যথারীতি পুলিশ এবং অগ্নি দপ্তরের কর্মীরা পুরুষটিকে উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা দেয়। বর্তমান মৃতদেহটি আগরতলা জিবিপি হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে সনাক্তকরন করার জন্য আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়-স্বজন মৃতদেহের দাবী করেনি।

উপরে উল্লেখিত মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকলে বা আত্মীয়-স্বজন থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে
যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।



১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি.টি. কে কন্টোল ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/ ৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩)আগরতলা পশ্চিম থানা ৬০৩৩৪৩৪০৯০

ICA/D-1777/25

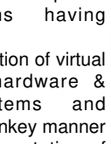

**পুলিশ সুপার পশ্চিম ত্রিপুরা**

**PNIeT-07/E.E/Div.-IV/AMC/24-25 DATE: 28/01/2025**

Online single bid percentage rate e tender are invited for the following works:-

| Sl No. | Name of the Work ID | Estimated Cost | Earnest Money | Time for Completion | Last date and time for document downloading and bidding | Time and date of Opening of Bid | Document downloading and biding at application | Class of Bidder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNIe-T No:21/DIV-IV/AMC/24-25 Tender ID :2025_ SAMC_ 57557_1 | 20,56,456 | 41,129 | 90(Ninety) Days | 18/02/2025 15.00 Hrs | 18/02/2025 16.00 Hrs (If Possible) | https://tripuratenders. gov.in | Enlisted Contractor/Appropriate Clas |
| 2 | DNIe-T No:22/DIV-IV/AMC/24-25 Tender ID :2025_ SAMC_ 57562_1 | 2,16,130 | 4,323 | 60(Sixty) Days | | | | |
| 3 | DNIe-T No:23/DIV-IV/AMC/24-25 Tender ID :2025_ SAMC_ 57566_1 | 3,55,249 | 7,105 | 60(Sixty) Days | | | | |
| 4 | DNIe-T No:24/DIV-IV/AMC/24-25 Tender ID :2025_ SAMC_ 57567_1 | 31,36,250 | 62,725 | 180(One Eighthy) Days | | | | |

Other necessary details information can be seen in the Division Office of the Executive Engineer, P.W.Div-IV, AMC at city Centre 4th floor in the office hour.

**NB:** This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-procurement website, by the eligible bidders.

**Sd/- Illegible**
**Executive Engineer**
**P. W. Division NO-IV.**
**Agartala Municipal Corporation**

## AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,

**AGARTALA: TRIPURA**
**Notice Inviting e- Tender**
**Notice inviting e- tender.**

**PNIe-T- No: 17/EE/DIV-III/AMC/2024-25,** **Dated:-30-01-2025**

The Executive Engineer, PW DIV-III, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC, invites online Percentage rate bids, on open bidding format for following work (s):

| SL NO | NAME OF THE WORK | ESTIMATED COST | EARNEST MONEY | TIME FOR COMPLETION | Last time and date of submission |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Construction of AMC store room by GCI roofing and walling at city centre roof top,AMC. DNIeTNo.38/EE/Div-III/AMC/2024-25 | Rs.19,81,861.00 | Rs.39,637.00 | 120 Days | 12-02-2025 at 15.00 hrs . |
| 2 | Construction of cremation ground near Nabadiganta club by construction of wooden furnace dead body washing base waiting shed toilet approach road under ward No 47 AMC. DNIeTNo.39/EE/Div-III/AMC/2024-25 | Rs.33,92,632.00 | Rs.67,853.00 | 120 Days | |
| 3 | Construction of C.C road with drain and repairing wall from H.O Shamal Biswas to H.O Narayan Ch Paul via Manik Lal Das at HapaniaUnder ward No 48 AMC. DNIeTNo.40/EE/Div-III/AMC/2024-25 | Rs.24,57,096.00 | Rs.49,142.00 | 120 Days | |
| 4 | Revation of community hall and ward office under ward No 38, AMC DNIeTNo.41/EE/Div-III/AMC/2024-25 | Rs.12,55,105.00 | Rs.25,102.00 | 90 Days | |
| 5 | Construction of boundary wall at 03(three) side of ward office under ward No 49,AMC. DNIeTNo.42/EE/Div-III/AMC/2024-25 | Rs.12,89,140.00 | Rs.25,783.00 | 90 Days | |
| 6 | Construction of paver block road with drain from the H.O Sri Shailendra Mallik to H.O Pranab Sarkar at S.D Mission under ward No 38,AMC DNIeTNo.43/EE/Div-III/AMC/2024-25 | Rs.4,84,471.00 | Rs.9,689.00 | 90 Days | 12-02-2025 at 15.00 hrs . |
| 7 | Renovation of fish market at Pratapgarh under ward No 43,AMC. DNIeTNo.44/EE/Div-III/AMC/2024-25 | Rs.6,60,202.00 | Rs.13,204.00 | 90 Days | |
| 8 | Construction of C.C road with drainage system from the H.O Dayal Paul to H.O Smt Kamal Ghosh at Hairmara Under ward No 38 AMC. DNIeTNo.45/EE/Div-III/AMC/2024-25 | Rs.16,50,691.00 | Rs.33,014.00 | 120 Days | |
| 9 | Construction of p/wall for road side pond brick masonry drain and C.C road st from H.O Amar Gope to H.O Bani Sankar at Netaji Palli rail line (Booth 1\3) under ward No 44 AMC. DNIeTNo.46/EE/Div-III/AMC/2024-25 | Rs.12,10,521.00 | Rs.24,210.00 | 90 Days | |
| 10 | Construction of brick masonry pucca drain and mtc of brick soling road from Rakesh saha via H.O Raju Saha upto H.O Swapan Saha at Dukli Chandimata under ward No 45 AMC. DNIeTNo.47/EE/Div-III/AMC/2024-25 | Rs.16,73,707.00 | Rs.33,474.00 | 90 Days | |

Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

**Sd/- (Er.J.Chakraborty)**
**Executive Engineer,**
**PW Division- III,**
**Agartala Municipal Corporation.**

# সন্দীপের মামলায় সিবিআইকে ট্রায়াল কোর্টের শো—কজ

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.): আর জি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতির মামলায় সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে রাজ্যের অনুমোদন পেয়েছে সিবিআই। কিন্তু ট্রায়াল কোর্টকে সে কথা জানানো হয়নি। আগেই কলকাতা হাই কোর্টে অনুমোদনের কথা জানিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা। এতে আলিপুর আদালত ক্ষুব্ধ। বৃহস্পতিবার সিবিআইকে তারা শো---কজ করেছে।

তার আগে সিবিআইয়ের আইনজীবীকে ধমকও দিয়েছেন আলিপুরে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের বিচারক। তাঁর বক্তব্য, এই অনুমোদনের জন্য চার্জগঠন প্রক্রিয়া আটকে আছে। তাই আগে এই অনুমোদনের কথা ট্রায়াল কোর্টে জানানো উচিত ছিল।

আর জি করের আর্থিক দুর্নীতির মামলায় গত ২৯ নভেম্বর আলিপুর আদালতে চার্জশিট জমা করেছিল সিবিআই। তাতে নাম ছিল হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপের। কিন্তু তিনি রাজ্য সরকারি কর্মচারী হওয়ায়, তাঁর বিরুদ্ধে চার্জগঠনের জন্য সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন। সেই অনুমোদন এত দিন আটকে ছিল। সম্প্রতি রাজ্যের অনুমোদন মিলেছে। বুধবার হাই কোর্টে সে কথা জানায় সিবিআই। আদালত সাত দিনের মধ্যে সন্দীপদের বিরুদ্ধে চার্জগঠনের নির্দেশ দেয়। বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত শুনানি ছিল আলিপুর আদালতে। সেখানেই সিবিআইকে ভর্ৎসনা করেন বিচারক।

**PNIT No.: 27/EE/TLM/2024-25, Dated 17/01/2025.**
**Tripura PWD Form - 6**

The Executive Engineer, Teliamura Division, PWD(R&B), Teliamura, Khowai, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/ Firms/Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

| SL. NO. | Name of work & DNIT No. | ESTIMATED COST | EARNEST MONEY | TIME FOR COMPLETION | LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING | TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Implementation of the work of renovation of 31 (thirty one) Vidyajyoti Schools along with development of Sports Infrastructure of the School sanctioned under the scheme for Special Assistance to States for Capital Expenditure under Mission 100 during the year 2021-22 / SH: Vertical extension of school building [1st floor (part) ] for Kalyanpur Higher Secondary School under Kalyanpur Block, Khowai District, Tripura / Construction of Additional Class room, Head Master Room, Science Laboratory, Library & Toilet / Building portion including internal water supply, Sanitary installation, Sewage and Drainage works./SH: **Construction of 01 nos additional class room.** DNIT No: 62/EE/TLM/PWD(R&B)/2024-25 | ₹. 24,25,116.00 | ₹. 48,502.00 | 120 (One hundred twenty) days | Up to 3.00 P.M. on 06/02/2025. | At 4.00 P.M on 06/02/2025 (If possible) |

NOTE :
1. All the above-mentioned online activities should be done https://tripuratenders.gov.in.
2. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C/3524/25

**(Er. S. Das) Executive Engineer,**
**Teliamura Division, PWD (R&B).**

**PRESS NOTICE INVITING e- Tender NO: 154/EE/ENGG.CELL/DSE/2024-25 Dt. 21/01/2025.**

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 10/02/2025

| SL NO | NAME OF THE WORK | ESTIMATED COST | EARNEST MONEY | TIME FOR COMPLETION | LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING | TIME AND DATE OF OPENING OF BID | DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION | CLASS OF BIDDER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repairing /renovation of Office of the Inspector of Schools, Charilam under special package of post flood maintenance and restoration work of Sepahijala District during the year 2024-25 under Elementary Level. DNIeT No 158/EE/ENGG CELL/DSE/2024-25 | [illegible] | [illegible] | 15 days | 10/02/2025 Up to 15.00 Hrs | At 11/02/2025 at 16.00 Hrs | https://tripuratenders.gov.in | Appropriate Class |

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.

ICA/C/3518/25

**Executive Engineer,**
**Engineering Cell,**
**Directorate of Secondary Education, Old Shishu Bihar Complex,**

**PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: 30/EE(PWD)/BLN/2024-25 DATED, 21-01-2025**

The Executive Engineer, Belonia Division, PWD (R & B), South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed Item rate tender(s) from the eligible Contractors / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES / CPWD/ Railway / Other State PWD/ Owner of Vehicle having commercial license, up to 3.00 P.M. on 11-02-2025 for the following work: -

| SL NO | NAME OF THE WORK | ESTIMATED COST | EARNEST MONEY | TIME FOR COMPLETION | CLASS OF BIDDER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FDR/Mtc. of different roads under the jurisdiction of Rajnagar PWD Sub-Division during the year 2024-25. / Hiring of vehicle **ECCO/Wagon R/Maruti Van (OMNI)** (Petrol Engine) **(Not earlier than 2017)** four wheel drives for Office of the Sub-Divisional Officer, Rajnagar Sub-Division, PWD(R&B), Belonia, South Tripura District under Belonia Division, Belonia during the year 2024-25. **DNIT No. 76/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2024-25.** | ₹3,69,840/- | ₹7,397/- | 365 (three hundred sixty five) days | Appropriate Class |

- Last date and time for receipt of application: Up to 4.00 P.M. on 06-02-2025
- Date for issue of tender form: Up to 4.00 P.M. on 07-02-2025
- Time and date of opening of tender At 3.30 P.M. on: 11-02-2025
- Cost of Tender document: *.1000/-

Appropriate Class

The detailed Press Notice Inviting Tender can be seen in the Office of the Executive Engineer, Belonia Division, PWD(R&B), Belonia, South Tripura during office hour on all working days

ICA/C/3513/25

**(Er. Susanta Debbarma)**
**Executive Engineer, Belonia Division, PWD(R&B)**
**Belonia, South Tripura**

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 18/PNIeT/EE/PWD (G)/(R&B)/GNT/2024-25 Dt. 29-01-2025**

The Executive Engineer, Gonda Twisa Division, PWD (G), Gonda Twisa, Dhalai District on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC / MES / CPWD / Railway / Govt. Organization of other State & Central for the following works:-

| SL. NO | NAME OF THE WORK | ESTIMATED COST (in Rs.) | EARNEST MONEY (in Rs.) | TIME FOR COMPLETION |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DNIeT No: 142 /DNIT/SE-V/AMB/2024-25 | 96,42,102.00 | 1,92,842.00 | 60 (Sixty) Days |
| 2. | DNIeT No: 143 /DNIT/SE-V/AMB/2024-25 | 97,10,672.00 | 1,94,213.00 | 90 (Ninety) Days |
| 3. | DNIeT No: 144 /DNIT/SE-V/AMB/2024-25 | 1,24,31,689.00 | 2,48,634.00 | 90 (Ninety) Days |
| 4. | DNIeT No: 145 /DNIT/SE-V/AMB/2024-25 | 1,26,50,822.00 | 2,53,016.00 | 90 (Ninety) Days |

Last date and time for document downloading and bidding: Up to 1500 Hrs on 07-02-2025
Class of tenderer: Appropriate Class.
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically.
Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov.in. For further enquiry, contact to the office of the undersigned.

ICA/C/3500/25

**(Er.. Debbarma)**
**Executive Engineer**
**Gonda Twisa Division, PWD (G)**
**Gonda Twisa, Dhalai District**

# হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

## মন্দ কপাল

**রতন দাস**

জাল ফেলেছি গভীর জলে
পাবদা পাবো তাই,
উঠলো যত নুড়ি কাঁকড়
কপাল মন্দ ভাই।
চাষ করেছি বছর পাঁচেক
ফসল হয়নি ভালো,
বোনেছিলাম উচ্ছে পটল
সঙ্গে কিছু আলু।
কর্ম যাহা বাছাই করি
পড়ে নানান বাধা,
ষাঁড় পালালো, বাঘের ভয়ে
মইটা নিলো গাধা।
ইচ্ছে এখন মৎসজীবি
মাছের অনেক দাম,
এই যাত্রায় জয় হবে-ই
খুব কামাবো নাম।
যাত্রা শুরু মাছ শিকারে
ফেলে দিলাম জাল,
মাছ যে কোথায় ডুব কি মারে
পাইনা কোনো তাল।
উঠছে শুধু নুড়ি-কাঁকড়
বাঁশের বড়ো ঝাঁটা,
মটকে গেলো উল্টে পড়ে
সামনের ডান-পা-টা।
রক্ষেনেই আর, বাঁচবো কে বা
কী আর করবো কাজ,
পা ভাঙেনি, কপাল ভাঙলো
মাথায় পড়লো বাজ।

## কর্মা রিটার্নস

**শ্রীকুমার দত্ত (গুয়াহাটি)**

তামিলনাড়ুর চেঙ্গালপট্টু জেলার একটি ছোট টাউনশিপ সিঙ্গাপেরুমাল। সেদিন সকাল দশটা নাগাদ সেখানকার এক বৃদ্ধাশ্রমে একটি মোপেড এসে থামে। রংচটা, জংধরা মোপেডটা একটি এন্টিক পীস বলা যায়। চালকের আসনে সাধারণ শার্ট-প্যান্টস পরিহিত বছর চল্লিশের সেলভাম। পিছনের সিটে হাতে একটি কাপড়ের পুটুলি নিয়ে সাদা হাফ-শার্ট আর চারাম (তামিল লুঙ্গি) পরা যাটউর্দ মুথু। এই মোপেড চালিয়েই মুথু রোজ সকালবেলা চামড়ার জুতো তৈরির কারখানায় কাজে যাবার পথে ছোট্ট সেলভামকে স্কুলে পৌঁছে দিতো। মোপেডটা দাঁড় করিয়ে দু'জনে এসে বৃদ্ধাশ্রমের অফিস রুমে ঢুকলো। অফিস টেবিলের ওপাশে বসা কর্মকর্তার উদ্দেশে সেলভাম বললো - "অনাক্কাম, জোসেফ আন্না"( নমস্কার, জোসেফদা )। জোসেফ প্রতিনমস্কার জানিয়ে ওদের বসতে বললো। আধা ঘন্টার মধ্যেই সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে জোসেফ বললো - "তাত্তা (দাদামশাই) , আপনাকে একতলায় ১০১ নম্বর রুমটা দিলাম। আপনার সুবিধে হবে"। এতক্ষণ ঘাড় গুঁজে চুপচাপ বসে থাকা মুথু দৃঢ় কিন্তু নিম্নস্বরে বললো - "আমাকে ৩০৫ নম্বর রুমটা দিন"। জোসেফ একটু অবাক হয়ে বললো - "৩০৫ নম্বর রুমটা তো একদম উপরের তলায়, খুব গরম হবে। ওই রুমের সিলিং ফ্যানটাও ঠিকমতো চলে না। ছাদেও লিক আছে, বৃষ্টির জল পড়ে। তাই ওই রুমটা কাউকে দেয়া হয় না। তাছাড়া, এতো উপর থেকে দু'বেলা নিচে নেমে এসে খেতেও আপনার কষ্ট হবে"। মুথু একরোখা স্বরে আবার বললো - "আমাকে ৩০৫ নম্বর রুমটাই দিন"। জোসেফ আর সেলভাম দু'জনেই মুথুর এই অদ্ভুত আব্দারের অর্থ খুঁজে পেলো না। যাই হউক, শেষমেশ মুথুকে তিনতলার ওই রুমটাই বরাদ্দ করা হলো।মুথুকে তার রুমে পৌঁছে দিয়ে সেলভাম বললো - "আপ্পা (বাবা) , এবার আমি যাই। মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যাবো। আপনার কোনো অসুবিধে হবে না এখানে"। মুথু কোনো জবাব দিলো না। একদৃষ্টিতে জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো। কিন্তু সেলভাম যাবার আগে মুথুর এই রুমটাই জোর করে নেবার কারণটা জানার কৌতূহল চেপে রাখতে পারলো না। "আপ্পা, একতলার ভালো রুমটা ছেড়ে এই রুমটাই নিলেন কেন" ? মুথু নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে অনুতাপের স্বরে বললো -"আজ থেকে তিরিশ বছর আগে এই রুমেই আমি আমার আম্মা'কে রেখে গিয়েছিলাম"। জোসেফকে বিড়-বিড় করে বলতে শোনা গেলো - "কর্মা রিটার্নস"।

## হার্ট ভাল রাখার সহজ পন্থা হতে পারে প্রাণায়াম

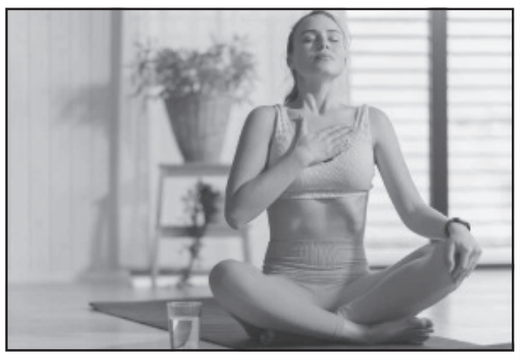

ব্যস্ত জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সমানে হাঁপিয়ে উঠছেন। ঘরে-বাইরে কাজের চাপ! প্রাণ ভরে বাতাসটুকু নিতে দিচ্ছে না। অল্প বয়সে নানা রকম জটিল রোগ বাসা বাঁধছে শরীরে। উচ্চ রক্তচাপ! তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত ওষুধও খেতে হয়। রক্তচাপ বশে রাখতে না পারলেই বিপদ। হার্টের উপর ক্রমাগত চাপ বাড়তে থাকে। যোগাসন বা জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করার সময় নেই। প্রশিক্ষকেরা বলছেন, কাজ থেকে বাড়ি ফিরে কিছুটা সময় প্রাণায়াম করতে পারলেও কিন্তু শরীরে রক্ত চলাচল ভাল হয়। হার্ট ভাল রাখতেও প্রাণায়াম করা জরুরি।

কোন তিন প্রাণায়াম হার্ট ভাল রাখতে সাহায্য করে? ১) ভ্রামরী-ভ্রামরী প্রাণায়াম আসলে মনকে শান্ত রাখতে সাহায্য করে। শব্দের কম্পন স্নায়ুর উত্তেজনা প্রশমন করে। রাগ, দুশ্চিন্তা ও অনিদ্রা দূর হয় এবং রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে থাকে। শরীরের কোষকলাকে পুনরুজ্জীবিত করতে ভ্রামরী প্রাণায়ামের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

কী ভাবে করবেন? আরামদায়ক ভাবে পদ্মাসন বা সিদ্ধাসনে বসুন। হাত দু'টিকে চিন বা জ্ঞান মুদ্রায় (বুড়ো আঙুল ও তর্জনী জুড়ে হাতের তালুকে আকাশের দিকে রাখা হল জ্ঞান মুদ্রা, ওই ভাবেই নীচের দিকে রাখলে তা হল চিন মুদ্রা) দুই হাঁটুর উপর রাখুন। সোজা হয়ে বসে চোখ বন্ধ করে আরামদায়ক অবস্থায় রাখুন পুরো শরীরকে। এই প্রাণায়ামের সময় দুই ঠোঁট জোড়া অবস্থায় রাখলেও মুখের ভিতর দাঁতের দুই পাটির মাঝে সামান্য ফাঁক রাখতে হবে। এ বার ধীরে ধীরে দুই হাতের কনুই ভাঁজ করে তাদের দুই কানের কানের গহ্বরের কাছে নিয়ে যান। এ বার তর্জনী ও মধ্যমা দিয়ে কানের গহ্বর বন্ধ করে দিন বা কর্ণগহ্বরের পাশের টুপির মতো মাংসল অংশ চেপে কান বন্ধ ধরুন। তবে কোনও ভাবেই কানের ভিতরে কোনও আঙুল প্রবেশ করানো যাবে না।

২) অনুলোম-বিলোম

অনুলোমের ক্ষেত্রে এক দিকের নাক বন্ধ থাকবে। প্রথমে ডান দিকের নাকের ছিদ্র চেপে ধরে, বাঁ দিক দিয়ে শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার কাজ করতে হবে। পরে বাঁ দিকের নাকের ছিদ্র চেপে ধরে, ডান দিক দিয়ে শ্বাস গ্রহণ ও বর্জনের অভ্যাস করতে হবে। এই প্রাণায়ামে শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হবে হবে তিন ধাপে। প্রথমে কিছুটা শ্বাস নিয়ে দু' সেকেণ্ড থেমে ফের শ্বাস নিতে হবে, তার পর আবার দু'সেকেণ্ড থেমে পুরো শ্বাস গ্রহণ করতে হবে। শ্বাস ছাড়ার সময়ও বজায় রাখতে হবে এই নিয়ম। বিলোমের বেলায় দুই নাক দিয়েই একই সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই শ্বাস নেওয়া প্রয়োজন। তবে অনুলোমের মতোই তা হবে তিন ধাপে। অর্থাৎ প্রথমে কিছুটা শ্বাস নিয়ে দু'সেকেন্ড থামতে হবে। আবার শ্বাস নিতে হবে। ফের দু'সেকেন্ড থেমে শেষ ধাপে পুরো শ্বাস নিতে হবে। ছাড়তেও হবে একই পদ্ধতিতে থেমে থেমে তিন ধাপে।

৩) কপালভাতি- আরামদায়ক কোনও একটি আসনের ভঙ্গিতে বসুন, তা পদ্মাসন, বজ্রাসন বা সুখাসনও হতে পারে। মাথা ও মেরুদণ্ড সোজা রাখুন। দুই হাতকে জ্ঞান বা চিন মুদ্রার ভঙ্গিতে (বুড়ো আঙুল ও তর্জনী জুড়ে হাতের তালুকে আকাশের দিকে রাখা হল জ্ঞান মুদ্রা, ওই ভাবেই নীচের দিকে রাখলে তা চিন) রাখুন।

চোখ বন্ধ করে আরামদায়ক অবস্থায় রাখুন গোটা শরীর। স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শ্বাস নিন। শ্বাস ছাড়ার সময় পেটের পেশির উপর চাপ দিতে হবে। দ্রুত শ্বাস নিতে ও ছাড়তে হয়। এই ভাবে বার দশেক দ্রুত লয়ে এই পদ্ধতি অভ্যাসের পর মিনিট দুই স্বাভাবিক লয়ে শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার কাজ সারুন। সবে সবে শুরু করলে প্রতি দশ বারে একটি সেট করুন। পাঁচটি সেটে সম্পূর্ণ হয় এই প্রাণায়ামের অভ্যাস।

## সকালে খালি পেটে জোয়ানের জল খেলেই ওজন কমবে দ্রুত

ওজন কমাতে সকাল হলেই দৌড়চ্ছেন? খাওয়াদাওয়াও চলছে মেপে? তা হলে সকালে উঠে খালি পেটে এক গ্লাস জোয়ানের জল খেয়ে দেখুন। ওজম কমবে দ্রুত। ভাল হবে হজমও। জোয়ানের জলের উপকারিতা ১. জোয়ান বিপাকহার বৃদ্ধি করে। গবেষণায় জানা গিয়েছে এতে থাকা থাইমল "গ্যাস্ট্রিক জুস"-নামে উৎসেচকের ক্ষরণ বাড়িয়ে তুলতে পারে। যার ফলে বিপাকহার দ্রুত হয়। বিপাকহার বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হল দ্রুত ক্যালোরি ক্ষয় হওয়া। ২. হজম ভাল হওয়ার জন্য খাওয়ার পর জোয়ান চিবিয়ে খেতে বলা হয়। বেশি খেলে অনেক সময় শরীরে অস্বস্তি হয়। পেট ফুলে যায়। উষ্ণ জলে নুন দিয়ে জোয়ান ভিজিয়ে খেলে সেই সমস্যার সমাধান হতে পারে। ৩. শরীরে জমা হওয়া টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থ বার করতে সাহায্য করে জোয়ানের জল। এর ফলে শরীর থাকে ঝরঝরে। গবেষণা বলছে, টক্সিন শরীর থেকে বেরিয়ে গেলে বিপাকহার বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি, হজমশক্তি বাড়ে। যা ওজন কমানোর জন্য জরুরি। কী ভাবে তৈরি করবেন জোয়ানের জল? এক চামচ জোয়ান রাতভর ভিজিয়ে রাখতে হবে। সকালে জলটা ভাল করে ফুটিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। ঈষদুষ্ণ তাপমাত্রায় জোয়ানের জল খেলে ফল মিলবে ভাল।

## ড্রাগন ফলের পুষ্টিগুণ

বিদেশি এ ফলটি হয়ে উঠেছে আমাদের একটি অন্যতম জনপ্রিয় ফল। এ দেশেও প্রচুর পরিমাণে চাষ হচ্ছে। ড্রাগন ফল সাধারণত চীন বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে আগত। এই ট্রপিকাল ফলটি তার অনন্য বাহ্যিক গঠন, সুমিষ্ট স্বাদ এবং টেক্সচারের জন্য জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আজ জানাব ড্রাগন ফলের সুপার ফুড হয়ে ওঠার কারণ।

ড্রাগন ফল সুমিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এতে রয়েছে লো সুগার। ১০০ গ্রাম ড্রাগন থেকে গড়ে মাত্র ৯ গ্রাম

সুগার পেয়ে থাকি। এর কোলেস্টেরলের পরিমাণ কম জা আমাদের হার্ট হেল্‌থের জন্যও উপকারী। ড্রাগন ফলে সোডিয়ামের পরিমাণও বেশ কম হওয়ায় একে লো-সোডিয়াম ডায়েটেও অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। এতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন সি, আমাদের দৈনন্দিন চাহিদার অনেকটা আমরা পূরণ করতে পারি প্রতিদিন একটি ড্রাগন ফল খাওয়ার মাধ্যমে। এতে ম্যাগনেশিয়ামের পরিমাণও অনেক বেশি, এছাড়াও রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফলেট। ড্রাগন ফল বেশ কয়েকটি রঙের হয়ে থাকে, আমাদের দেশে সাধারণত গোলাপি বা বেগুনি রং, লাল রঙের পাশাপাশি সাদা রঙের ড্রাগন ফল বেশি দেখা যায়। এছাড়াও হলুদ রঙের ড্রাগন ফল অন্যান্য দেশে সচরাচর দেখা যায়। ড্রাগন ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ও এন্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে- যা আমাদের বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়তা করে। সুগারের পরিমাণ কম থাকায় ডায়াবেটিস রোগীরা মাঝারি সাইজের ড্রাগন ফল দৈনিক একটি করে বা বড় সাইজের ড্রাগন ফল অর্ধেকটি দৈনিক মূল খাবারের পর খেতে পারেন- যা রোগীর সুগার লেভেলকে অ্যাফেক্ট করবে না।

আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতেও ড্রাগন ফল বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অলিগো স্যাকারাইডস- যা আমাদের শরীরের গুড ব্যাক্টেরিয়াল ফ্লোরাকে উজ্জীবিত রাখে যার ফলে এটি আমাদের হজম শক্তির বৃদ্ধির জন্য সহায়ক হয়ে ওঠে। আমরা সবাই এজিং প্রোসেস নিয়ে চিন্তিত থাকি, এই ড্রাগন ফলের এন্টি অক্সিডেন্টস ও ভিটামিন সি আমাদের স্কিনের রিংকেলস, পিগমেন্টেশন, ডিসকালারেশন দূর করতে সহায়তা করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে খাওয়ার পাশাপাশি কিছুটা ড্রাগন ফলের পেস্ট ডিরেক্ট স্কিনে ব্যবহার করতে পারি, তাতে আরও বেশি উপকারিতা পাওয়া যেতে পারে ড্রাই স্কিন ও স্কিন পিগমেন্টেশন থেকে নিরাময় পেতে। দুধের সঙ্গে ড্রাগন ফল দিয়ে স্মুদি তৈরি করে খুব সহজেই একটি হাই ক্যালসিয়াম ফুড দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় রাখতে পারি- যা হাড়ের গঠনের জন্য উপকারী। যাদের চোখে ছানি আছে বা যাদের চোখের পাওয়ার কমে গেছে তাদের ক্ষেত্রে চোখের ছানি ও দৃষ্টি শক্তি প্রখর করার জন্যও এটি উপকারী। ড্রাগন ফল ছানি পড়া ও এর ম্যাচুরিটি প্রোসেসকে স্লো ডাউন করতে পারে। প্রেগনেন্সি বা নার্সিং মা'দের জন্যও এর উপকারিতা অনেক। এর ভিটামিন বি, ভিটামিন সি, আয়রন- যা প্রেগনেন্সিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে কারও কারও ড্রাগন ফলে অ্যালার্জি হতে পারে।

## রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে কমলালেবুর জুড়ি মেলা ভার

শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে কমলালেবুর জুড়ি মেলা ভার। তবে কমলালেবুর খোসার গুণও নেহাত কম নয়। কমলালেবুর খোসায় রয়েছে নানা ধরনের ভিটামিন এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, যা ত্বকের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখে। তা ছাড়া অক্সিডেটিভ স্ট্রেস থেকে ত্বকে যে ধরনের ক্ষতি হতে পারে, তা-ও

রুখে দিতে পারে এই উপাদান।

বয়ঃসন্ধিতে ব্রণের সমস্যায় ভোগেন অনেকেই। ঘরোয়া নিম, হলুদের প্যাকেও যদি সমস্যা দূর না হয়, সে ক্ষেত্রে কমলালেবুর খোসা কিন্তু দারুণ বিকল্প হতে পারে। আর কোন কোন উপকারে লাগে এই কমলালেবুর খোসা?

১) ব্রণ দূর করে

কমলালেবুর খোসায় এমন একটি উপাদান রয়েছে, যা ব্রণ সৃষ্টিকারী ব্যাক্টেরিয়াগুলিকে বিনাশ করে। তা ছাড়া, মুখে সেবামের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতেও সাহায্য করে কমলালেবুর খোসা।

২) ত্বকের জেল্লা বাড়িয়ে তোলে

ত্বকের আর্দতা বজায় রাখতেও সাহায্য করে কমলালেবুর খোসা। কমলালেবুর খোসার মধ্যে যে ধরনের অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট রয়েছে, তা ত্বকের হারানো জেল্লা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে।

৩) উন্মুক্ত রন্ধ্র পরিষ্কার করে

ত্বকের মধ্যে থাকা গ্রন্থি থেকে তেল বা সেবাম বেরিয়ে মুখের ছোট ছোট ছিদ্রগুলি বুজিয়ে দেয়। সেখান থেকে মুখে সংক্রমণ বাড়তে পারে। কমলালেবুর খোসায় যে ধরনের অ্যাসিড রয়েছে, তা এই ছিদ্র বা পোর্সগুলি পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। ৪) দাগছোপ নিরাময়ে

ব্রণ সেরে যাওয়ার পর ত্বকে অনেক সময়েই ব্রণের দাগ থেকে যায়। এই ধরনের দাগ নিরাময়ে সাহায্য করে কমলালেবুর খোসা। ত্বকের হারানো জেল্লা ফিরে পেতেও সাহায্য করে এই উপাদান।

৫) ত্বক টান টান করে

কমলালেবুর খোসায় রয়েছে সাইট্রিক অ্যাসিড। যা ফ্রি র‍্যাডিক্যালের হাত থেকে ত্বককে রক্ষা করে। ফলে ত্বক সহজে বুড়িয়ে যায় না। অল্প বয়সে বলিরেখা পড়ার ভয়ও থাকে না।

## হাঁসের ডিমের পাতুরি

এই ঠান্ডায় রাত পর্যন্ত হেঁশেল ঠেলতে মোটেই ভাল লাগে না। অথচ খাবার টেবিলে নিত্যনতুন পদের জোগান দিতে হবে আপনাকেই। তাই সাত-পাঁচ ভেবে ফেরার পথে বাজার থেকে বেশ কয়েকটা হাঁসের ডিম কিনে এনেছেন। শীতের রাতে গরম ভাতের সঙ্গে হাঁসের ডিমের পাতুরি মন্দ লাগবে না। কিন্তু কী ভাবে তৈরি করবেন এই পাতুরি? রইল রেসিপি।

উপকরণ

হাঁসের ডিম: ৬টি

পোস্ত: ২ টেবিল চামচ

সাদা এবং কালো সর্ষে: ২ টেবিল চামচ

সাদা তিল: ২ টেবিল চামচ

সর্ষের তেল: ৩ টেবিল চামচ

কাঁচা লঙ্কা: ৫-৬টি

কলাপাতা: কয়েক টুকরো

নুন: স্বাদ অনুযায়ী

প্রণালী

১) প্রথমে হাঁসের ডিমগুলো ভাল করে সেদ্ধ করে নিন।

২) ডিম সেদ্ধ হতে হতে কলাপাতাগুলো আগুনে হালকা করে সেঁকে নিন।

৩) দুই ধরনের সর্ষে, পোস্ত, কাঁচালঙ্কা এবং সামান্য একটু নুন দিয়ে মিক্সিতে বেটে নিন।

৪) এ বার খোসা ছাড়িয়ে ডিমগুলো দু'ভাগ করে কেটে নিন।

৫) একটি পাত্রে ওই বাটা মশলার সঙ্গে সর্ষের তেল ভাল করে মিশিয়ে নিন। এর মধ্যে ডিমগুলো দিয়ে দিন।

৬) এ বার কলাপাতায় মশলা মাখানো অর্ধেক ডিম দিয়ে, তার উপর একটি করে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিন।

৭) উপর থেকে কয়েক ফোঁটা সর্ষের তেল ছড়িয়ে কলাপাতা মুড়ে টুথপিক দিয়ে আটকে নিন।

৮) এ বার কড়াই বা চাটুতে সামান্য তেল ব্রাশ করে তার মধ্যে কলাপাতায় মোড়া ডিমগুলো সেঁকে নিন। ৯) টিফিন বাক্সের মধ্যে কলাপাতায় মোড়া ডিমগুলো সাজিয়ে, ফুটন্ত জলের মধ্যে রেখেও ভাপিয়ে নিতে পারেন।

## নিয়ম করে জুম্বা করলেই ঝরবে ওজন

শরীর সুস্থ রাখতে হলে শরীরচর্চা জরুরি। রোজ নিয়ম করে শরীরচর্চা কিংবা ব্যায়াম করার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎকেরাও। তবে অনেকেই আছেন, যাঁদের জিমে গিয়ে ভারী ভারী ওজন তুলতে বা একঘেয়ে শরীরচর্চা করতে ভাল লাগে না। আপনারও কি জিমের নাম শুনলেই আলস্য আসে? ফিটনেসবিদদের মতে, শরীরচর্চা মানেই যে জিমে গিয়ে ভারী ওজন তুলতে হবে এমনটা নয়, জিমে না গিয়েও শরীরচর্চা করা যায়। ইদানীং অনেকেই শরীরচর্চার বিকল্প হিসাবে জুম্বাকে বেছে নিচ্ছেন। জুম্বা লাতিন আমেরিকার এক নৃত্যশৈলী তথা ব্যায়াম। সালসা ও অ্যারোবিকের যুগলবন্দি বলা যায় একে। কেবল ভুঁড়ি কমাতেই নয়, ক্রনিক অসুখ ঠেকাতেও এই ব্যায়ামে ভরসা রাখতে পারেন। জেনে নিন, জুম্বা করলে কী কী লাভ হয় শরীরের? ১) জুম্বা করলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের পেশির সঞ্চালন হয়। হৃদ্যন্ত্র ভাল রাখতেও এই ব্যায়াম বেশ উপকারী। নিয়মিত জুম্বা করলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে, শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে, ভাল কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। অল্পবয়সিদের মধ্যে হৃদ্রোগের ঝুঁকি দিন দিন বাড়ছে। জিমে যেতে না চাইলে জুম্বা ক্লাসে ভরতি হতেই পারেন।

## ভেবেচিন্তে খাওয়াদাওয়া করার অনেক ধরনের উপকার আছে

ভেবেচিন্তে খাওয়াদাওয়া করার অনেক ধরনের উপকার আছে। তার মধ্যে সবের আগে যেটি দেখা যায়, তা হল, এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পুষ্টির উপাদান পায় শরীর। কিন্তু এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা নানা রকম খাবার খান না। তা স্বাস্থ্যের কারণেই হোক বা স্বাদের কারণে। তাঁদের শরীরের মাঝেমধ্যেই পুষ্টির কিছু উপাদানের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। সে সব লক্ষণ চিনে নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। যাতে বড় কোনও সমস্যার হাত থেকে নিজেকে বাঁচানো যায়। শরীরে যেন পুষ্টির ঘাটতি না হয়, সে কারণে চিকিৎসকেরা নানা রকম রক্তপরীক্ষা করে, শরীরের হল বুঝে কাউকে কোনও নির্দিষ্ট ভিটামিন, কাউকে মাল্টি ভিটামিন, কাউকে আবার অন্য সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার পরামর্শ দেন। তবে বিচার বিবেচনা না করে কোনও কিছুই খাওয়া উচিত নয়। ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্টের মধ্যে অনেক ধরনের উপাদান থাকে। একটি উপাদান হয়তো আপনার শরীরের জন্য কাজে এল। কিন্তু বাকি উপাদানের অতিরিক্ত প্রবেশ সমস্যা তৈরি করতে পারে। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ভিটামিন ও বিভিন্ন ধরনের সাপ্লিমেন্ট খাওয়া বন্ধ করতে হবে। জেনে নিন, কোন কোন ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট একসঙ্গে খেলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

১) ম্যাগনেশিয়ামের সঙ্গে ক্যালশিয়াম বা মাল্টি ভিটামিন: ম্যাগনেশিয়ামের সাপ্লিমেন্ট খেলে তার সঙ্গে ক্যালশিয়ামের দাওয়াই বা মাল্টিভিটামিনের বড়ি ভুলেও খাবেন না। ম্যাগনেশিয়ামের সাপ্লিমেন্ট মনকে শান্ত করে, পেশিকে নমনীয় করে। তবে তার সঙ্গে ক্যালশিয়াম বা মাল্টিভিটামিন খেলে কোনও লাভই হবে না। দু'টো দাওয়াই খেতেই হলে মাঝে অন্তত দু' ঘণ্টা সময় ছাড়তে হবে।

২) ভিটামিন ডি, ই ও কে: বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে ভিটামিন ডি-এর ক্যাপসুলের সঙ্গে ভিটামিন ই ও কে ক্যাপসুল খেলে শরীরে ভিটামিন ডি-এর শোষণ কমে যায়। একান্তই এই সব ওষুধ খেতে হলে মাঝে অন্তত দু'ঘণ্টা সময়ের ব্যবধান রাখা জরুরি।

৩) কপার ও জিঙ্ক: শরীরে কপারের ঘাটতির জন্য যদি কেউ কপার সাপ্লিমেন্ট খেতে শুরু করেন তাহলে জিঙ্কের সাপ্লিমেনিট এড়িয়ে চলাই ভাল। জিঙ্ক শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করলেও কপারের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করলে হিতে বিপরীত হয়। কোনও খনিজকেই শরীর ভাল ভাল শোষণ করতে পারে না।

৪) আয়রন ও গ্রিন টি: শরীর চাঙ্গা রাখতে গ্রিন টি খাওয়াই যায়। উচ্চ রক্তচাপ খেতে কোলেস্টেরল সব রোগের ক্ষেত্রেই গ্রিন টি খাওয়া উপকারী। হজমশকক্তি ভাল খরতেও এই চায়ের জুড়ি মেলা ভার। তবে আয়রনের সাপ্লিমেন্টের সঙ্গে এই চা খাওয়া মোটেও ভাল নয়। শরীরে আয়রনের শোষণ কমে যায়। ৫) ভিটামিন সি ও ভিটামিন বি১২: এই দুই ভিটামিন একসঙ্গে খেলে কোনও লাভ হয় না শরীরের। ভিটামিন সি, ভিটামিন বি১২কে ভেঙে দেয়। ফলে ভিটামিন বি১২ রক্তে মিশে যেতে পারে না। তাই এই দুই ভিটামিন খেলে দু'ঘণ্টার ব্যবধান রাখতে হবে মাঝে।

## লবঙ্গের নানা গুণ

খুসখুসে কাশি মুখে একটু লবঙ্গ রাখলেই কমে যায়। ঠান্ডালাগার সমস্যায় লবঙ্গ হল সঞ্জীবনীর মতো। লবঙ্গের গুণে সর্দি-কাশির সমস্যা থেকে দ্রুত মুক্তি পাওয়া যায়। অনেক সময় হালকা ঠান্ডা লাগলে মুখে লবঙ্গ রাখার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরাই। লবঙ্গ চিবোলে শুধু যে সর্দি-কাশি, জ্বর কমে তা-ই নয়, শরীরের আরও অনেক উপকার হয়।

জানেন সেগুলি কী? ১) মুখের দুর্গন্ধ তাড়ানোর একটি উপায় হল লবঙ্গ। অনেক সময় দু'বেলা দাঁত মেজেও দুর্গন্ধ যেতে চায় না। ব্যাক্টেরিয়ার কারণেই মূলত এই দুর্গন্ধ হয়। তবে মুখে লবঙ্গ রাখলে সেই সমস্যা আর হবে না। ২) হজমের গোলমাল হলে সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ খাবেন না। বরং মুখে রাখুন লবঙ্গ। কয়েক মুহূর্তে স্বস্তি পাবেন। শুধু হজমের সমস্যার সমাধানে নয়, প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতেও লবঙ্গ দারুণ উপকারী। দিনে একটা লবঙ্গ মুখে রাখলেও উপকার পাবেন। ৩) লিভার সুস্থ রাখতেও লবঙ্গের জুড়ি মেলা ভার। অ্যান্টি- অক্সিড্যান্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান সমৃদ্ধ লবঙ্গের গুণে ভাল থাকে লিভার। হজমের গোলমাল ঠেকাতে যে হেতু পারদর্শী লবঙ্গ, তাই লিভারের খেয়াল রাখতেও চোখ বন্ধ করে ভরসা রাখতে পারেন লবঙ্গের উপর। ৪) লবঙ্গ পেশির ব্যথা, যন্ত্রণা তাড়াতেও ওষুধের মতো কাজ করে। হাঁটুর ব্যথায় কাতর অনেকেই। বসলে উঠতে পারেন না, উঠলে আবার বসা যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। এমন সমস্যায় ভুগছেন যাঁরা, লবঙ্গ মুখে রাখলে তাঁরা কিন্তু অনেকটাই স্বস্তি পাবেন। ৫) শরীরের সামগ্রিক সুস্থতা রক্ষায় লবঙ্গের গুণ অনেক। ভিতর থেকে ফিট থাকতে লবঙ্গ সত্যিই ভীষণ উপকারী। সারা দিনে যদি একটা লবঙ্গও চিবোতে থাকেন, তা হলে অনেক সুফল পাবেন।

# সিবিসি'র সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান নরসিংগড়ে অনুষ্ঠিত

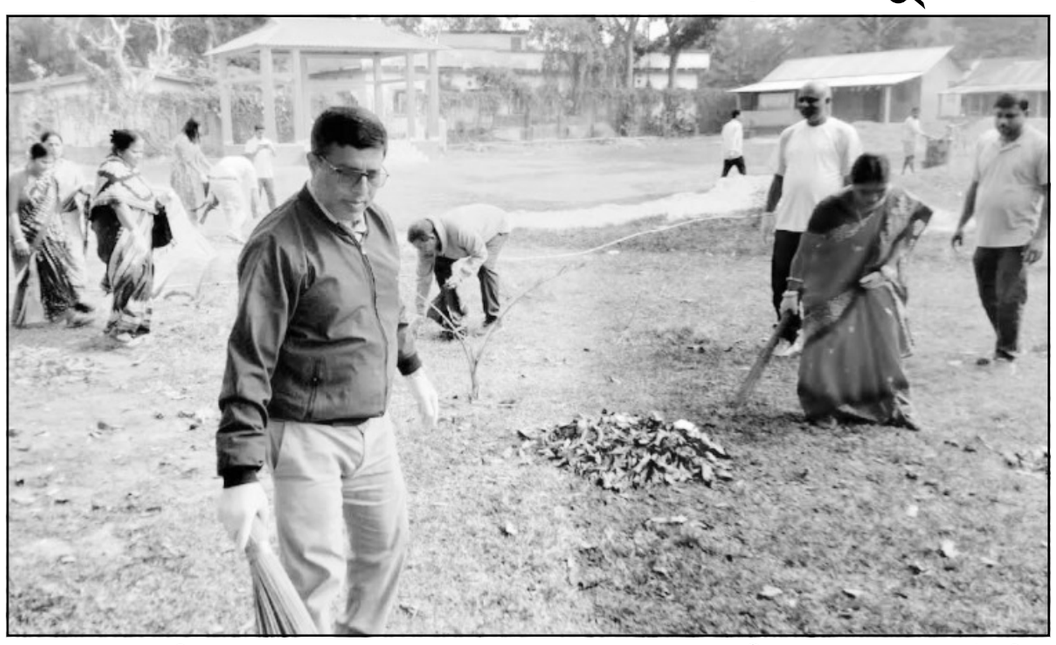

আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি ২০২৫: ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীনস্ত 'সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন' (সিবিসি)-এর উদ্যোগে বৃহস্পতিবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বামুটিয়া ব্লকের নরসিংগড়-এ জন সচেতনতা মূলক নানা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ছিল পরিচ্ছন্নতার অভিযান 'স্বচ্ছতা হি সেবা', বৃক্ষ-রোপণের কর্মসূচি 'এক পেড় মা কে নাম' এবং যুব সমাজকে নেশার করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করার জন্য 'নেশামুক্ত ভারত অভিযান' নিয়ে আলোচনা, মত-বিনিময় অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে বামুটিয়াব্লকের বিডিও শ্রী অমিতাভ ভট্টাচার্য 'স্বচ্ছতা হি সেবা' নিয়ে আলোচনা করেন এবং একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যজ্জ্বল ভারতের জন্য সমাজের সকল অংশের মানুষের অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। রোজকার স্বচ্ছতার অনুশীলন অভ্যাসে মানুষের মধ্যে অসুখ-বিসুখ কমে যায় বলে উল্লেখ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে 'এক পেড় মা কে নাম' উদ্যোগের মাধ্যমে বৃক্ষ রোপণের গুরুত্ব এবং গাছ লাগানোর মাধ্যমে মাকে শ্রদ্ধা জানানোর অনুপ্রেরণা নিয়ে বক্তারা আলোচনা করেন। ভূ উষ্ণায়নের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রকৃতিকে সুরক্ষা, পরিবেশ সচেতনতা এবং বৃক্ষ রোপণের প্রয়োজনীয়তার অনুভবকে সবার মধ্যেই ছড়িয়ে দেওয়ার উপর তাঁরা গুরুত্বারোপ করেন। নেশামুক্ত ভারত অভিযানকে কেন্দ্র করে নেশার করাল গ্রাসের কারণে পরিবার ও যুবসমাজের সংকট সম্পর্কে সচেতন হবার আহবান জানান নরসিংগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. অন্বেষা ভট্টাচার্য।

এই আয়োজনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বামুটিয়া বিডিও দফতরের সুপারভাইজর শ্রী সুজিত বরণ পাল, নরসিংগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মী শ্রী অঞ্জন দেবনাথ, নরসিংগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রী বিপ্লব দেবনাথ ও জুয়েল ক্লাবের সভাপতি শ্রী শংকর পাল সহ অন্যরা।

অনুষ্ঠানে সচেতনতামূলক আলোচনা ও মত বিনময়ের পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ ও সাফাই অভিযানও করা হয়। সঙ্গে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে ছিল কুইজ প্রতিযোগিতাও। এলাকার মানুষ বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে যোগ দেন এই অনুষ্ঠানে। এই ধরনের আয়োজন মানুষের মধ্যে নতুন করে চেতনার জন্ম দেয় বলে উল্লেখ করলেন তারা। বিশেষত রাজ্যের প্রতিটি গ্রামেই এই ধরনের আয়োজন করা উচিত বলেও পরামর্শ দেন এলাকার মানুষ।

# ভারত শীঘ্রই সাশ্রয়ী মূল্যে নিজস্ব নিরাপদ এবং সুরক্ষিত দেশীয় এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) মডেল চালু করতে প্রস্তুতঃ শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারী, ২০২৫: ভারত সাশ্রয়ী মূল্যে নিজস্ব একটি নিরাপদ এবং সুরক্ষিত দেশীয় এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) মডেল চালু করতে প্রস্তুত। কেন্দ্রীয় বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি, রেল, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ নতুন দিল্লিতে ইলেক্ট্রনিক্স নিকেতনে এই ঘোষণা করেন।

এনিয়ে আজ পরে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ভারতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মডেল একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ, কারণ সমস্ত দেশসমূহের মধ্যে ভারত বর্তমানে একটি বিশ্বস্ত দেশ এবং অতএব ভারতের ওপর তাদের এই এই আস্থা দেশকে নৈতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সমাধানের আরও নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তিগত পাওয়ার হাউস হিসাবে আবির্ভূত হতে সহায়তা করবে। একটি উচ্চমানের সাধারণ কম্পিউটিং সুবিধার সাহায্য নিয়ে, ভারত এআই মিশন এখন ভারতীয় ভাষাসমূহকে ব্যবহার করে তীয় প্রেক্ষাপটে দেশীয় এআই সমাধান সমূহকে কাস্টমাইজ করার দ্বারপ্রান্তে এসেছে।

তিনি বলেন, বিজ্ঞানী, গবেষক, ডেভেলপার এবং কোডাররা এই বিষয়ে একাধিক মৌলিক মডেল নিয়ে কাজ করছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন যে, ভারতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেলটি আগামী ৬ মাসের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে যাবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, 'আমাদের প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা অত্যন্ত অন্তর্ভুক্তিমূলক।

তিনি আধুনিক প্রযুক্তিকে প্রত্যেকের কাছে সহজলভ্য করে তুলতে বিশ্বাস করেন, যাতে পিরামিড মডেলের নিম্ন প্রান্তিক মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত হয়।'

এআই মডেলটি প্রায় ১০,০০০ জিপিইউর গণনার সুবিধা দিয়ে শুরু হচ্ছে। শীঘ্রই বাকি ৮৬৯৩টি জিপিইউ যুক্ত করা হবে। এটি প্রাথমিকভাবে গবেষক, শিক্ষার্থী এবং ডেভেলপারদের ব্যাপকভাবে উপকৃত করবে।

এই মিশনে অংশগ্রহণকারী প্রযুক্তিগত অংশীদাররা অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক হারে কম্পিউটিং-এ প্রবেশাধিকারকে গণতান্ত্রিকীকরণ করার লক্ষ্যে মিশনকে সক্ষম করে তোলার উপর আস্থা রেখে চলছেন। প্রতি ঘন্টায় ২.৫ থেকে ৩ ডলার খরচের বৈশ্বিক মডেল গণনার তুলনায়, ৪০ শতাংশ সরকারি ভর্তুকির পর ভারতের এআই মডেল গণনার খরচ প্রতি ঘন্টায় ১০০ টাকারও কম হবে।

আকর্ষণীয় অর্ধবার্ষিক এবং বার্ষিক প্ল্যান নিলে তা আরও কম খরচে মিলবে। বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের ইন্ডিয়া এআই মিশন চালু হওয়ার ১০ মাসের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে এবং প্রায় ১৮, ৬৯৩ টি গ্রাফিক প্রসেসিং ইউনিট, জিপিইউ-র এক উচ্চমানের ও শক্তিশালী সাধারণ কম্পিউটিং সুবিধা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এটি ওপেন সোর্স মডেল ডিপসিকের প্রায় নয় গুণ এবং চ্যাট-জিপিটি-র প্রায় দুই তৃতীয়াংশ।

সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ডিপসিক নিরাপত্তা পরীক্ষার পরে ভারতীয় সার্ভারে হোস্ট করা যেতে পারে যাতে কোডার, ডেভেলপার এবং ডিজাইনাররা এর ওপেন সোর্স কোডের সুবিধা নিতে পারেন। এআই মডেলের নিরাপত্তা ও নৈতিক প্রয়োগ করার উপর সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে বলেও তিনি জানান। এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, ভারত প্রযুক্তিগত-আইনি প্রেক্ষাপট থেকে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এক এআই সেফটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা কর্তে চলেছে।

## কুম্ভমেলার দুর্ঘটনা নিয়ে বিকাশ ভট্টাচার্যর মন্তব্যে কটাক্ষ নেটনাগরিকদের

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.): কুম্ভমেলার দুর্ঘটনা নিয়ে সিপিএম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্যর মন্তব্যে প্রতিবাদ উঠল নেটনাগরিকদের বিভিন্ন মহল থেকে।

বিকাশবাবু বুধবারই ফেসবুকে লিখেছেন, "কুম্ভ মেলায় কিম্বা হজে পুণ্য অর্জন করতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে মারা গেছে, একথা বলা যাবেনা। তাহলে ধর্ম ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে। অন্ধ ভক্তদের কষ্ট হতে পারে। ব্যবসার স্বার্থে ও ভক্তদের অন্ধত্ব টিকিয়ে রাখতে বলতে হবে, পুণ্যার্জনের চরম প্রাপ্তিতেই ঐসব মানুষের স্বর্গরাজ্য লাভ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' ছবিটি দেখে খুশী হতে পারেন।"

এর প্রেক্ষিতে পৃথক পোস্টে ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ সুদীপ্ত গুহ বৃহস্পতিবার লিখেছেন, "ধর্মের জন্য মারা গেছে ৩০ জন। খুব দুর্ভাগ্যজনক। আমরা সবাই জানি ইচ্ছকৃত নয়। কিন্তু অধর্ম কত মানুষের প্রাণ নিয়েছে?

মাও সে তুঙ : ৭,০০,০০,০০০
স্তালিন : ২,০০,০০,০০০
পল পট : ২০,০০,০০০
উত্তর কোরিয়ার দাদু-ছেলে-নাতি : ২০,০০,০০০
পূর্ব ইউরোপ : ১০,০০,০০০
ভিয়েতনাম : ১০,০০,০০০
ল্যাটিন আমেরিকা : ১,৫০,০০০
আফগানিস্তান : ১৫,০০,০০০
সিরিয়া : ১২, ০০, ০০০
জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : ৫৫, ০০০ (২০১০ এ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর বিধানসভায় দেয়া ভাষণ অনুযায়ী ন

এবার আসি বর্তমান সরকারে : ২০১৩/২০২৩/২০১৮ প্রতিবার পঞ্চায়েত ভোটের আগে এবং পরে কম করে গড়ে ১০০ জন মারা গেছে। আমাদের শহরের মানুষের, বিশেষ করে কলকাতার মানুষের, মেরুদন্ড নেই বলে পুরভোট নির্বিঘ্নে হয় ন ১৯৯০ এর পারে কোন গন্ডগোল তেমন হয় নি ন ২০২১ ভোটের পর প্রায় ৬০ জন হত্যা হয়, কয়েক হাজার মানুষ বাড়ী ছাড়া ন আজ বহু মানুষ বাড়ী ফিরতে পারেনি ন বহু মানুষ বিরোধী দল করায় আজও জেলে আছেন এবং জামিন পাননি বহু বছর ন ধর্মের জন্য মৃত্যু একটা দুর্ঘটনা এবং দুর্ভাগ্যজনক ন ২০ কোটির মধ্যে ৩০ জনও হওয়া উচিত না ন কিন্তু যাদের অধর্মবোধ নিরপরাধ প্রজাকে বিনা কারণে হত্যা করে, তাঁদের মুখে ধর্মের সমালোচনা কিভাবে মানায়?"

এই পোস্ট করার ৩ ঘন্টা বাদে, বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে তিনটায় লাইক, প্রতিক্রিয়া ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ৩২০, ১৭ ও ১৪৩।

গৌরব সেনগুপ্ত লিখেছেন, "পিএফআই ব্যান করার পর থেকে ভদ্রলোক (?) স্যোশাল মিডিয়ায় আবর্জনা ছড়াচ্ছেন।" সুদীপ্ত নারায়ণ ঘোষ লিখেছেন, "যমালয়ে জীবন্ত বিকাশকে দেখতে যান।" শৌভিক জানা লিখেছেন, "আমাদের মনে রাখতে হবে বামপন্থী শব্দটির উৎপত্তির প্রেক্ষাপট ও কাদের অ্যালাইড হয়ে ও কাদের দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং এখনও লালিত হচ্ছে কাদের

## অরুণাচলের আনজাও জেলার প্রাচীনতম বাজারে অগ্নিকাণ্ড, ভস্মীভূত ১৫টি দোকান

ইটানগর, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশের আনজাও জেলার অন্তর্গত হাইউলিয়াং শহরে অবস্থিত প্রাচীনতম বাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ১৫টি দোকানবাড়ি পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে।

আজ বৃহস্পতিবার ভোর প্রায় ৫.০০টা নাগাদ একটি দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত। আগুনের লেলিহান শিখা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে একের পর এক দোকানে। যার ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, হায়ুলিয়াং ফায়ার স্টেশন থেকে যদি সময়মতো ইঞ্জিন নিয়ে কর্মীরা আসতেন, তা-হলে এত ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখিন তাঁদের হতে হতো না। কোনও অজ্ঞাত কারণে হায়ুলিয়াং ফায়ার স্টেশন থেকে অগ্নিনির্বাপণ বাহিনী আসেনি। তবে দেড় ঘণ্টার বেশি দূরবর্তী হাওয়াই জেলা সদর থেকে অগ্নিনির্বাপণ বাহিনীকে পাঠাতে হয়েছিল পুলিশ প্রশাসনকে। ইঞ্জিন নিয়ে অগ্নিনির্বাপণ বাহিনী যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছে, ততক্ষণে বাজারটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেছে, বলেন ভুক্তভোগীরা। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বিধায়ক তথা মহিলা ও শিশু উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী দাসাংলু পুল ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিকদের সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। আনজাওয়ের জেলাশাসক মিলো কোজিন বলেছেন, ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন চলছে। অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ-ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। এছাড়া পুলিশ এবং অগ্নিনির্বাপণ দফতর অগ্নিকাণ্ডের কারণ নির্ধারণ করতে তদন্ত শুরু করেছে বলে জানান জেলাশাসক মিলো।

## বিরাটকে দেখতে হুড়োহুড়ি, দিল্লিতে আহত বেশ কয়েকজন

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.): এক যুগ পরে ফের একবার রঞ্জি ম্যাচে ফিরলেন বিরাট কোহলি। যেখান থেকে সব কিছুর শুরু, সেই দিল্লি থেকেই ১২ বছর পর রঞ্জি ম্যাচে নামলেন বিরাট কোহলি। ফলে রেলওয়েজের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবারের ম্যাচ ঘিরে বিরাট ফ্যানদের মধ্যে উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। যার জেরে দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের বাইরে হুলুস্থুল পড়ে যায়।

## কুম্ভমেলায় ফের আগুন, ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ১৫টি তাঁবু

প্রয়াগরাজ, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.): আবার বিপত্তি কুম্ভমেলায়। পদপিষ্ট হয়ে অন্তত ৩০ জনের মৃত্যুর পরের দিনই আগুন লাগল মেলার সেক্টর ২২-এ। পুড়ে গেল বেশ কয়েকটি তাঁবু।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনী। প্রশাসনের আধিকারিকেরাও যান সেখানে। তাঁবুতে কোনও মানুষজন ছিলেন না বলে প্রাণহানি ঘটেনি। এখনও আগুনের কারণ জানা যায়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে কুম্ভমেলার সেক্টর ২২-এর একটি তাঁবুতে আগুন লাগে। তা থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। জুনা আখড়ার প্রায় ১৫টি তাঁবু পুড়ে গিয়েছে বলে খবর। মেলা এলাকার চমনগঞ্জের কাছে রয়েছে ওই তাঁবুগুলি। দমকল কর্মীরা উপযুক্ত রাস্তা না থাকায় ঘটনাস্থলে পৌঁছতে সমস্যায় পড়েন বলে অভিযোগ। প্রসঙ্গত, এর আগে গত ১৯ জানুয়ারি আগুন লেগেছিল কুম্ভমেলার সেক্টর ১৯-এ। একাধিক তাঁবু পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। বুধবারই কুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৩০ জনের। তার পরের দিন আবার আগুন লাগার ঘটনা হল কুম্ভে।

## সেনার চপারের সঙ্গে বিমানের সংঘর্ষ আমেরিকায়, মৃত্যু ১৮ জনের

ওয়াশিংটন, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.): আমেরিকায় ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা। সেনার চপারের সঙ্গে যাত্রিবাহী বিমানের সংঘর্ষে মৃত্যু হল ১৮ জন যাত্রীর। প্রাথমিকভাবে ১৮টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে একাধিক যাত্রী এখনও নিঁখোজ রয়েছে। বেসরকারি সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, ৪ জন ক্রু মেম্বার ছাড়াও বিমানে ৬০ জন যাত্রী ছিলেন। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চপার ও বিমানের সংঘর্ষের জেরে দুটি যানই ভেঙে পোটোম্যাক নদীতে গিয়ে পড়েছে। এয়ারলাইন্সের তরফে খবর, যাত্রীবাহী বিমানটি আমেরিকার কানসাস সিটি থেকে ওয়াশিংটন আসছিল। কিন্তু এয়ারপোর্টের কাছাকাছি এলাকায় এসে মাঝ আকাশেই ঘটে যায় দুর্ঘটনা। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, যাত্রিবাহী বিমানে ৬০ জন যাত্রী ছাড়াও ৪ জন ক্রু সদস্য ছিলেন। এছাড়া, সেনার চপারে ছিলেন ৩ জন সেনা।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছেও ইতিমধ্যে পুরো ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

## হাওড়া পুরসভার ভোট : ৮ সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে কারণ জানাতে নির্দেশ হাই কোর্টের

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.): এত দিনেও হাওড়া পুরসভার ভোট কেন হল না, রাজ্যের কাছে আবার জানতে চাইল কলকাতা হাই কোর্ট। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, আট সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে জানাতে হবে যে, কেন এখনও হাওড়া পুরভোট হল না।

২০২২ সালে হাওড়া থেকে বালি পুরসভাকে পৃথক করার পদ্ধতিগত জটে নির্বাচন আটকে যায়। এর আগে নির্বাচন না হওয়ায় হাই কোর্টে জোড়া জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। গত বছর হাই কোর্ট সময় মতো নির্বাচন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশ এখনও পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। এ বার রাজ্যের অবস্থান জানতে চাইল হাই কোর্ট।

২০১৬ সালে বালি পুরসভাকে প্রথমে হাওড়ার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। তার পরে ২০২১ সালে তা আবার হাওড়া পুরসভা থেকে আলাদা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই নিয়ে প্রক্রিয়াগত জট তৈরি হয়। তৎকালীন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গেও রাজ্যের বিরোধ বেধে যায়। হাওড়ায় পুরভোট কেন হচ্ছে না, এ বার সেই প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাই কোর্টও। রাজ্যকে কারণ জানাতে বলল। সেই কারণ জানানোর জন্য সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হল।

## এএপি মানে মিথ্যা ও প্রতারণা : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.): অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টির তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে একটি জন সমাবেশে অমিত শাহ বলেছেন, আপদা-কে সরানো মানে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ১০ বছরের দুর্নীতির জবাব দেওয়া। ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লির জনগণ দিল্লি থেকে এএপি-কে সরিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে একটি ডাবল ইঞ্জিন সরকার গঠন করার সুযোগ পেয়েছেন। ১০ বছর ধরে এএপি সমগ্র দিল্লিকে আবর্জনার স্তূপে পরিণত করেছে। এই লোকজন শুধু অজুহাত দিতে থাকে। দিল্লি সুন্দর হয়ে উঠবে, আবর্জনার পাহাড় উধাও হয়ে যাবে, রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার করা হবে।'

অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'এএপি হাসপাতালের রুমের সংখ্যা দ্বিগুণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। পরিবর্তে, তাঁরা আয়ুষ্মানের অধীনে দিল্লির বাসিন্দাদের জন্য ৫ লক্ষ টাকার চিকিৎসা বিমা কভারেজ অবরুদ্ধ করেছে। দিল্লিতে জিততে আমাদের সাহায্য করুন এবং আমরা নিশ্চিত করব যে আপনারা চিকিৎসা সুবিধার জন্য ১০ লক্ষ টাকা পাবেন। এএপি মানে মিথ্যা এবং প্রতারণা।'

## সামলেছেন অনেক বড় দায়িত্ব, সিআরপিএফ-এর নতুন ডিজি হলেন জি পি সিং

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.): সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর নতুন ডিরেক্টর জেনারেল হলেন আইপিএস অফিসার জ্ঞানেন্দ্র প্রতাপ সিং। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিক ভাবে সিআরপিএফ-এর ডিজি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন তিনি। অসম-মেঘালয় ক্যাডারের ১৯৯১ ব্যাচের আইপিএস অফিসার জি পি সিং ভিতুল কুমারের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

উত্তর-পূর্বে বড় ধরনের বিদ্রোহের সময় অসমে জি পি সিংয়ের কর্মজীবন শুরু হয়। তাঁর প্রাথমিক ভূমিকাগুলির মধ্যে ছিল সোনিতপুরের সহকারি পুলিশ সুপার, রাঙ্গিয়ায় সাব-ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার এবং নলবাড়িতে সহকারি পুলিশ সুপার, যেখানে তিনি বিদ্রোহ-বিরোধী প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, তিনি সেনাবাহিনীর সহায়তা ছাড়াই যোরহাটে সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। তিনি ২০০২ সালে বিশেষ সুরক্ষা গোষ্ঠীতে যোগদান করেন।

## ইডেন গার্ডেন্সে ১০০ টি ম্যাচ পরিচালনার জন্য আম্পায়ার উল্লাস গান্ধে-কে সম্মান

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : আম্পায়ার উল্লাস গান্ধেকে বিশেষ সম্মান জানিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে বৃহস্পতিবার ইডেন গার্ডেন্সে। রঞ্জি ট্রফির এই খেলা শুরুর আগে বি সি রায় ক্লাব হাউসের সামনে অনুষ্ঠান হয়। সিএবি-র সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্মান জানিয়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডের তরফেও তিনি ১০০ টি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ পরিচালনার জন্য গুরুদায়িত্ব পালন


**TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION**
**AGARTALA**

**Dated, 30th January, 2025**

**NOTIFICATION**

Reference: Advertisement No. 09/2023 dated 18.07.2023

This is for information of all concerned that the results of the Main Examination held on 25.07.2024 and 26.07.2024 for recruitment to the post of Junior Engineer, TES Gr-V(B) Diploma (Civil/Electrical/Mechanical), Group-C Non Gazetted, PWD Department, Govt of Tripura has been uploaded in www.tpsc.tripura.gov.in and the Interview/Personality Test of the provisionally qualified candidates is likely to be held on and from 5th May, 2025.

For further details please visit www.tpsc.tripura.gov.in.

The Commission shall not be responsible for printing error by the published media, if there be any.

**(S MOG, IAS) SECRETARY, TPSC**
**30th January 2025**

**TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION**
**AGARTALA**

Advt. No. 05/2025

Online applications are invited from bonafide citizens of India for selection of candidates for direct recruitment to the posts of Assistant Professor, Group-A(Gazetted) for Government (General) Degree Colleges under Education (Higher) Department, Government of Tripura.

For detailed Advertisement please visit -https://tpsc.tripura.gov.in

The Commission will not be responsible for printing mistake, if there be any.

**(S. Mog, IAS)**
**Secretary, Tripura Public Service Commission.**

**Agartala Municipal Corporation**
**Electrical DIVISION,**
**AGARTALA, WEST TRIPURA**
**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER**

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

| Sl No. | Name of the work | Estimated Cost | Earnest Money | Time For Completion | Last date and time for document downloading and bidding |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNIeT-EE(Elect)/ AMC/54/2024-25 | 3,55,700.00 | 7,114.00 | 15(Fifteen)Days | Date :11/02/2025 Time : 15.00 Hrs |
| 2 | DNIeT-EE(Elect)/ AMC/57/2024-25 | 4,99,106.00 | 9,982.00 | 15(Fifteen)Days | Date :11/02/2025 Time : 15.00 Hrs |
| 3 | DNIeT-EE(Elect)/ AMC/58/2024-25 | 5,79,622.00 | 11,592.00 | 15(Fifteen)Days | Date :11/02/2025 Time : 15.00 Hrs |

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

**For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC**
**Sd/- Illegible**
**Executive Engineer,**
**Electrical Division,**
**Agartala Municipal Corporation**

**AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION**
**O/O THE EXECUTIVE ENGINEER (ELECTRICAL)**
**DURGACHOUMUHANI , TRIPURA (WEST)**
**NOTICE INVITING TENDER NO -60 (2024-25)**

Sealed Tender is invited by the Executive Engineer (Electrical Division), Agartala Municipal Corporation on behalf of The Honorable Mayor, Agartala Municipal Corporation from the resourceful Firms /Agencies/ suppliers and appropriate class of Electrical Enlistment registered with PWD/ TTAADC / MES /CPWD/ Railway / TSECL Other State PWD experienced in similar nature of job, for the following work :-

| Sl. No | Name of Work. | Estimated cost Earnest Money | Time for completion | Last Date of selling Last Date of receiving (up to 3.00 PM) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Providing permanent Electrical installation for 12 Nos EV Vehicle charging point at office of the Executive Engineer (Mech) and Barjala garage complex under Agartala Municipal Corporation. | Rs. 1,45,278.00 Rs 2,906.00 | 10(Ten) Days | 04-02-2025 06-02-2025 |

Details of work in the form of "Schedule of Work" and general / special terms & conditions can be seen in the office of the undersigned on any working day in between 10.00 A.M. to 5.00 P.M. up to 04-02-2025

**Sd/- (Er.SUJAY CHAUDHURY)**
**Executive Engineer (Electrical Division)**
**Agartala Municipal Corporation**

# বার্ধক্যজনিত চিকিৎসার জন্য প্রাকৃতিক চিকিৎসা ও যোগ শিবিরের আয়োজন

আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি: ভারত সরকারের আয়ুষ মন্ত্রণালয়, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ন্যাচারোপ্যাথি, সূর্য ফাউন্ডেশন, আন্তর্জাতিক ন্যাচারোপ্যাথি অর্গানাইজেশন যৌথ উদ্যোগেএবং আমবাসা পঞ্চায়েতি রাজ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের হল ঘরে বিশেষ প্রাকৃতিক চিকিৎসা ও যোগ শিবিরের আয়োজন করা হয়। বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার সমাধান, প্রাকৃতিক উপায়ে সুস্থ থাকার কৌশল এবং যোগব্যায়ামের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই ছিল এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য। এতে প্রায় ২০০ জন অংশগ্রহণ করেন। স্বাস্থ্যসচেতন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সী যোগ অনুশীলনকারী ও চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা এতে অংশ নেন। প্রাকৃতিক চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ জীবনধারার প্রতি মানুষের আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।এই বিশেষ আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আয়ুষ ও প্রাকৃতিক চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ডাঃ শব্বির কুমার দেববর্মা। তিনি প্রাকৃতিক উপায়ে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ত্রিপুরা ক্রীড়া পরিষদের যোগ ও প্রাকৃতিক চিকিৎসা প্রশিক্ষক শ্রী সুখেন দাসও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যোগব্যায়ামের বিভিন্ন কৌশল এবং দৈনন্দিন জীবনে এর উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এছাড়া আরও অনেক বিশিষ্ট চিকিৎসক ও প্রশিক্ষক শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেন।এই শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়, যার মধ্যে ছিল যোগব্যায়াম প্রশিক্ষণ শরীরকে সুস্থ ও নমনীয় রাখার জন্য বিভিন্ন যোগ কৌশল শেখানো হয়।প্রাকৃতিক চিকিৎসার ব্যবহার বিভিন্ন রোগের নিরাময়ে ভেষজ ও প্রাকৃতিক উপাদানের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।পুষ্টি ও খাদ্যাভ্যাস সঠিক খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে বার্ধক্যজনিত সমস্যা কমানোর উপায় শেখানো হয়। মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন ধ্যান ও প্রাণায়ামের মাধ্যমে মানসিক চাপ কমানোর কৌশল শেখানো হয়।বিশেষজ্ঞদের মতে, নিয়মিত যোগব্যায়াম ও প্রাকৃতিক চিকিৎসা গ্রহণের মাধ্যমে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব এবং দীর্ঘায়ু লাভ করা যায়। অংশগ্রহণকারীরা এই কর্মসূচিকে অত্যন্ত কার্যকরী বলে অভিহিত করেছেন এবং এরকম শিবির আরও আয়োজনের অনুরোধ করেছেন।জনগণের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা শিবিরটিতে অংশগ্রহণকারীরা আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। তারা মনে করেন, এ ধরনের কর্মসূচি সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।আয়োজক সংস্থাগুলোও এই সফলতার জন্য অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার আশ্বাস দিয়েছে। এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, "প্রাকৃতিক চিকিৎসা ও যোগব্যায়ামের মাধ্যমে সুস্থ জীবনধারা গড়ে তোলার বার্তা ছড়িয়ে দিতে আমরা নিয়মিত এমন শিবির আয়োজন করব এবং এটি আরও বিভিন্ন স্থানে সম্প্রসারিত হবে।"এই শিবিরের সফল আয়োজন স্বাস্থ্যসচেতন মানুষের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ভবিষ্যতে এমন আরও উদ্যোগ নেওয়া হলে, তা সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণে অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

## আটক এক

● আটের পাতার পর

থেকে গভীর জঙ্গল হয়ে পায়ে হেঁটে নিয়ে এসেছিল তার বাড়িতে এবং পরবর্তী সময় সেটা অন্যত্র বিক্রি করবে বলেও জানায়। তার বিরুদ্ধে ২/২৫ নম্বরে ও এনডিপিএস আইনের ২২(বি)/২৫/২৯ ধারায় মামলা দায়ের করে বৃহস্পতিবার তিন দিনের রিমান্ড চেয়ে ধর্মনগর জেলা আদালতে সোপর্দ করা হয় বলে জানান ওসি শ্রীসাহা।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# মাঘের শেষে বসন্তের আগমন, কৃষকদের ব্যস্ততা

আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি : মাঘের শীত বিদায় নিচ্ছে, আর বাতাসে বইছে বসন্তের আমেজ। গ্রামীণ জীবনে এক নতুন ছন্দ, যেখানে প্রকৃতি সেজে উঠছে নতুন রূপে। গাছ-গাছালি ভরে উঠেছে ফুলে, আর ক্ষেত-খামারে লেগেছে চাষীদের কর্মব্যস্ততা। আম গাছে ফুটছে মুকুল, ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথেই মাঠে শোনা যাচ্ছে ট্রাক্টরের আওয়াজ। বক পাখিরাও নেমে এসেছে মাঠে, খাদ্যের সন্ধানে।

এমনই এক চিত্র দেখা গেল কাঠালিয়া ব্লকের দক্ষিণ অঞ্চলের গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষি মাঠে। কাকরি নদী থেকে এলাই প্রজেক্টের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য অপারেটরদের তৎপরতাও চোখে পড়ার মতো।

৩১শে জানুয়ারি, সকাল ৭টায় দক্ষিণ এবং উত্তর মহেশপুর কৃষি মাঠে দেখা গেল এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। একদিকে কৃষকদের ব্যস্ততা, অন্যদিকে কিছু তরুণ ঘুড়ি নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

উত্তর মহেশপুরের কৃষি মাঠের সেচ ব্যবস্থার দায়িত্বে থাকা এলাই প্রজেক্টের অপারেটর জানান, বছরে ছয় মাস এই মাঠে কৃষকদের জলের প্রয়োজন হয়। তাই কৃষকদের বোরো ও আমন ধানের ফলন নিশ্চিত করতে তারা দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন।

উত্তর মহেশপুরের চাষী চন্দন মজুমদার জানান, বোরো ধানের চারা রোপণের কাজ শেষ, এখন শুধু সেগুলো বড় হওয়ার অপেক্ষা। আর সপ্তাহখানেকের মধ্যেই মাঠ সবুজে ভরে উঠবে, যা কৃষকদের জন্য আনন্দের বার্তা বয়ে আনবে। সেচের জল সরবরাহ ঠিক থাকলে কৃষকদের আর কোনো চিন্তা নেই, এমনটাই মনে করেন স্থানীয় কৃষকরা।

# শিশুর অধিকার ও সুরক্ষার বিষয়ে সচেতনতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত ধর্মনগরে

ধর্মনগর, ৩০ জানুয়ারি : ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা সরকারের স্কুল শিক্ষা বিভাগের সহযোগিতায় শিশুদের সুরক্ষা ও অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে "শিক্ষার অধিকার আইন, বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন এবং পকসো আইনের আওতায় শিশুর অভিযোগ প্রতিকার ও সুরক্ষা" বিষয়ক এক সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মসূচিটি ধর্মনগরের অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য স্মৃতিভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি অপর্ণা নাথ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক প্রাণ কৃষ্ণ পাল (চেয়ারম্যান, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি), জিনিয়াস দেববর্মা (ডিসিএম) সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও শপথ বাক্য পাঠের মধ্য দিয়ে। ধর্মনগর সরকারি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সুমধুর সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিবেশ আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানে শিক্ষা অধিকারী স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন এবং শিশু সুরক্ষার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেন। তিনি শিক্ষার অধিকার আইন, বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন এবং পকসো আইনের কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং শিশুদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান।

গৌতম কুমার শীল ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে দেওয়া বক্তব্যে শিশুদের সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন আইনি দিক ব্যাখ্যা করেন। তিনি শিশুদের নিজেদের অধিকারের পক্ষে সোচ্চার হওয়ার এবং কোনও সমস্যা হলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর জন্য উৎসাহিত করেন।

এই সচেতনতা কর্মসূচিটি শিশুদের অধিকার রক্ষা এবং তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে শিশুরা তাদের অধিকার সম্পর্কে জানতে পারবে এবং কোনও সমস্যা হলে তার প্রতিকার পেতে পারবে। ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন এবং স্কুল শিক্ষা বিভাগের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

এই ধরনের উদ্যোগ শিশুদের অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং সমাজকে আরও শিশু-বান্ধব করে তুলবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন অতিথিরা।

## গাঁজা

● আটের পাতার পর

পুরোপুরি ধ্বংস করা সম্ভব হয়েছে। কলমচৌড়া থানার ওসি নাড়ু গোপাল দেব বলেন, "সরকার নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার জন্য বদ্ধ পরিকর। আমরা গাঁজা চাষ বন্ধ এবং নেশা মুক্ত সমাজ গঠনের জন্য কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছি। তবে মানুষের সহযোগিতা ছাড়া এটি সম্ভব নয়।" তিনি সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কাছে সহযোগিতার আহ্বান জানান।

ত্রিপুরার বর্তমান সরকার গাঁজা ও নেশা বিরোধী পদক্ষেপে জোর দিলেও গাঁজা চাষ পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি। রাজ্যে ২০১৮ সালে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর গাঁজা চাষ কিছুটা হ্রাস পেলেও সম্প্রতি এটি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বিশেষ করে কমলনগর, গাটিগড়, সোনামুড়া ও কলমচৌড়া থানার এলাকাগুলোতে গাঁজা চাষের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পুলিশ জানায়, শুধুমাত্র আইনি ব্যবস্থা দিয়ে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সামাজিক সচেতনতা এবং মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়া সম্ভব হবে না। এই ধরনের অভিযান শুধুমাত্র অবৈধ গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে নয়, বরং যুব সমাজকে নেশার করাল গ্রাস থেকে বাঁচানোর প্রচেষ্টা। কলমচৌড়া এলাকার দুটি স্থানে অভিযান ত্রিপুরা পুলিশের একটি সফল পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান কলমচৌড়া থানার পুলিশ। এই দিন কলমচৌড়া থানার পুলিশ এই গাঁজা বাগান গুলি ধ্বংস করে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। এই গাঁজা বিরোধী অভিযানের ফলে গাঁজা চাষীদের মাথায় হাত।

## উদ্বোধন

● আটের পাতার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত অতিথি হিসাবে, সংস্কৃত অধ্যয়নে বেদের ভূমিকা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন, এই বিষয়ে জোর দিয়ে তিনি বলেছেন:

'বৈদিক ঐতিহ্য এবং সংস্কৃত ভাষা অবিচ্ছেদ্য। বৈদিক শিক্ষাকে শক্তিশালী করা সরাসরি সংস্কৃতের সংরক্ষণ ও প্রচারে অবদান রাখবে।'

প্রফেসর প্রভাত কুমার মহাপাত্র, কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক, একলব্য ক্যাম্পাস, ত্রিপুরা, উদ্বোধনী অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন এবং সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং উপস্থিতদের আন্তরিক স্বাগত জানান, বৈদিক অধ্যয়নের প্রচারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। ড. প্রকাশ রঞ্জন মিশ্র, সমন্বয়কারী, এবং ড. আশীষ মিশ্র, কো-অর্ডিনেটর, সেমিনারের উদ্দেশ্যগুলি তুলে ধরেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের রিসার্চ স্কলার এবং ফ্যাকাল্টি সদস্যরা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে বৈদিক জ্ঞানের কৌশলগত একীকরণ প্রক্রিয়ার উপর সন্দর্ভপত্র এই সেমিনারে আলোচিত হবে। ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরায় বেদের ভূমিকা এবং আধুনিক সমাজে তাদের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে গভীরভাবে উপলব্ধির জন্যে এই সেমিনারের গুরুত্ব অপরিসীম।

## মৃৎশিল্পীরা

● আটের পাতার পর

করছে। রাত পোহালেই সরস্বতী পূজা। মৃৎশিল্পীরা বিভিন্ন বিদ্যালয়, কলেজ ও বাড়ি ঘরে সরস্বতী পূজার জন্য সরস্বতী প্রতিমা বায়না ধরে প্রতিমা তৈরি করছেন। এব্যাপারে মৃৎশিল্পীরা প্রচন্ড ভাবে দিবারাত্র ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছে। কেননা বায়না ধরা প্রতিমা গুলি সময় মতো হস্তান্তর করতে হবে।কুমার পাড়ার মৃৎশিল্পী রনজিৎ রুদ্র পাল জানায়, প্রতিমা তৈরি করে তাদের সংসার। দীর্ঘ বছর যাবত এই প্রতিমা তৈরির কাজে যুক্ত। গত বছর তুলনায় এবার সরস্বতী পূজা অনেক কম। এবার প্রতিমা অর্ডার পেয়েছেন ৩০টি। গত বছর অর্ডার পেয়েছিলেন ৭০ থেকে ৮০টি। কেন এতো কম তিনি বুঝতে পারছেন না। তিনি বড় প্রতিমা গুলি সাড়ে ৪ হাজার টাকা থেকে সাড়ে ৩ হাজার টাকা নিচ্ছেন। ছোট প্রতিমা গুলি ১৫ শো টাকা থেকে ১২ শো টাকা মূল্য নিচ্ছেন।

# বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশের উদ্যোগে সড়ক সুরক্ষা সপ্তাহ উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ৩০ জানুয়ারি:বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশের উদ্যোগে সড়ক সুরক্ষা সপ্তাহ উদযাপন করা হয় বৃহস্পতিবার। বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশের উদ্যোগে সড়ক সুরক্ষা সপ্তাহ উদযাপন করা হয়। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ সব্জি বাজার ল্যাংমা হাঁটিতে সড়ক সুরক্ষা সপ্তাহ উদযাপন করা হয়। ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসকে সড়ক সুরক্ষা মাস হিসাবে ধরে নিয়ে উদযাপন করা হয় এই সড়ক সুরক্ষা সপ্তাহ। বিশ্রামগঞ্জ বাজারের বুক চিরে একদিকে চলে গিয়েছে ৮ নং জাতীয় সড়ক, অপর দিকে চলে গিয়েছে মেলাঘর-সোনামুড়া সড়ক। মূলত জাতীয় সড়ক সহ অন্যান্য সড়কগুলোতে ছোট বড় যানবাহন চালক এবং বাইক চালকদের সচেতন করার লক্ষ্যেই আয়োজন করা হয় এই সড়ক সুরক্ষা সপ্তাহের। বিশ্রামগঞ্জ থানা এলাকায় প্রতিনিয়ত যান দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে শিশু থেকে বৃদ্ধ বাইক চালক,ছোট বড় যানবাহন চালকদের। কেউ কেউ আবার যান দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে।পরিবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সবাইকে সতর্ক করার লক্ষ্যেই উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বলে জানান বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি সুবিমল দেবনাথ।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা পরিবহন দপ্তর অফিসের সিনিয়র মোটর ভেহিকেল ইন্সপেক্টর সুব্রত দেববর্মা এবং বিশ্রামগঞ্জ ল্যাংমাহাটি সোসাইটির প্রেসিডেন্ট কানুরাজ দেববর্মা।বিশ্রামগঞ্জ থানা পুলিশের উদ্যোগে আয়োজিত সড়ক সুরক্ষা সপ্তাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাজার ব্যবসায়ী সহ পথচারী, ও এলাকাবাসী। সকলকে যানবাহন চলাচলে সতর্কতা অবলম্বন করার আহ্বান জানিয়েছেন ওসি সুবিমল দেবনাথ।

# পক্ষকালব্যাপী কুষ্ঠ সচেতনতা অভিযান শুরু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩০জানুয়ারি:** দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় কুষ্ঠরোগ নির্মূলের লক্ষ্যে এক পক্ষকাল ব্যাপী কুষ্ঠ সচেতনতা অভিযান শুরু হলো আজ থেকে। এই অভিযান চলবে ১৩ই ফেব্রুয়ারি ২৫ ইং পর্যন্ত। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে এগারোটায় বিলোনিয়ায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ের কক্ষে কুষ্ঠ সচেতনতা অভিযানের জেলা স্তরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি তপন দেবনাথ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য স্থায়ী কমিটির সভাপতি শম্ভু মানিক, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জ্যোতির্ময় দাস, ডিস্ট্রিক্ট নোডাল অফিসার (গুঞ্জকঞ্জ) ডাঃ মণীশ চৌধুরী, জেলা ইমিউনাইজেশন অফিসার ডাঃ বিতান সেনগুপ্ত সহ অন্যান্য অতিথিগন। এছাড়াও বিভিন্ন হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মী, আশা দিদি ও আশা ফ্যাসিলিটেটররা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জ্যোতির্ময় দাস স্বাগত ভাষণে উপস্থিত সমস্ত অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি কুষ্ঠ রোগ শনাক্তকরণে স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্পূর্ণ উদ্যোগী হওয়ার জন্য আহ্বান জানান, এই দিনের আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিগন কুষ্ঠ রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি সহ নির্ভীক ভাবে এর চিকিৎসা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে বিশেষ আদেশ প্রদান করা হয়।

# ২৪ হাজারেরও বেশি গাঁজা গাছ ধ্বংস করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,৩০ জানুয়ারি:গাঁজা বাগান ধ্বংস করলো রাজনগর পিআর বাড়ি থানার পুলিশ। এবার অভিযান চালালো পিআর বাড়ি থানার অন্তর্গত ওয়াংছড়া এলাকার বনদপ্তরের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার ভোর পাঁচটা থেকে বেলা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত বিলোনিয়া মহকুমার পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাসের নেতৃত্বে অভিযান চালায় পুলিশ,নবম ব্যাটেলিয়ান টিএসআর। ৪৩ নং সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ও বনদপ্তরের কর্মীরা। এছাড়া এই অভিযানে ছিলেন রাজনগর পিআর বাড়ি থানার ওসি রতন রবি দাস , ৪৩ নং বিএসএফ এর জওয়ানরা, তৃষ্ণা অভয়ারণ্যের সহকারী বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন সুকান্ত সরকার সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসার।

অভিযানে ওয়াংছড়া গভীর জঙ্গলে পাঁচ একর সংরক্ষিত বনভূমিতে গাঁজা বাগানের সন্ধান পেয়ে বাগান কেটে আগুন লাগিয়ে দিয়ে ধ্বংস করে গাঁজা বাগান। সাত নম্বর প্লটে প্রায় ২৪৫০০ পরিপক্ক গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়। পুলিশ গাঁজা বাগানের মালিকের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে। এই ধরনের অভিযান আগামী দিনেও জারি থাকবে বলে জানান রাজনগর পিআর বাড়ি থানার ওসি রতন রবি দাস।

বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর ব্লকের পিআরবাড়ি থানার অধীন বিভিন্ন জায়গায় খাস হোক সংরক্ষিত বনভুমি হোক আর জোত ভুমি হোক মানুষ এখন গাঁজা চাষে ব্যাস্ত পুলিশ প্রশাসন বার বার অভিযান চালিয়ে গাঁজা বাগান ধ্বংস করে শেষ করতে পারছে না।

# জায়গা সংক্রান্ত বিষয়ে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে বাড়ি ভাঙচুর, হামলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি:** পূর্বের শত্রুতা জেরে এবং জায়গা সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে দিনদুপুরে মহিলার বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। ওই ঘটনায় কুমারঘাট রেল স্টেশন এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, কুমারঘাট থানাধীন কুমারঘাট রেলওয়ে স্টেশন চৌমুহনী এলাকার বাসিন্দা মৌয়া ভট্টাচার্য্যের পরিবার ও প্রতিবেশী সজল দেব ও বঙ্গ দেবের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিবাদ তৈরী হয়েছিল। আজ সকালে মধ্যে মোয়া ভট্টাচার্য্যের বাড়ির জায়গা দখল নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

এবিষয়ে মোয়া ভট্টাচার্য্য সজল দেব এবং বঙ্গ দেবের পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন বলেন, মোয়া ভট্টাচার্য্যের বাড়িতে আক্রমণ করতে আসেন প্রতিবেশীর দুই পরিবারের সদস্যরা মিলে। তার বাড়ির সামনে বাউন্ডারির জায়গাটি পুরোপুরি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, তার বাড়ির সামনে দোকান ঘরটি ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে। পরবর্তী সময়ে প্রতিবেশী সজল এবং দেবের বিরুদ্ধে কুমারঘাট থানায় মামলা করেন। ওই ঘটনা নিয়ে মোয়া ভট্টাচার্য্য পুলিশ প্রশাসন, স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সহযোগিতা চেয়েছেন।

## মৎসজীবি

● আটের পাতার পর

সব মাছ মরে জলে ভাসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এই সংবাদ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সহ এলাকাবাসীরা লেইকের পাড়ে ছুটে আসে।পুকুরের দৃশ্য দেখে সবাই হতবাক হয়ে পড়ে। এই নাশকতা মূল ক ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয়। দুষ্কৃতি কারীদের খুঁজে বের করা দাবি করা হয়। নিশি কান্ত দাস জানায় এলাকায় ব্যক্তিগত ভাবে তার সাথে কোন ব্যক্তির বিবাদ নেই। মৎস্যজীবী নিশিকান্ত দাস ও এই ঘটনায় হতভাগ হয়ে পড়েন। মৎস্য দপ্তর ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবীর পাশে দাঁড়াক এই দাবি করছে এলাকাবাসী।

## কমিশনের চেয়ারম্যান

● প্রথম পাতার পর

করেনি। তিনি বলেন, পূর্ববর্তী সমস্ত কমিশন কিছু ন্যায্যতার উপর জোর দেওয়ার চেষ্টা করেছে যাতে প্রতিটি রাজ্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের মতো একই স্তরের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষেবা প্রদান করতে সক্ষম হয়। তিনি জানান, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় করের ৪১ শতাংশ অর্থ রাজ্যগুলিকে দেওয়া হচ্ছে এবং ৫৯ শতাংশ অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার নিজের হাতে রাখছে। এবার অধিকাংশ রাজ্য রাজ্যকে দেওয়া কেন্দ্রীয় করের পরিমাণ ৪১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করার দাবি জানিয়েছে। আজ ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকেও এই পরিমাণ ৪১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৫০ শতাংশ করার দাবি জানানো হয়েছে।

এদিন তিনি আরো বলেন, ত্রিপুরা সফরকালে অর্থ কমিশন আগরতলার একটি গ্রাম পঞ্চায়েত পরিদর্শন করে। ওই পঞ্চায়েতের অধীনে বসবাসকারীদের সাথে কথা বলেন। তাঁরা অর্থ কমিশনের নিকট দুর্যোগ মোকাবিলায় ত্রাণের সুপারিশ করা হয়েছে। গত বছর ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছিল ত্রিপুরা। যার ফলে ৩৮ জন মারা গিয়েছিল এবং ১.৭ লক্ষেরও বেশি মানুষ তাদের বাড়িঘর থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছিল।

এদিন ১৬তম অর্থ কমিশনের সুপারিশে উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির জন্য কোনও বিশেষ কোটা অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা জানতে চাইলে, পানাগড়িয়া বলেন যে পাহাড়ি ভূখণ্ডের কারণে এই অঞ্চলে পরিষেবার খরচ বেশি। যেমন হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডেও খরচ বেশি। এক অর্থে বলা যায়, রাজ্যগুলির জন্য দুটি মানদণ্ড অনুকূলভাবে কাজ করেছে তা হল বন। সাধারণত, উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে বন ঘন থাকে এবং অতীতে এটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এটি এমন একটি মানদণ্ড যা কিছু সুবিধা প্রদান করে। এছাড়াও, এলাকা অনুসারে, এই রাজ্যগুলি ছোট। ত্রিপুরা দেশের ভৌগোলিক এলাকার প্রায় ০.৫-০.৭ শতাংশ নিয়ে গঠিত। তাই, এই জাতীয় সমস্ত রাজ্যের জন্য আমরা সরাসরি ২ শতাংশ এলাকা নির্ধারণ করি। স্বাভাবিকভাবেই, সমতল অঞ্চলের রাজ্যগুলির তুলনায় উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে মাথাপিছু বিচ্যুতি বেশ বেশি।

## উদ্যোগ

● প্রথম পাতার পর

রক্তদানের মতোই দেহ দান ও অঙ্গ প্রতিস্থাপনে ত্রিপুরা যাতে এগিয়ে যায় তার জন্য মানুষের সহযোগিতা দরকার। ব্রেন ডেথের পর মৃত ব্যক্তির হার্ট ও কিছু অঙ্গ সচল থাকে যেগুলোকে প্রতিস্থাপন করা যায়। ব্রেন ডেথ পর অঙ্গ প্রতিস্থাপন করতে কিছু আইনি পরামর্শ ও পারিবারিক প্রেরণা একান্ত প্রয়োজন।

সাংবাদিক সম্মেলনে এইমস-এর নিউরো সার্জারি বিভাগের প্রফেসর (ডা.) দীপক গুপ্তা বলেন, ব্রেন ডেথের পর অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে একটি ব্রেন ডেথ কমিটি গঠন করতে হয় এবং চারজন চিকিৎসক দ্বারা ব্রেন ডেথ এর শংসাপত্র প্রদান করতে হয়। কোন ব্যক্তির ব্রেন ডেথ এরপর হার্টবিট চলতে থাকলে, ওই ব্যক্তির হার্ট দান করা যায়। মোহন ফাউন্ডেশন-এর এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর পল্লবী কুমার বলেন, অঙ্গ প্রতিস্থাপন ও অঙ্গদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো সাথে সাথে প্রশিক্ষিত ব্যক্তিকে দিয়ে ফ্যামিলি মোটিভেশন করতে হবে। এই ব্যাপারে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও যুব সম্প্রদায় এবং লায়ন্স ক্লাব, রোটারি ক্লাবকেও এই বিষয়ে সচেতনতায় মুখ্য ভূমিকা নিতে হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর (ডা.) অনুপ কুমার সাহা বলেন, অঙ্গদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অঙ্গ প্রতিস্থাপনে আমরা যাতে খুবই দ্রুত এগিয়ে যেতে পারি তার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে ও সচেতন করতে হবে। এই ব্যাপারে তিনি মোহন ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানান। তাদের সহায়তায় আমাদের রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর (ডা.) অনুপ কুমার সাহা, নয়াদিল্লিস্থিত এইমস-এর নিউরো সার্জারি বিভাগের প্রফেসর (ডা.) দীপক গুপ্তা, মোহন ফাউন্ডেশন-এর এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর পল্লবী কুমার, ডেপুটি মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ও জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডা. কনক চৌধুরী, ডেপুটি মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডা. মনিরুল ইসলাম, ডেপুটি মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডা. অভিজিৎ সরকার, ডেপুটি ডাইরেক্টর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গিডিয়ান মলসম, ডেপুটি মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডা. বিকাশ দেববর্মা সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ।

## মহিলার চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

বলছেন তিনি এই বিষয়ে কিছুই জানেন না। অসহায় ওই মহিলার সাথে জড়িত এই ঘটনা নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ।

এই ঘটনায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গ্রাহকের অজান্তে কীভাবে টাকা তোলা হল, সে বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। অনিমা দেবনাথ এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে থানায় অভিযোগ করবেন বলে জানিয়েছেন।

## হুমকি

● প্রথম পাতার পর

টি এস আর জওয়ান সহ তিপ্রা মথা দলের বিধায়ক মানব দেববর্মা, প্রাক্তন বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। গোটা এলাকায় ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেখা দেয় তীব্র উত্তেজনা।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহার কাছে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবী জানিয়ে প্রাণে বাঁচার আর্তনাদ করেন মহিলা ঠিকাদার সরস্বতী লোধ।জানাযায় গোলাঘাটি বুড়িমা নদীর পাড় ভোল্ডার দিয়ে বাধের কাজের ঠিকাদারি পায় মহিলা ঠিকাদার সরস্বতী লোধ। এলাকার কৃষকদের কাছ থেকে জমি নিয়ে কাজ শুরু করেন বিজেপি নেত্রী মহিলা ঠিকেদার। কিন্তু কাজ ভালোভাবে শুরু করার আগেই শরিক দল তিপ্রা মথা দলের একসঙ্গে ৭০ থেকে ৮০ জন কর্মীরা মুখে কালো কাপড় বেঁধে বুধবার দুপুরে মহিলা ঠিকাদার বিজেপির নেত্রীকে প্রাণে মারার চেষ্টা করেন, এমনই অভিযোগ মহিলার। এদিকে এলাকার তিপরা মথা বিধায়ক মানব দেববর্মা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। প্রাক্তন বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা জানান রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন শরিক দলের কর্মীরা। তাদের আইনগত সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

## চাকরি প্রার্থীরা

● প্রথম পাতার পর

এসটিজিটি পরীক্ষায় বসেছিল। সে সময় শূন্য পদ ছিল ২৩০টি। বর্তমানে তারা জানতে পারে সাতশোর মত শূন্য পদে রাজ্য সরকার নিয়োগ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরীক্ষায় বসা সকলকে একসঙ্গে নিয়োগের দাবিতেই আজ তারা বিক্ষোভে সামিল হয়েছে।

## বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

বেরিয়ে এসেছে। যখন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহার নেতৃত্বে রাজ্যে উন্নয়নের দিশায় এগিয়ে যাচ্ছে। তখনই জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য গতকাল সিপিআইএম প্রকাশ্য জনসমাবেশ করেছে। কারণ, তাঁরা রাজ্যের উন্নয়ন সহ্য হচ্ছে না। তাঁদের লক্ষ্যই হচ্ছে ত্রিপুরায় অরাজকতা তৈরী করা। কিন্তু বিজেপি সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সবকা সাথ, সবকা বিকাশ নীতিকে সামনে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে।

তাঁর দাবি, বিগত দিনে সিপিআইএম ত্রিপুরায় নৈরাজ্যে পরিণত করেছিল। আজ সেই নৈরাজ্যের বাতাবরণ থেকে বিজেপি সরকার কাটিয়ে উঠেছে সেটা সহ্য হচ্ছে না তাঁদের।

## প্রচুর বই

● প্রথম পাতার পর

গুয়াহাটির রিজিওনাল সেন্টারের যৌথ প্রতিনিধি দল আগরতলা শহরের ওরিয়েন্ট চৌমুহনী ও জয়নগর সংলগ্ন দুটি বইয়ের দোকানে অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে দুটি দোকানেই প্রচুর পরিমাণে বেআইনি পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যায়।

এদিন তিনি আরও বলেন,এনসিআরটির বই অন্য কোথা থেকে নিম্নমানের কোয়ালিটিতে ছাপিয়ে এনে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিক্রি করছিল এই দুটি দোকান। বেশ কিছু বই বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ।

# বাধারঘাটস্থিত ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বৃহস্পতিবার বাধারঘাটের ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে আবাসিক ছাত্র ছাত্রীদের সচেতনতা শিবির তথা গ্রুপ কাউন্সেলিং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ করে বয়ঃসন্ধী কালে কিশোর কিশোরীরা অবাচেতন মনে যে ভুল ত্রুটি করে থাকে তার জন্য তাদের সঠিক পথে চলার জন্যে এই কর্মশালার আয়োজন। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের মিলনায়তনে শিশু অধিকার সুরক্ষার জন্য ত্রিপুরা কমিশনের উদ্যোগে এই কর্মশালা।

সমবেত ন্ট্রে জাতীয় সংগীত উচ্চারণের মধ্য দিয়ে কর্মশালার সূচনা হয়। শুরুতে স্বাগত ভাষান দেন বিদ্যালয় প্রধান তথা সহকারী অধিকর্তা ডঃ ভারতী নিগম। এর পর শিশু অধিকার সুরক্ষার জন্য ত্রিপুরা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা সকলের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। স্নায়ু সাইকিয়াট্রিস্ট ডঃ কৌশিক নন্দী নেশার বিরুদ্ধে ও অবসাদ গ্রস্থ হলে কি করা উচিত বিশদ আলোচনা করেন।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনো বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ অঞ্জনা ভট্টাচার্য্য ছেলে মেয়েদের মনের সাথে আরও কিছু বিশদ আলোচনা করেন। সবশেষে সংস্থার সদস্য সচিব স্বপন দাস তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে এই কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকারা এই কর্মশালায় যোগ দেন। ১০ ফেব্রুয়ারি পানিসাগর স্পোর্টস স্কুলেও একই রকম কর্মশালার আয়োজন করা হবে।কর্মশালা পরিচালনায় ছিলেন স্কুলের শারীর শিক্ষক প্রনব অখণ্ড। এই কর্মশালায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা বীনা মগ।

# রঞ্জি : শরথের হাত ধরে বড় স্কোর গড়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছে ত্রিপুরা

## ত্রিপুরা - ২৩০/৫

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বড় স্কোর গড়ার পথে ত্রিপুরা। রাজ্যদলকে বড় স্কোর গড়ার দিকে নিয়ে যাচ্ছে উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান তথা পেশাদার ক্রিকেটার এস শরৎ। দিনের শেষে ৬৬ রান করে রয়েছেন অপরাজিত। শরতের দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রথম দিনের শেষে ত্রিপুরা ৫ উইকেট হারিয়ে ২৩০ রান করে। রণজি ট্রফি ক্রিকেটে। সোলাপুরের ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরাকে চালকের আসনে থাকতে হলে স্কোরবোর্ড আরও বড় করতে হবে। দ্বিতীয় দিনেও দায়িত্ব নিয়ে ব্যাট করতে হবে শরৎ এবং রজত দে-দের।

ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে বৃহস্পতিবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই ঠান্ডা মাথায় ব্যাট করতে থাকেন দুই ওপেনার বিক্রম কুমার দাস এবং তেজস্বী জশোয়াল। ওপেনিং জুটিতে দুজন ১১৮ বল খেলে ৬৮ রান যোগ করেন। তেজস্বী ৫১ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ রান করে আউট হওয়ার পর ফর্মে থাকা শ্রাদাম পাল (১) দ্রুত প্যাভেলিয়নে ফেরেন। বিক্রম ৭৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৯ রান করেন। ওই অবস্থায় দলনায়ক মন্দীপ সিংয়ের সঙ্গে রুখে দাঁড়ান অভিষেক হওয়া ইরয়াজ উদ্দিন। মন্দীপ ৫৪ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩ রান করেন। পঞ্চম উইকেটে রিয়াজ এবং উইকেটরক্ষক শরৎ ২৩১ বল খেলে ৮২ রান যোগ করে ত্রিপুরাকে বড় স্কোর গড়ার দিকে নিয়ে যান। রিয়াজ ১৭৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ রান করেন। ১৮৮ রানে ৫ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর শরতের সঙ্গে রুখে দাড়ান রজত দে। ওই জুটি কড়া প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। শেষ পর্যন্ত প্রথম দিনের শেষে ত্রিপুরা ৯০ ওভার ব্যাট করে ৫ উইকেট হারিয়ে ২৩০ রান করে। শরৎ ১৩৬ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৬ রানে এবং রজত ৪৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রানে অপরাজিত থেকে যান। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৪ রান। মহারাষ্ট্রের পক্ষে এইচ এ ওয়ালুনজ ৫৯ রানে ৩টি উইকেট দখল করেন।

# চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য এখনও তৈরি নয় পাকিস্তান, বাধ্য হয়ে সরলেন আইসিসির সিইও ?

২০২১ সাল থেকে আইসিসির সিইও পদে ছিলেন জিওফ অ্যালার্ডিস। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগেই সরে গেলেন তিনি। মনে করা হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজনে পাকিস্তান যে এখনও তৈরি হতে পারেনি, সেই কারণেই অ্যালার্ডিসকে সরে যেতে হল।

২০১২ সালে আইসিসির জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার অ্যালার্ডিস। ২০২১ সালের নভেম্বরে সিইও পদে বসেন। তিনি যদিও নিজে থেকেই সরে গিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। অ্যালার্ডিস বলেন, "আইসিসির সিইও পদ সামলানোর দায়িত্ব পাওয়াটা সত্যিই বড় ব্যাপার। ক্রিকেটের প্রসারের জন্য যা করেছি, তাতে আমি খুশি। আমার মনে হয় এটাই সেরা সময় আমার সরে যাওয়ার। নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে চাই।"

অ্যালার্ডিসের সরে যাওয়ার কারণ হিসাবে আইসিসি কোনও কারণ দেখায়নি। কিন্তু একটি সূত্রে জানা গিয়েছে যে, আমেরিকায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সাফল্য পায়নি। সেই সঙ্গে আইসিসির প্রচুর বাড়তি খরচ হয়েছিল, ওই বিশ্বকাপ আয়োজনে। তবে সবচেয়ে বড় কারণ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনে পাকিস্তান যে সময়ের মধ্যে তৈরি হতে পারবে না, সেটা আন্দাজ করতে না পারা।

১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। নিরাপত্তার কারণে ভারত নিজেদের সব ম্যাচ খেলবে দুবাইয়ে। কিন্তু বাকি সব ম্যাচ হবে পাকিস্তানের করাচি, লাহোর এবং রাওয়ালপিণ্ডিতে। এই তিন জায়গার মাঠ এখনও পুরোপুরি তৈরি হয়নি। সংস্কারের কাজ চলছে। যা অনেক আগেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এখনও বোঝা যাচ্ছে না আদৌ করাচি এবং রাওয়ালপিণ্ডির মাঠ সময়ের আগে তৈরি হবে কি না। প্রথম ম্যাচ করাচিতেই।

আইসিসির চেয়ারম্যান জয় শাহ যদিও অ্যালার্ডিসের প্রশংসাই করেছেন। তিনি বলেন, "আইসিসির তরফে অ্যালার্ডিসকে ধন্যবাদ। তাঁর পরিশ্রম ক্রিকেটকে সারা বিশ্বে পৌঁছে দিয়েছে। অ্যালার্ডিসকে ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা জানাই।" অ্যালার্ডিসের জায়গায় কে আইসিসির সিইও হবেন তা এখনও জানানো হয়নি। দৌড়ে রয়েছেন ক্রিস টেটলি, অ্যালেক্স মার্শাল এবং ক্লেয়ার ফারলং।

# ব্যাটিং ব্যর্থতা মেনেও ইংল্যান্ডের স্পিনারকে কৃতিত্ব দিলেন সূর্যকুমার

ইংল্যান্ডের কাছে রাজকোটে হার থেকে শিক্ষা নিতে চান ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। মঙ্গলবার ম্যাচের পর সূর্যকুমার মেনে নিলেন ব্যাটিং ব্যর্থতার জন্যই হারতে হয়েছে। মেনে নিয়েছেন ইনিংসের মাঝের ওভারগুলিতে রান তোলার গতি ধরে রাখতে পারেননি তাঁরা। হারের হতাশার মধ্যে বরুণ চক্রবর্তীর প্রশংসা করতে অবশ্য ভোলেননি ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক।

ব্যাটিং ব্যর্থতার পাশাপাশি হারের জন্য রাজকোটের শিশিরকেও দুষেছেন সূর্যকুমার। ম্যাচের পর তিনি বলেন, "শিশিরের জন্য আমাদের কাজটা কঠিন হয়ে গিয়েছিল। তবে হার্দিক পাণ্ড্য এবং অক্ষর পটেল ব্যাট করার সময় ২৪ বলে ৫৫ রান দরকার ছিল। তখনও আশা ছিল। কিন্তু হল না। আদিল রশিদকে কৃতিত্ব দিতে হবে। আমাদের ধারাবাহিক ভাবে রান তোলার পরিকল্পনা ওর জন্যই সম্ভব হয়নি। ও বিশ্বমানের বোলার। আসলে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে সব সময়ই কিছু না কিছু শেখা যায়।"

সূর্যকুমার মেনে নিয়েছেন তাঁদের শেষ দিকের বোলিংও প্রত্যাশা মতো হয়নি। তিনি বলেছেন, "১২৭ রানে ৮ উইকেট পড়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ডের। তার পরেও ওদের ১৭০ রানের বেশি করতে দেওয়া উচিত হয়নি আমাদের। বেশ কিছু বিষয় নিয়ে ভাবা দরকার।"

এক বছরের বেশি সময় পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে নামা মহম্মদ শামির পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট সূর্যকুমার। তিনি বলেন, "শামি বেশ ভালই বল করল। ওকে আবার এ ভাবে বল করতে দেখে ভাল লাগল। বরুণের কথাও বলতে হবে। খুব পরিশ্রমী ছেলে। শৃঙ্খলা মেনে চলে। এই সাফল্য ওর পরিশ্রমের ফল। বরুণের এমন পারফরম্যান্সের পরও ম্যাচের শেষটা ভাল হল না। এটা হতাশার।"

সূর্যকুমারের ব্যাটিং নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তিনটি ম্যাচের একটিও রান পেলেন না। তবে তিনি আত্মবিশ্বাসী। আশা করছেন, পরের ম্যাচে রান পাবেন। দলকে সাহায্য করতে পারবেন।

# রেকর্ড গড়ে সতীর্থদের 'দায়িত্ব' নেওয়ার ডাক বরুণের

১৪ মাস পর জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন হল মহম্মদ শামির। সেটা যে খুব সুখের হল তা বলা যাবে না। ছন্দের অভাব চোখে পড়ছিল। এটাও বোঝা যাচ্ছিল যে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন ফর্মে ফেরার। ঠিক অন্য ছবি বরুণ চক্রবর্তীর বোলিংয়ে। যাতে হাত দিচ্ছেন, তাতেই সোনা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৫ উইকেট তুলে ম্যাচের সেরা হলেন তিনি। যদিও ম্যাচ জেতা হল না ভারতের।

ম্যাচের পর সূর্যকুমার যাদব আরও ভালো বোলিং চাইলেন শামির থেকে। ভারতের অধিনায়ক নিজে যদিও ফর্মে নেই। প্রশ্ন উঠবে ব্যাটিং অর্ডার নিয়েও। তার মধ্যেই শামিকে নিয়ে তাঁর বক্তব্য, "আমি নিশ্চিত শামি আরও ভালো বোলিং করবে।" ৩ ওভারে ২৫ রান দিয়েছেন শামি। কোনও উইকেট পাননি। যদিও সূর্য মনে করছেন, ইংল্যান্ডের আদিল রশিদ ভারতের থেকে ম্যাচ ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

একই বক্তব্য ম্যাচের সেরা বরুণের। ২৪ রান দিয়ে ৫ উইকেট তুলে নিয়েছেন তিনি। যদিও ২৬ রানে ম্যাচ হারে ভারত। বরুণ বলছেন, "খুব খারাপ লাগছে এই ম্যাচ জিততে পারলাম না। কিন্তু এটাই ক্রিকেট। কিন্তু যখন তুমি দেশের হয়ে খেলছ, তখন আরও দায়িত্ববান হতে হবে।" আর নিজের বোলিং নিয়ে বরুণ বলছেন, "আমি ফ্লিপার নিয়ে কাজ করছি। সেটা ঠিকঠাক হয়েছে। এই পর্যায়ে এটাই হয়তো আমার সেরা বোলিং। কিন্তু আমি এর চেয়েও ভালো বল করতে পারি।"

সেই সঙ্গে রেকর্ডও গড়লেন বরুণ। এই নিয়ে টি-টোয়েন্টিতে দুবার তিনি পাঁচ উইকেট নিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে তৃতীয় স্পিনার হিসেবে এই নজির গড়লেন তিনি। অন্যদিকে এই সিরিজে ১০টি উইকেট হয়ে গেল তাঁর। ভারত বনাম ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি সিরিজে এই প্রথম কোনও বোলার ১০ উইকেট নিলেন।

# ৩ দিনব্যাপী রাজ্য ভলিবল প্রতিযোগিতা শুরু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। তিন দিনব্যাপী রাজ্য ভলিবল প্রতিযোগিতা শুরু আগামীকাল, শুক্রবার থেকে। প্রয়াত কৃষ্ণ সাহা এবং মিলন রানী সাহা স্মৃতি ভলিবল আসর হবে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের সামনের ভলিবল মাঠে। তিনদিন ব্যাপী প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন ক্রীড়া মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। আজ বিকেল পাঁচটায়। এছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন অর্থমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়, মেয়র দীপক মজুমদার, পশ্চিম জেলার সভাধিপতি বলাই গোস্বামী এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অসীম ভট্টাচার্য্য। পুরুষ ও মহিলাদের ওই আসর চলবে ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আসর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে যাবতীয় উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সংস্থার কর্তারা। শনিবার সকালেই বিভিন্ন জেলার খেলোয়াররা চলে আসবে শহরে।

# সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটের চার মাঠে চারটি ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। একদিন বন্ধ থাকার পর আগামীকাল (শুক্রবার) হবে চারটি ম্যাচ। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে। মোহনপুরে তালতলা মাঠে জি বি প্লে সেন্টার খেলবে দশমীঘাট প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে, ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে জুয়েলস কোচিং সেন্টার খেলবে মডার্ন ক্রিকেট একাডেমির বিরুদ্ধে, নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে এ ডি নগর খেলবে পোলস্টারের বিরুদ্ধে এবং নীপকো মাঠে তরুণ সংঘ খেলবে দুর্বল বাধারঘাট কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে। ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে শুক্রবার মাঠে নামবে জিবি প্লে সেন্টার এবং জুয়েলার্স কোচিং সেন্টার। অপরদিকে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে মাঠে নামবে এডি নগর প্লে সেন্টার। ৮ দলই বৃহস্পতিবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়।

# আন্তর্জাতিক কিক বক্সিংয়ে অংশ নিতে রাজ্য দলের আজ দিল্লি রওয়ানা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। চতুর্থ ওয়াকো ইন্ডিয়া জাতীয় আন্তর্জাতিক কিক বক্সিং প্রতিযোগিতা শুরু ১ ফেব্রুয়ারি। চলবে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

ওই আসরে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ১১ সদস্যক কিক বক্সিং টিম ভারতীয় দলে অংশ নিতে যাচেছ।অংশগ্রহণকাবী খেলোয়াড়রা হল:-বিরাজ ব্যাংকপ্রিয়াংশি সোম বিশ্বশ্রী দাস, সমুদ্রিকা সূত্রধরসুজিত শীলকাসনি করমোনালিসা বিশ্বাস, প্রিয়া সাহা সুহাং দেবনাথএবং মৃন্ময়ী সূত্রধরবাপন চক্রবর্তী(টিম কোচ কাম ম্যানেজার)।শুক্রবার দুপুরে বিমানে আগরতলা থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হবে। ত্রিপুরা কিকবক্সিং অ্যাসোসিয়েশন-এর তরফ থেকে অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যদের প্রতি শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়েছেন টিম কোঅর্ডিনেটর দেবজিৎ দে।

# সমস্যা বাড়ল দক্ষিণ আফ্রিকার

দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি লিগ খেলতে গিয়ে চোট পেলেন ডেভিড মিলার। এত দিন চোটের কারণে খেলতে পারছিলেন না লুঙ্গি এনগিডি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে এ বার চোট পেলেন মিলারও।

পার্ল রয়্যালসের অধিনায়ক মিলার। সেই দলের হয়ে ফিল্ডিং করার সময় চোট পেলেন তিনি। ডারবান সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল তাঁদের।

# বিলোনিয়ায় অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে আকবরের শতরানে জয়ী বিদ্যাপীঠ কোচিং সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বড় ব্যবধানে জয় পেলো বিদ্যাপীঠ কোচিং সেন্টার। দলকে বড় ব্যবধানে জয় এনে দিতে ব্যাট হাতে দুরন্ত ছিল আকবর হোসেন। করে ঝড়ো শতরান।

মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে। বৃহস্পতিবার নর্থ বিলোনিয়া স্কুল মাঠ অনুষ্ঠিত ম্যাচে বিদ্যাপীঠ কোচিং সেন্টার ২২৫ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে আমজাদ নগর প্লে সেন্টারকে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করতে নেমে বিদ্যাপীঠ কোচিং সেন্টার ৩০৮ রান করে। দলের পক্ষে আকবর হোসেন ৮৫ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০১, দীপ্তনু পাল ৮১ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৪, তুহিন সাহা ৪২ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬ এবং রিমন সরকার ২৬ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ রান করে। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ৪৪ রান। আমজাদ নগর প্লে সেন্টারের পক্ষে আকাশ হোসেন ৭১ রানের ছয়টি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে বিশাল রানের নিচে চাপা পড়ে যায় আমজাদ নগর প্লে সেন্টার।

দল মাত্র ৮৩ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে আকাশ মিয়া ৪৫ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৪ রান। বিদ্যাপীঠ কোচিং সেন্টারের পক্ষে আকবর হোসেন ৮ রানে এবং দেবজিৎ ভৌমিক ২৭ রানে তিনটি করে উইকেট দখল করে।

# ব্যাট হাতে ইতিহাস ভারতের তৃষার

মহিলাদের অনূর্ধ-১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইতিহাস ভারতের গোঙ্গাদি তৃষার। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে শতরান করলেন ওপেনিং ব্যাটার। তাঁর ৫৯ বলে ১১০ রানের অপরাজিত ইনিংসের সুবাদে সুপার সিক্স পর্বের ম্যাচে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জয় পেল ভারত।

প্রথমে ব্যাট করে ১ উইকেটে ২০৮ রান তোলে ভারতের অনূর্ধ-১৯ মহিলা দল। জবাবে ১৪ ওভারে ৫৮ রানে শেষ হয়ে যায় স্কটল্যান্ডের অনূর্ধ-১৯ দলের ইনিংস। ১৫০ রানে জয় পায় ভারতীয় দল। বল হাতেও ভাল পারফর্ম করেছেন তৃষা। তিনি ৬ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। ভাল বল করেছেন আরও দুই ভারতীয় বোলার। ৮ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়েছেন আয়ুষী শুক্ল। ৫ রানে ৩ উইকেট বৈষ্ণবী শর্মার। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে ম্যাচের সেরা ক্রিকেটারও নির্বাচিত হয়েছেন তৃষা।

টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন স্কটল্যান্ডের অধিনায়ক নিয়াম মুইর। তৃষা এবং জি কমলিনী আগ্রাসী মেজাজে শুরু করেন। তাঁদের প্রথম উইকেটের জুটিতে ১৩.৩ ওভারে ওঠে ১৪৭ রান। কমলিনীর ব্যাট থেকে এসেছে ৪২ বলে ৫১ রান। ৯টি চার মেরেছেন তিনি। তৃষার ৫৯ বলের ইনিংসে রয়েছে ১৩টি চার এবং ৪টি ছক্কা। শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ২২ গজে ছিলেন সনিকা চলকে। তিনি ৫টি চারের সাহায্যে ২০ বলে ২৯ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন।

তৃষার ১১০ রানের অপরাজিত ইনিংস মহিলাদের অনূর্ধ-১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ রানও। তিনি ভাঙলেন ইংল্যান্ডের গ্রেস স্ক্রিভান্সের রেকর্ড। তিনি ২০২৩ সালে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৯৩ রান করেছিলেন। এর আগে অনূর্ধ-১৯ এশিয়া কাপেও তৃষা নজর কেড়েছিলেন। পাঁচ ম্যাচে ১৫৯ রান করে প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়েছিলেন।

হায়দরাবাদের ১৯ বছরের তৃষা ওপেনিং ব্যাটারের পাশাপাশি ভাল লেগ স্পিনারও। তাঁর বাবা একটি বেসরকারি সংস্থায় ফিটনেস ট্রেনার হিসাবে কাজ করতেন। মেয়ের ক্রিকেটের স্বার্থে চাকরি ছেড়ে তৃষাকে নিয়ে সেকেন্দরাবাদে থাকতে শুরু করেন। তখন তৃষার বয়স ছিল সাত। সেখানকার সেন্ট জন্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে তৃষাকে ভর্তি করিয়ে দেন। হায়দরাবাদ এবং দক্ষিণাঞ্চলের হয়ে ভাল পারফরম্যান্সের জন্য ভারতীয় দলে সুযোগ পান ১৯ বছরের অলরাউন্ডার। দেশের জার্সি গায়েও হতাশ করেননি।

# চুক্তি বাঁচাতে রনজি খেলছেন রোহিতরা ! বিস্ফোরক গাভাসকর

বোর্ডের নির্দেশিকার পর রনজি ট্রফিতে নেমেছেন রোহিত শর্মা, যশস্বী জয়সওয়ালরা। কিন্তু মানসিকভাবে আদৌ তাঁরা খেলতে চাইছিলেন তো? প্রশ্ন তুলে দিলেন সুনীল গাভাসকর। একই সঙ্গে তিনি নিশানা করলে বিরাট কোহলিকেও। গাভাসকরের প্রশ্ন, আদৌ চোট পেয়েছেন তো বিরাটরা? একটা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট জোগাড় করা তো বাচ্চাদের ব্যাপার।

দীর্ঘদিন বাদে রনজি ট্রফিতে প্রত্যাবর্তন করে চূড়ান্ত অসফল হয়েছেন রোহিত শর্মা, যশস্বী জয়সওয়ালরা। দুই ওপেনারের জন্য ফর্মে থাকা তরুণ ক্রিকেটার আয়ুষ মাত্রেকে বাদ দিতে হয়েছে। ব্যাটারদের ব্যর্থতার জেরেই দীর্ঘদিন বাদে কাশ্মীরের বিরুদ্ধে হারের মুখ দেখতে হয় মুম্বইকে। গাভাসকর ওই ম্যাচে ভারতের তারকা ব্যাটারদের মানসিকতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন।

লিটল মাস্টার বলছেন, "বিসিসিআই এবং কোচ নির্দেশ দিয়েছিল বলেই রনজিতে নেমেছে ভারতীয় ক্রিকেটারেরা। হয়তো ওদের খেলার কোনও ইচ্ছাই ছিল না।" গাভাসকর মনে করিয়ে দিয়েছেন, গত বছর ঈশান কিষান এবং শ্রেয়স আইয়ার ঘরোয়া ক্রিকেট না খেলায় বোর্ডের চুক্তি থাকা তাঁদের বাদ পড়তে হয়েছিল। সেই ভয়েই হয়তো রোহিতরা রনজি খেলছেন। মত কিংবদন্তি ব্যাটারের। রোহিতরা রনজিতে নেমে খারাপ পারফর্ম করেছেন।

অন্যদিকে বিরাট দীর্ঘদিন বাদে রনজিতে নামার আগে আচমকা ঘাড়ে চোট পেয়ে যান। কে এল রাহুলও জানিয়েছেন, চোটের জন্য তিনি খেলতে পারবেন না। কোহলির সেই চোট নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন গাভাসকর। বিরাটের নাম না করেই গাভাসকর বলেছেন, "এই ক্রিকেটাররা রনজি না খেললে বোর্ড কী করে সেটাই বেশি আগ্রহের বিষয়। ওরা কি সত্যিই চোট পেয়েছে? আর চোট পেলে ওরা কি ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে গিয়েছে যেমনটা নীতীশ কুমার রেড্ডিকে পাঠানো হয়েছে।" গাভাসকরের বক্তব্য, "এই তারকাদের তো বোর্ডের ছাড়পত্র না পেলে জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়াই উচিত নয়।"

# ১৩ বছর পর রঞ্জিতে বিরাট, ফেরালেন নেতৃত্বের প্রস্তাব

দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার খেলতে নামবেন বিরাট কোহলি। তবে ভারতের জার্সিতে নয়, তিনি খেলবেন দিল্লির হয়ে। ১৩ বছর পর রঞ্জি ট্রফি খেলতে নামছেন বিরাট। কিন্তু ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক দিল্লিকে নেতৃত্ব দিতে রাজি নন। ৩৬ বছরের কোহলি খেলবেন ১১ বছরের ছোট আয়ুষ বদোনীর অধিনায়কত্বে।

কোচ গৌতম গম্ভীর ভারতীয় ক্রিকেটারদের রঞ্জি খেলার নির্দেশ দেন। রোহিত শর্মা, ঋষভ পন্থ, শুভমন গিলদের গত ম্যাচে খেলতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু চোটের কারণে কোহলি খেলতে পারেননি। এখন তাঁর চোট সেরে গিয়েছে। ৩০ জানুয়ারি দিল্লি বনাম রেলওয়েজ ম্যাচে খেলবেন তিনি। দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার তরফে কোহলিকে নেতৃত্ব দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে জানা গিয়েছে। রঞ্জিতে দিল্লিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বদোনী। কোহলি খেললেও অধিনায়কত্ব করবেন আইপিএলে লখনউ সুপার জায়ান্টসের ক্রিকেটার।

কোহলিকে পেলেও দিল্লির হয়ে এই ম্যাচে খেলতে দেখা যাবে না পন্থকে। মুম্বইয়ের হয়ে খেলবেন না রোহিত, যশস্বী জয়সওয়াল এবং শ্রেয়স আয়ারও। তাঁরা সকলেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ খেলার প্রস্তুতি নেবেন। তবে কোহলি এবং লোকেশ রাহুল রঞ্জি খেলবেন। তাঁরা আগের ম্যাচটি খেলেননি। সেই কারণেই কোহলি দিল্লির হয়ে এবং রাহুল কর্নাটকের হয়ে খেলতে নামবেন। কোহলি শেষ বার দিল্লির হয়ে খেলেছিলেন ২০১২ সালে। উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন তিনি। ইতিমধ্যেই দিল্লি দলের সঙ্গে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন কোহলি। সেখানে ৪৫ মিনিট ব্যাট করতে দেখা যায় তাঁকে। পেসার এবং স্পিনার মিলিয়ে সাত জন বোলার বল করেন কোহলিকে। বাঁহাতি পেসারেরাও বল করেন তাঁকে। দলের সঙ্গে ফিল্ডিং অনুশীলনও করেন কোহলি।

# ১৮ মাসে মাত্র সাতটি ম্যাচ !

সৌদি আরবেরে ক্লাবে সই করার পর থেকেই চোটের কারণে ভুগছিলেন নেমার। ১৮ মাসে মাত্র সাতটি ম্যাচে খেলতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। সেই নেমারকে এ বার ছেড়েই দিল আল হিলাল। হয়তো পুরনো ক্লাব স্যান্টসে ফিরবেন ব্রাজিলের তারকা ফুটবলার।

মঙ্গলবার আল হিলালের পক্ষ থেকে জানানো হয়, "নেমার এবং আল হিলাল দু'পক্ষের সম্মতিতে চুক্তি বাতিল করল। ক্লাবের জন্য নেমার যা করেছে, সেটার জন্য ধন্যবাদ। আগামী দিনে আরও সাফল্য পাক নেমার।"

২০২৩ সালে আল হিলালে সই করেছিলেন নেমার। সেই মরসুমে তাঁর বেতন ছিল ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮৯০ কোটি টাকা। কিন্তু গোটা মরসুমে মাত্র ৪২ মিনিট খেলেছিলেন তিনি। বাকি সময় চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছিল। অর্থাৎ, প্রতি মিনিট খেলে ২১ কোটি টাকা করে রোজগার হয়েছিল নেমারের।

এর আগে প্যারিস সঁ জরমঁ-এ খেলতেন নেমার। সেই ক্লাবে ২০২৫ সাল পর্যন্ত চুক্তি ছিল। কিন্তু তার মাঝেই আল হিলালে যোগ দিয়েছিলেন। নেমারের সঙ্গে দু'বছরের চুক্তি করেছিল সৌদির ক্লাব।

জাগরণ 31 January 2025, Friday আগরতলা ৩১ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং, ■ ১৭ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023


# কংগ্রেস ভবনে গান্ধীজির প্রয়াণ দিবস পালিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি :** যথাযোথ্য মর্যাদায় আজ জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়েছে। আগরতলা কংগ্রেস ভবনের সামনে দিবসটি শহীদান দিবস হিসেবে পালিত হয়েছে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। তারপর কংগ্রেস নেতৃত্বরা আগরতলায় গান্ধীঘাটে গিয়ে বাপুর সমাধিস্থলে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।এদিন মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা বলেন, সারা পৃথিবীতে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণ দিবসটি শহীদান দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী সারা দেশেই শান্তি ও অহিংসার বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন।
এদিন তিনি আরও বলেন, মহাত্মা গান্ধীর জীবনধারা, সততা এবং অহিংসা সমগ্র দেশবাসীকে অনুপ্রেরণা জোগায়। তাছাড়া, গান্ধীজীর ন্যায় এবং বিচারধারার লড়াই আগামীদিনেও চালিয়ে যেতে হবে বলেন তিনি।

## চোর সন্দেহে আটক যুবককে গণধোলাই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ৩০ জানুয়ারি :** কদমতলা থানার বাগবাসায় গরুসহ এক চোরকে আটক করে গণধোলাই দিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছেন উত্তেজিত জনতা। চুরি করে গরু বিক্রি করতে এসে জনতার হাতে আটক হয়েছে এক চোর। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে কদমতলা থানাধীন বাগবাসা বিধানসভার উত্তর হুরুয়া পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন এলাকায়। উত্তেজিত জনতার হাতে গণধোলাই খেয়ে কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন ওই যুবক। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, বাগবাসা বিধানসভার উত্তর হুরুয়া পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন এলাকায় একটি মুদি দোকান রয়েছে। এক যুবক হঠাৎ করে একটি গরু নিয়ে এসে বিক্রি করতে চায়। তখন দোকান মালিক জিজ্ঞেস করেন ওই যুবককে গরুটি কত দামে বিক্রি করবে তুমি। তখন সে জানায় সাত হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করবে গরুটি। উনি বলেন উনার কাছে এত টাকা নেইতখন ওই যুবক বলে তাকে এখন এক হাজার টাকা দিলে চলবে। পরে বাকি টাকা দিলে চলবে। তখন ওই যুবকের কথায় দোকান মালিকের সন্দেহ হয়। যুবকের কথাবার্তায় বুঝতে পারেন দোকান মালিক যুবকটি ওই গরুটি চুরি করে নিয়ে এসেছে। তখন পথ চলতি সাধারণ জনগণ সহ এলাকাবাসীরা জড়ো হয়। তখনই যুবককে সকলে মিলে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালালে সে স্বীকার করে গরুটি চুরি করে নিয়ে এসেছে। উত্তেজিত জনতা গরু সহ ওই যুবককে আটক করে গণধোলাই দিতে শুরু করে। পরবর্তীতে কদমতলা থানার পুলিশ এলাকাবাসীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় ওই যুবককে উদ্ধার করে কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসে। বর্তমানে ওই গরু সহ যুবক কদমতলা থানা পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। ধৃত যুবকের নাম সুলতান মিয়া।বাড়ি ধলাই জেলার ময়নামা বাঙালি পাড়া এলাকায়।

বৃহস্পতিবার সার্কিট হাউস ও গান্ধী বেদীতে মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু ।

## শহুরী সমৃদ্ধি উৎসব সম্পন্ন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি:** বৃহস্পতিবার রাজধানীর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে সমাপ্ত হল সাত দিনব্যাপী শহুরী সমৃদ্ধি উৎসব-২০২৪। এইদিন সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, পুর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপার্সন রত্না দত্ত সহ অন্যান্যরা।
এইদিনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন, অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর মেলা আরো ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আগামী দিনে এই মেলাকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলার প্রচেষ্টা চালানো হবে। মহিলাদের আত্মনির্ভর করার ক্ষেত্রে এই মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে দাবি করেন মন্ত্রী।

## সংরক্ষিত বনাঞ্চল কেটে ব্যক্তিগতভাবে বাগান তৈরি, বন দপ্তরের ভূমিকায় ক্ষোভ

**বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি :** কুকিছড়ার সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস করে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাগান গড়ে তোলা হচ্ছে। কুকিছড়া কুমারঘাট বন দপ্তরের অধীনে রয়েছে।
কুমারঘাট রেঞ্জ অফিস থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। কিন্তু স্থানীয় বন আধিকারিক প্রদীপ বড়ুয়ার ভূমিকায় গভীর সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। এই বন আধিকারিকের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বেও বেশ অভিযোগ রয়েছে। এই কুকিছড়ার অঞ্চলে বনদপ্তর থেকে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে বাঁশ বাগান তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু বাঁশ বাগানে বাশের দেখা নেই। ব্যক্তি মালিকানা গড়ে উঠছে পান বাগান।
এই অবৈধ কাজের সাথে অবশ্য স্থানীয় এক শাসক দলীয় নেতা ও জড়িত রয়েছে বলে জানা গেছে। তাছাড়া এক সময়ে এই কুকি ছড়া বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল।
সংরক্ষিত বনা ঞ্চল বনজ সম্পদ পাচার কারীদের দখলে চলে যায়। এর ফলে বনজ সম্পদ পাচারের সাথে সাথে বনজ পশু পাখিও নিকেশ হতে শুরু করে। অভিযোগ অসাধু বন কর্মীদের সাথে পাচারকারীরা গোপন বোঝাপড়া করেই দি নের পর দিন সংরক্ষিত বনা ঞ্চল খালি করে নিয়ে গেছে। কুকি ছড়ার গভীর বনাঞ্চল ক্রমশ ফাঁকা হয়ে যায় ।কিন্তু বনদপ্তর কার্যত জগন্নাথ হয়ে বসে রয়েছিল। বর্তমানে সংর ক্ষিত বনাঞ্চল দখল করে গড়ে উঠছে ব্যক্তিগত মালি কানাধীন পান বাগান।

## জওয়ানের বাড়িতে চোরের হানা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩০ জানুয়ারি:** পরিবারের লোকজনদের অনুপস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে টিএসআর জওয়ানের বাড়িতে দুঃসাহসের চুরির ঘটনা সংঘটিত করলো চোরের দল। ঘটনা বিশালগড় গোকুলনগরের মধ্যপাড়ায়।
গকুলনগর এলাকায় এক টিএসআর জওয়ান বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি কান্ড সংগঠিত করল চোরের দল। নগদ ৬০ হাজার টাকা সহ ৬ থেকে ৭ ভরি স্বর্ণালংকার নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোরের দল। ঘটনা বিশালগড় থানার অন্তর্গত গকুলনগর মধ্যপাড়া এলাকায়। জানা গেছে দুইদিন ধরে বাড়িতে কেউ ছিলনা। বৃহস্পতিবার সকালে বাড়িতে আসলে নজর আসে চুরির বিষয়টি। খবর দেওয়া হয় বিশালগড় থানায়। বিশালগড় থানার পুলিশ একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। বাড়ির মালিকের নাম সঞ্জয় দেবনাথ।

## দোকানের শাটার ভেঙে চুরি ক্ষতি প্রায় ৭ লক্ষ টাকা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৩০ জানুয়ারি:** দোকানের শাটার ভেঙ্গে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংঘটিত করা হল। লুট করা হল মোবাইল ফোন, কম্পিউটার সহ নগদ অর্থ।রাতের আঁধারে দোকান ঘরের শাটার ভেঙ্গে দুঃসাহসিক চুরি কান্ড সংঘটিত হয়েছে। লুট করা হয়েছে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার নতুন মোবাইল ফোন,কম্পিউটার সহ নগদ আড়াই লাখ টাকা। ঘটনা উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার চুরাইবাড়ি থানাধীন পূর্ব চুরাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের এসটি পাড়া সংলগ্ন আট নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের পাশে।জানা গেছে, চুরাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সামসুল হক প্রতিদিনের মত বুধবার সকালে এসটি পাড়া সংলগ্ন আট নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের পাশে তার হার্ডওয়্যার ও মোবাইল দোকানে গিয়ে দেখতে পান দোকানের শাটার ভাঙ্গা। তখন তিনি বুঝতে পারেন তার দোকানে চুরি হয়েছে। তড়িঘড়ি খবর দেন চুরাইবাড়ি থানায়।
খবর পেয়ে সানীয় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে দোকান মালিককে সাথে নিয়ে দোকানে ঢুকে দেখতে পায় দোকানটি প্রায় ফাঁকা করে দিয়েছে চোরের দল। এদিকে দোকান মালিক সামসুল হক জানান, তার দোকান থেকে প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকার নতুন মোবাইল ফোন, ব্যবহৃত কম্পিউটার সহ নগদ আড়াই লাখ টাকা নিয়ে গেছে চোরের দল। সব মিলিয়ে তার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সাত থেকে আট লাখ টাকার মত। তিনি আরো জানান, দোকানের সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে তিনজনের চোরের দলটি মুখে কাপড় বেঁধে এই চুরিকান্ড সংঘটিত করেছে। এমর্মে তিনি সানীয় থানায় একটি চুরির মামলা দায়ের করেছেন। তিনি দাবি জানিয়েছেন, আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে যেন পুলিশের টহলদারি দেওয়া হয়। তাতে জাতীয় সড়কের পাশে থাকা অন্যান্য দোকানগুলি চোরের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

## আড়াই লাখ টাকার চেরাই কাঠ সহ আটক গাড়ি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ৩০ জানুয়ারি :** আবারো কদমতলা ফরেস্ট বিটের ইনচার্জের তৎপরতায় উদ্ধার আড়াই লাখ টাকার চেরাই কাঠ, অভিযানে আটক করা হয়েছে একটি গাড়িও। অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও কাজ করার মানসিকতা থাকলে যেকোনো জায়গায় যে কাজ করা যায় সেটা করে দেখালেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমাধীন কদমতলা ফরেস্ট বিটের ইনচার্জ অভিজিৎ দাস। তিন মাস হল তিনি কদমতলা ফরেস্ট বিটের দায়িত্ব নিয়েছেন। এরই মাঝে একাধিক চোরাচালানের সময় কাঠ সহ গাড়ি এবং অবৈধভাবে মজুত রাখা চেরাই কাঠ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন।
যদিও পূর্বে কদমতলা ফরেস্ট এলাকা থেকে এধরনের অভিযান তেমন উঠে আসেনি। তাতে করে পূর্বে কদমতলা ফরেস্ট এলাকা কাঠ মাফিয়াদের মৃগয়া ভূমিতে পরিনত হয়েছিল। যদিও কদমতলা বিটের ইনচার্জ অভিজিৎ দাস দায়িত্ব নেবার পর কাঠ মাফিয়াদের আস্ফালন অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।
বুধবার কদমতলা ফরেস্ট বিটের ইনচার্জ অভিজিৎ দাসের কাছে খবর আসে কদমতলা ফরেস্ট এলাকায় বিপুল পরিমাণ চেরাই কাঠ এনে মজুদ করা হবে। সেই খবরের ভিত্তিতে বিট ইনচার্জ সহ এসডিএফও অশোক কুমার, ধর্মনগর রেঞ্জের রেঞ্জার সুপ্রিয় নাথ বন দপ্তরের বিশাল বাহিনী নিয়ে কদমতলা-ধর্মনগর সড়কের উপর উৎপেতে বসে থাকেন। রাত আনুমানিক পৌনে বারোটা নাগাদ টিআর০১- এক্স - ১৯০২ নম্বরের একটি এসএমএল ট্রাক গাড়ি দ্রুত গতিতে কদমতলা অভিমুখে আসলে যথারীতি বনকর্মীরা গাড়িটির পিছু দাওয়া করেন।তাতে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ট্রাক চালক রাস্তা বদল করে বরগোল-মহেশপুর সড়ক ধরে যেতে চাইলে রাস্তার কারনে যেতে পারেনি।
অবশেষে গাড়ি ফেলে চালক পালিয়ে যায়।বন কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একশো ফুট চেরাই কাঠ উদ্ধার করে। সাথে আটক করা হয় গাড়িটিকে।

## কল্যাণ মানিক্যের স্মৃতি বিজড়িত কালী মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৩০ জানুয়ারি:** মহারাজা কল্যাণ মানিক্যের স্মৃতি বিজড়িত কল্যাণপুরের কুঞ্জবন এলাকার সুপ্রাচীন কালী মন্দিরের মধ্যে সমস্ত এলাকাবাসীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভর করে এবার মায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে। এই প্রাণ প্রতিষ্ঠাকে সামনে রেখে আজ সংশ্লিষ্ট মন্দিরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে দাবি করা হয় সুপ্রাচীন এই মন্দিরটা রাজন্য স্মৃতি বিজড়িত।
এই মন্দিরের অনেক ইতিহাস রয়েছে, বিশেষ করে মহারাজা কল্যাণ মানিক্য সকল স্তরের জনগণের মঙ্গল কামনায় এই মন্দির তৈরি করেছিলেন বলে মন্দির কর্তৃপক্ষ দাবি করেন। এতদিন পর্যন্ত নির্দিষ্ট কিছু কিছু তিথিতে শুধুমাত্র এই মন্দিরে পূজা সহ বিভিন্ন মিলন মেলা আয়োজিত হত, কিন্তু এখন থেকে সকল অংশের সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রতিদিন নিয়ম করে এই মন্দিরে পূজার্চনা সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে আগামী ৭ ই ফেব্রুয়ারি মায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, এই বিষয় নিয়ে গোটা মন্দির চত্বরে চলছে তীব্র ব্যস্ততা।
আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে মন্দির কর্তৃপক্ষ গোটা রাজ্যবাসীকে আগামী ৭ ই ফেব্রুয়ারি প্রাণ প্রতিষ্ঠা লগ্নে উপস্থিত থেকে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করার পাশাপাশি গোটা আয়োজনকে সাফল্যমন্ডিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি সাংবাদিক সম্মেলনে এটাও দাবি করা হয়েছে ধর্মীয় আয়োজনের পাশাপাশি প্রাণ প্রতিষ্ঠাকে সামনে রেখে বিভিন্ন স্তরের শিল্পীদের উপস্থিতিতে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার ব্যবস্থাও রয়েছে। এই সাংবাদিক সম্মেলনে মন্দির কমিটির পক্ষে সুকুমার পাল, সনজিৎ শীল, নান্টু শীল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

## বাদল ত্রিপুরার মৃত্যুর ঘটনায় চার্জশিট গঠনের দাবি জানালো

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি :** বৃহস্পতিবার বাম দলের পক্ষ থেকে পাঁচ জনের এক প্রতিনিধি দল পুলিশের মহানির্দেশকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে। দ্রুত চার্জশিট জমা দিয়ে সুষ্ঠু বিচার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার দাবী জানালেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক পার্থ কর্মকার।
ডেপুটেশন প্রদান শেষে দলের রাজ্য সম্পাদক পার্থ কর্মকার জানান, গত অক্টোবর মাসের ১৩ তারিখ গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্ত বাদল ত্রিপুরার ১৭ তারিখ পুলিশের লকআপে মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় মৃতের পরিবারের সন্দেহ, পুলিশ তাকে অত্যাচার করায় সে মারা গিয়েছে।
ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই থানার এসআই ও কনস্টেবলকে হাজতে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ৩ মাসের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও এই ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত চার্জশিট জমা দেয়নি রাজ্য সরকারের নিকট।
তিনি বলেন, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। অতি দ্রুত চার্জশিট জমা দিয়ে সুষ্ঠু বিচার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা পাশাপাশি পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করার জন্য দলের পক্ষ থেকে দাবি রাখেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক পার্থ কর্মকার।
পুলিশ স্টেশনে আসামির মৃত্যুর এই ঘটনা রাজ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছে।

## *সরস্বতী ঠাকুর তৈরিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা*

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৩০ জানুয়ারি:** পঞ্জিকা মতে আগামী রবিবার ও সোমবার বাগদেবী সরস্বতী পূজা। তাই কমলপুর ফুলছড়ির কুমার পাড়ার মৃৎশিল্পীরা সরস্বতী প্রতিমা তৈরির কাজে ব্যস্ত। এমনটা দেখা গেছে ফুলছড়ি কুমার পাড়ায়।
ফুলছড়ি বেশ কয়েক পরিবার আছেন মৃৎশিল্পী। পূর্ব পুরুষের কাজ ধরে রেখে তাদের বংশধরেরা বর্তমানে ওই পেশায় বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## পুকুরে বিষ ঢেলে মাছ পথে বসলো মৎসজীবি

**বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি:** নাশকতামূলক এক কর্মকাণ্ডের ফলে পথে বসলো এক ক্ষুদ্র মৎস্যজীবি। পুকুরে বিষ ঢেলে নির্বিচারে মৎস্য নিধন করা হয়েছে। এই ধরনের নাশকতা মূলক কাজ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবারে পুকুরে বিষ ঢেলে মৎস্য শিকারের ঘটনাটি ঘটেছে কুমারঘাটে। কুমারঘাটের ন্যাপাড়ার বাসিন্দা নিশিকান্ত দাস নামে এক ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী দীর্ঘ বছর ধরে মাছ চাষ করে সংসার প্রতিপালন করছে। কুমারঘাট শহর সংলগ্ন কুকিছড়ায় একটি দীর্ঘ লেইক রয়েছে। এই লেইকটিতে বৈজ্ঞানিকভাবে মৎস্য চাষ করে চলছে নিখিল দাসের বড়পুত্র নিশি কান্ত দাস।
রবিবার রাতে কতিপয় অজ্ঞাত পরিচিত দুষ্কৃতিকারী দীর্ঘ নেইক টিতে বিষ ঢেলে পুকুরের ছোট থেকে বড় সব মাছ নিধন করে।প্রতিদিন সকা লে লেইক টিতে গিয়ে মাছের প্রতিপাল ন করে নিশিকান্ত দাস। অন্যান্য দিনের মত আজ সকালে লেইকে আসলে নিশি কান্ত দাসের মাথায় বাজ পড়ে। পুকুরের দিকে তাকিয়ে দেখে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## সাত লাখ টাকার নেশার সামগ্রী সহ আটক এক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৩০ জানুয়ারি:** সাত লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার সহ নেশা কারবারি আটক চুরাইবাড়ি থানার পুলিশের হাতে। ধৃতের নাম বদরুল হক। ব্রাউন সুগার সহ এক নেশা কারবারিকে পাকড়াও করলো চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। বদরুল নামের এই নেশা কারবারি বহুদিন ধরে পুলিশকে আড়াল করে আসাম-ত্রিপুরা সীমান্তে এই নেশার ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।
চুরাইবাড়ি থানার ওসি খোকন সাহা জানান, বুধবার গভীর রাতে গোপন সংবাদের উপর ভিত্তি করে চুরাইবাড়ি নন্দীপাড়া এলাকার বাসিন্দা বদরুল হকের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। তার ঘরের গোপন স্থান থেকে এই হিরোইনের প্যাকেটগুলো উদ্ধার করা হয়। মোট সাতটি সাবানের বাক্সে ৭৮ গ্রাম হিরোইন রয়েছে, যার কালোবাজারি মূল্য প্রায় সাত লক্ষ টাকা বলে জানান ওসি। সঙ্গে বাড়ির মালিক তথা নেশা কারবারি বদরুল হককেও পাকড়াও করা হয়। পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায় এই হিরোইনগুলো সে আসাম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরে রাষ্ট্রীয় বৈদিক সেমিনারের উদ্বোধন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি:** ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা প্রচারে বেদের অবদান" শীর্ষক তিন দিনব্যাপী জাতীয় বৈদিক সেমিনার ২৯-০১-২০২৫ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে এবং ৩১-০১-২০২৫ পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানটি চলবে। কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় একলব্য পরিসর এবং মহর্ষি সন্দীপনি রাষ্ট্রীয় বেদবিদ্যার (উজ্জয়িনী) সহযোগিতায় এই সেমিনারটি আয়োজিত হয়েছে। সেমিনারের লক্ষ্য ভারতের বৌদ্ধিক ঐতিহ্য এবং তাদের সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা গঠনের ক্ষেত্রে বেদের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করা।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে আজ বিশাল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়, যেখানে পরিসরের অধ্যাপক অধ্যাপিকা, কর্মচারীবৃন্দ এবং কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরের ছাত্রছাত্রী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য পণ্ডিতরা একলব্য পরিসরের চত্বর থেকে কৃষি কলেজ, (লেম্বুছড়া) পর্যন্ত যাত্রা করেন। র‍্যালিটি ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভিত্তি হিসেবে বৈদিক জ্ঞান সংরক্ষণ ও প্রচারের প্রতিশ্রুতির প্রতীক।
প্রধান অতিথি, প্রফেসর (ড.) রতন কুমার সাহা, টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর, (আগরতলা) , সমসাময়িক শিক্ষায় বৈদিক অধ্যয়নের ভূমিকার উপর জোর দিয়ে বলেন:
'বৈদিক ঐতিহ্য হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে রূপ দিয়েছে। আধুনিক শৃঙ্খলার সাথে বৈদিক জ্ঞানকে একীভূত করে, আমরা জ্ঞানের জন্য একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে পারি যা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য উপকৃত হয়।'
অধ্যাপক শ্রী কিশোর মিশ্র, ঋছ.ট্র.ঝঝঞ্চ এর প্রাক্তন সচিব এবং প্রাক্তন প্রধান, কলা অনুষদ, কাশী হিন্দু ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন শাখায় বেদের অবদান প্রতিফলিত করে মন্তব্য করেছেন: 'ভাষাবিজ্ঞান থেকে জ্যোতির্বিদ্যা, আয়ুর্বেদ থেকে গণিত পর্যন্ত, বেদগুলি অমূল্য অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে যা আজও অন্বেষণ করা হচ্ছে। জরুরী যে আমরা একাডেমিক কঠোরতার সাথে এই পাঠ্যগুলি অধ্যয়ন এবং প্রচার চালিয়ে যাই।'
প্রফেসর মনোজ কুমার মিশ্র, বেদ-বিদ্যাশাখার প্রধান, কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের, বৈদিক গবেষণায় প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন, বলেছেন:
'আমাদের অবশ্যই কেবল সংরক্ষণই নয়, বৈদিক জ্ঞানকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে এটি বিশ্বব্যাপী পণ্ডিত এবং ছাত্রদের কাছে আরও সহজলভ্য হয়।'
অধ্যাপক রাজেন্দ্র নাথ শর্মা, প্রাক্তন প্রধান, সংস্কৃত বিভাগ, গৌহাটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## গাঁজা বিরোধী অভিযানে ৪০ হাজার গাছ ধ্বংস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩০ জানুয়ারি :** গোপন খবরের ভিত্তিতে কলমচৌড়া থানার পুলিশ প্রায় ৪০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করায় গাঁজা চাষিদের মাথায় হাত। ত্রিপুরা সরকারের নেশা মুক্ত রাজ্য গঠনের লক্ষ্যে পুলিশের উদ্যোগে নেশা বিরোধী অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
বৃহস্পতিবার কলমচৌড়া থানাধীন দক্ষিণ কলমচৌড়া বাইদার ডোঙ্গ, ওরতোকি মোরা, হাসের ডোঙ্গ এই দুটি এলাকায় পুলিশ, টিএসআর ও বিএসএফ এর যৌথ অভিযানে প্রায় ৪০ হাজার উপযুক্ত গাঁজা গাছ ধ্বংস করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অভিযানের ফলে গাঁজা চাষিদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত চলে এই বিশেষ অভিযান কলমচৌড়া থানার ওসি নাড়ু গোপাল দেবে, সাব-ইন্সপেক্টর বিশ্বজিৎ দেববর্মা, ৪৯ ব্যাটেলিয়ান বিএসএফের ইন্সপেক্টর বিজেন্দ্র সিং। এই দিনের এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন কলমচৌড়া থানার ওসি নেতৃত্বে পুলিশ, কলমচৌড়ার দুইটি এলাকায় বনদপ্তরের জমিতে অবৈধ গাঁজা চাষের সন্ধান পায়। মোট ৪ টি প্লটে বিস্তৃত ১৫ একর জমিতে চাষ করা ৪০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়।
অভিযান পরিচালনাকারীরা জানান গাঁজা গাছগুলো উপযুক্ত পরিণত অবস্থায় ছিল, যা বিপুল পরিমাণে মাদক সরবরাহে ব্যবহৃত হতে পারত। তবে সময় মতো অভিযানের ফলে এই চাষ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas